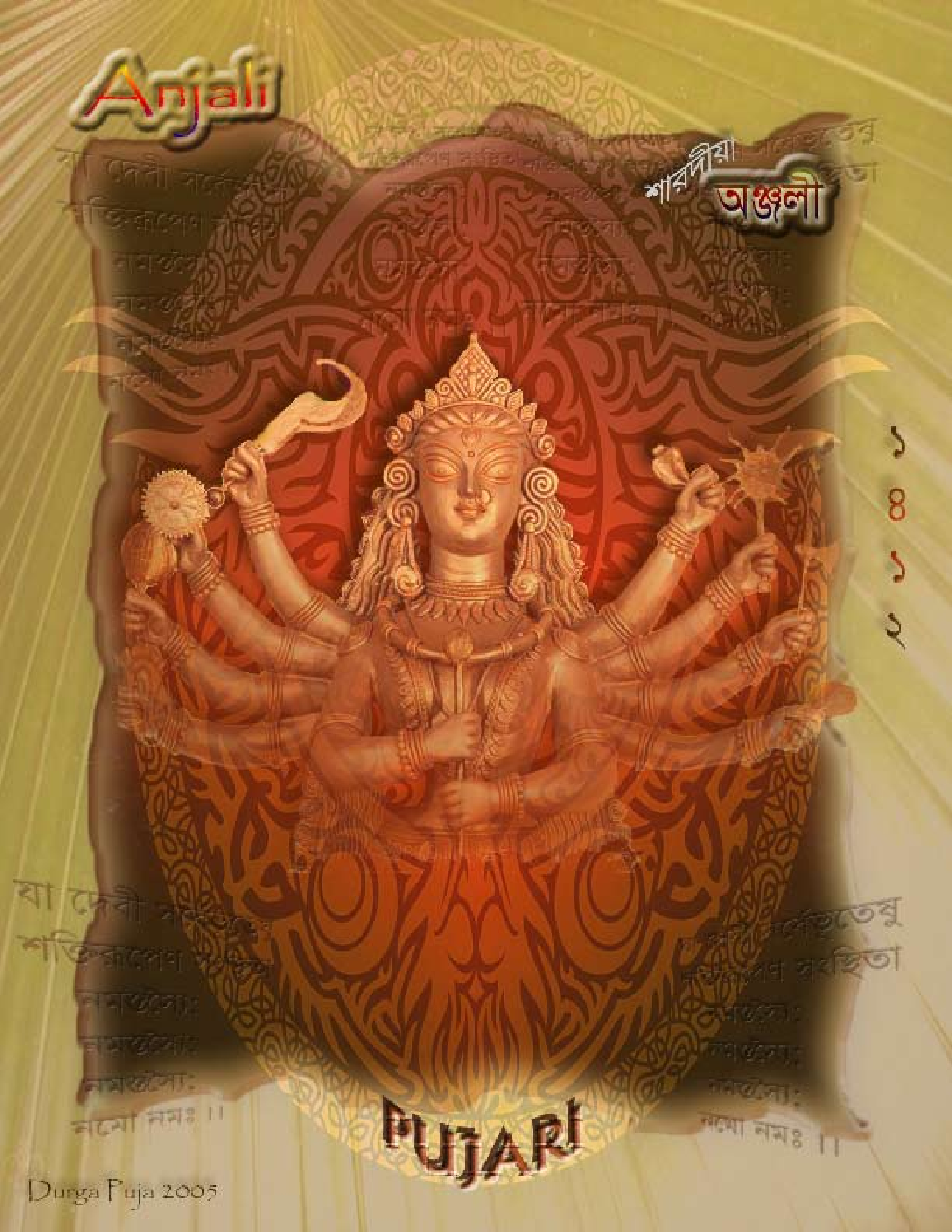
Anjali
শারদীয়
অঞ্জলী
১
৪
১
২
PUJARI
Durga Puja 2005

অঞ্জলি Anjali 2005

www.pujari.org

১৪১২

Editors:
Sutapa Datta, Amitabha Datta & Samaresh Mukhopadhyay

Editorial Assistance:
Amitava Sen, Indroneel Majumdar & Probir Bhattacharyya

Cover Design & Layout:
Sutapa Datta

Bengali Typesetting:
Dr Samar Mitra, Tania, Rakhi, Rupa, Anusuya, Sutapa Dar, Rituparna & Prosenjit

Illustrations:
Debazit, Tinny, Pritha & Paroma

Advertisement Coordinators:
Probir Bhattacharyya & Samaresh Mukhopadhyay

Author Contact:
Sutapa Datta, Paromita Ghosh & Probir Bhattacharyya

Acknowledgments:
Sunil Gangopadhyay, Kolkata
Raghav Bandopadhyay, Anandabazar Patrika
www.parabaas.com
www.anythingbengali.com

Offshore Assistance:
Geeta C Yadav, Indian Express, Chennai

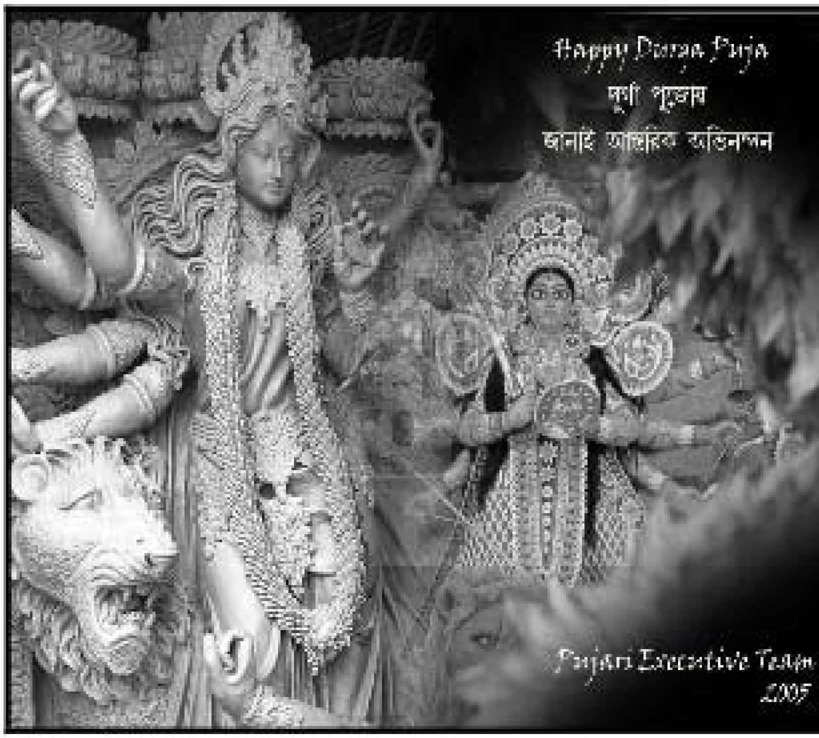

As Hurricane Katrina pounded New Orleans and Biloxi, we watched in despair the misery of our fellow citizens' who were rendered homeless. Americans continue to fight the first natural disaster that has wrought havoc and has actually destroyed all the towns along the US gulf coast. This nightmare has caused immense loss in terms of life and property. CNN has mentioned "this is Ground Zero of Natural Disaster in the US".

The highlight of the tragedy is the stark reality that global warming has to be dealt with, by one and all. To avert similar disasters to some extent the ecological balance of the earth has to be maintained as a joint responsibility.

Pujari requests all of you to join us in our prayer to Mother Durga to give us hope and strength to rebuild and renew the lives of the affected people.

Disclaimer:
The opinions expressed in the articles are the sole responsibility of the authors. Pujari or any of its editors are not responsible for any damages, implicit or incidental, resulting out of the opinions or ideas expressed in these articles.

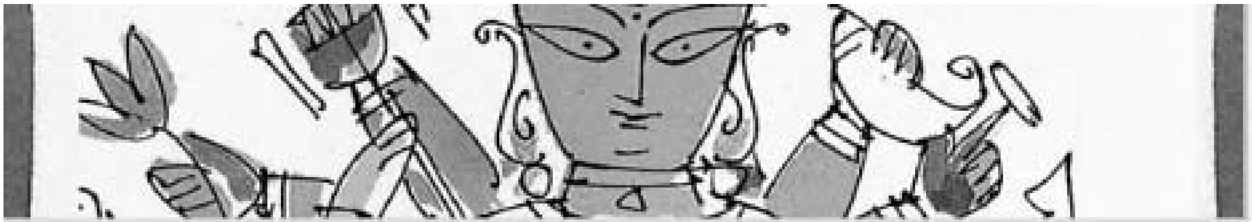

Contents / সূচীপত্র

সম্পাদকীয়/ Editorial

প্রবন্ধ/ Essay

৪৩ কাল তোরে পাঠিলে বৈশাখ-
শৈবাল বসু

৪৫ মহাভারতের কাল নির্ণয়
ড. সমর মিত্র

64 The Tables Turned
Geeta Chadha Yadav

23 I Believe
Debashish Das

কবিতাগুচ্ছ/ Poems

২-৩ দুপুরের বর্ণ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

৪ বাবাজীবন ঝিন্টোবাবার ভট
রাজন বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ দুটি কবিতা
প্রশান্ত চক্রবর্তী

৬ প্রবাস পত্র
অঞ্জন দাস

৭ তোমাকে
জয়া চৌধুরী

8 Two Poems
Amitava Sen

৫ হৃদয়
সুতপা দাস

৫ রবীন্দ্রনাথ - তুমি কি অনন্যা?
সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়

৬ আগে বড় হই
অজিত কুমার দে

৭ Modern দুর্গাপুজো এবং ইচ্ছে করে...
অর্পিতা কর

৬ কবির অসুখ
সমরেশ মুখোপাধ্যায়

২৩ ছেড়ে চলে যেও না আমায়
সুস্মিতা মহলানবীশ

গল্প/ Stories

২৪ মধ্যবর্তী
গীতা সেন

২১ যারা হরিণের জন্য এসেছিল
ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত

৪১ অনুভব
মায়া রক্ষিত

৩৬ কলম
ডা সুমিতা খাঁ

রম্য রচনা/ Humor stories

১৮ গত স্বাধীনতা দিবসে কমলা মাতঙ্গম এবং আমরা নবনীতা দেবসেন

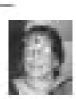

৬০ নিউ মেক্সিকো, USA চাকরির একটা ইন্টারভিউ ইন্দ্রনীল মজুমদার

57 The Green Thumb Aradhana Bhattacharya

9 "সেই টানা টানা চোখ, মেঘের মত একঢাল চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে, মুখে সেই মোনালিসার হাসি।"

10 "The first thing Rabindranath said was, "You have paid aptly for being the nocturnal creatures you are, haven't you?"

18 "অতিরিক্ত রক্ত বেরিয়ে গেলে দেহমন সজীব থাকবে, আপনার ত্বক উজ্জ্বল হবে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হবে, মনে শান্তি আসবে..."

28 "নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে এখন। নদীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রাণপনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগলো ও।"

30 "উনি অভিনয় craft -টা যে কোন বড় অভিনেতার মতই জানতেন। প্রয়োজনে, অনেক বড় অভিনেতাকে পুরোটা অভিনয় করে দেখাচ্ছেন, এমনও দেখেছি।"

37 "Peace is a vibration that can be affected by the light of the Reiki energy."

39 "Many a productive and regular adda has inspired the words to flow from the pens of many a genius wordsmith."

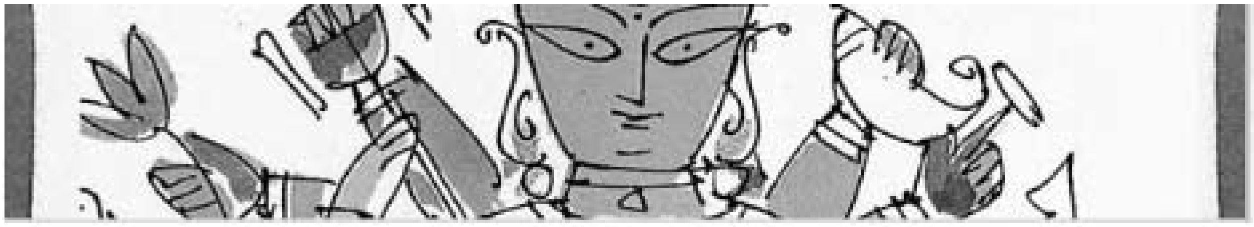

স্মৃতিচারণ/ Reminiscence

10 The Land where I found it All
Buddhadeva Bose (Translated by: Nandini Gupta)

৯ ভবিষ্যতের সূচীপত্র
শ্যামলী দাস

39 Adda in the City of Joy
Amitabha Datta

৩০ মানিকদাকে যেমন দেখেছি
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

ভ্রমণ কাহিনী// Travel Stories

৫৫ রূপকথার দেশ - ইতালী
শ্যামলী দাস

৩৩ চলো, বেরিয়ে পড়ি।
নিশীথ গাঙ্গুলী

43 "কমিউনিকেশানের দিক থেকে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার চেষ্টা নাটকের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ভঙ্গিতে করেছেন রবীন্দ্রনাথ।"

60 "জানলা দিয়ে উঁকি মেরে যে দৃশ্য দেখলাম, তা একেবারেই এই বঙ্গসন্তানের মনঃপূতঃ হলো না। নীচের জমি শুধু খয়েরী আর খয়েরী।"

62 *"In the course of a single life, we go through various phases like childhood, adolescence, youth and adulthood."*

Pujari Kids

48 The Beauty of Nature
Suporna Chaudhuri
Bed in Summer
Sudeshna Datta
Red
Shejuti Banik
Power of Friendship
Sounak Das

49 The Story of Kang & Tang

50 How Ganesh came to have Elephant's Head

51 Weird but true
Sudeshna Datta

52 Pandora's Box
Sampriti De
Healthily Falling Asleep
Novonil Banik
My Guardian Angel
Elena Dieci
Spring
Lydia Rainwater

Recipes

68 Cabbage with coconut
Tripti S Chaudhuri

Cashew & Cream Chicken
Sally Soloman

Basoner Kachuri
Basanti Chatterjee

Health

69 Double Jeopardy from Nature & Nurture
Dr Sarita Kansal

Entertainment

34 Uttam Kumar- The Cherubic Enigma
B N Bagchi

Business Talk

59 Indian Entrepreneurs.......
Jaydip Ghosh

Alternative Healing & New Age

62 Are you Happy?
Prosenjit Dutta

66 Feng Shui- The Sacred art of Geomancy
Sutapa Datta

37 Reiki- The Vibrational Peace
Geeta Chadha Yadav

49 Art Collage : Pujari Kids

সম্পাদকীয় / *Editorial* ~~

দেখতে দেখতে কেটে গেলো আরো এক বছর। বাঙালীর প্রিয় দুর্গোৎসব আবার আগত আমাদের দ্বারে। ধর্মভীরু হিসেবে বিশেষ পরিচিতি বাঙালীদের কোনদিন-ই ছিল না, তবু-ও এই সময়ে প্রায় সব বাঙালীর হৃদয়-ই এক অনন্য মাতৃভক্তির প্লাবনে অনুরনিত হয়ে ওঠে। নিকটাত্মীয়দের আমরা যেভাবে বরন করি, আদর-আপ্যায়ন করি, পুজোর কয়েকদিন বাঙালীর মন চায় মা দুর্গাকেও তেমন-ই আপন করে নিতে।

প্রতিবছরের মতো এবার-ও মা দুর্গার কাছে আমাদের প্রার্থনা - যা কিছু অশুদ্ধ, অপবিত্র, ও অশুভ - যেন আমাদের জীবন থেকে নির্মূলিত হয়। সারা বছর জুড়ে আমরা ব্যস্ত থাকি নিজেদের ক্ষুদ্র কামনা বাসনা চরিতার্থ করার চেষ্টায়। নিরন্তর এই এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টায় জ্ঞানত বা অজ্ঞানত হয়তো নিজেদের চারপাশের মানুষকে আঘাত দিয়ে থাকি। এইভাবে ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরাত্মার উপর জমা হতে থাকে অহমিকা ও পাপের অন্ধকার প্রলেপ। নবরাত্রির এ ক'দিন বাঙালী মন চায় সাংসারিক ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে উঠে মা দুর্গার সাথে একাত্ম হতে, তাঁর পবিত্রতার শরিক হতে। আমাদের একান্ত আকাঙ্খা, মা জননী আমাদের গ্লানির থেকে, অন্ধকার থেকে, দ্বেষ-হিংসার থেকে, আলোর দিকে নিয়ে যাবেন।

এবারের এই মহোৎসবে পূজারী-র বিশেষ আকর্ষণ - আটলান্টার বুকে মা দুর্গার সম্পূর্ণ নতুন রূপে আগমন। আমরা আশা করছি সুদূর কোলকাতা থেকে আনা নতুন প্রতিমা ভবিষ্যৎ বঙ্গসমাজে আনবে বাংলা সংস্কৃতির এক নতুন জোয়ার, এবারের দুর্গা পুজোকে করে তুলবে আরো চিত্তাকর্ষক। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আপনারা এই পুণ্যকাজে মুক্তহস্তে দান করবেন।

প্রতিবছরের মতন এবারে-ও পূজারীর কর্মী ও কর্মকর্তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এই পুজোকে সার্থক করে তুলতে। এই পরিশ্রম - এ-ও তো পুজোর-ই এক অনিবার্য অঙ্গ। এই কর্মঠ মানুষদের অক্লান্ত চেষ্টা, মায়ের আশীর্বাদ, আর আপনাদের শুভ কামনা - এই ত্রহ্যস্পর্শের গুণে পূজারীর দুর্গা পুজোর কৌলিন্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। এই পরিশ্রমের এক প্রকাশ এবারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেবী বন্দনা, নৃত্য পরিবেশনা, এসব তো আছেই। তার সাথে আছে এবারের নাটক, 'ছদ্মবেশী'। উত্তমকুমার, মাধবী, তরুণকুমার, বিকাশ রায় - বাঙালীমননে এদের অভিনয় তো অবিস্মরণীয়। এই মহান অভিনেতাদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে পূজারী আপনাদের উপহার দিচ্ছে অনাবিল হাস্যরসের এই ডালা। এছাড়া রয়েছে এবারের মাননীয়া অতিথি শিল্পী - শ্রীমতী সুতপা তালুকদার (দত্তগুপ্ত) ও তাঁর ছাত্রীদের অনন্য ওড়িশী নৃত্যের অনুষ্ঠান। সুদূর কোলকাতা থেকে এসেছেন এই শিল্পীরা আপনাদের আনন্দ দিতে। আশাকরি আপনারা এই অনুষ্ঠান দেখে আনন্দলাভ করবেন।

Once again it is time for the Bengali community in Atlanta to gather together and celebrate with due pomp and vigor the Durga Puja. The essence of Durga Puja is there, where all the passions of Bengal converge: emotion, culture, the love of life, the warmth of being together, the joy of celebration, the pride in artistic expression and above all the cult of the goddess.

Durga Puja is not only the most important Hindu festival in which we adore and worship God as Mother – it is also the one festival where we Bengalis feel a strange kinship with God: we welcome her home for nine days and pamper her with the best we can offer. During these days, we pray to Mother Durga to destroy all our impurities, our vices, and our defects and with determined effort, we root out the evil tendencies in our mind and embark to acquire positive qualities.

Befitting this grand occasion, Pujari welcomes you all to this year's celebration with a brand new Durga idol from Kumartuli, Kolkata. Though we celebrate this festival in Bengal over a period of nine days, in America, it is common practice to celebrate this puja over the weekend that falls within that ten-day period.

This is also the time when we scrub away the cobwebs of our minds and find that one working pen or pencil in our drawers to jot down some thoughts, some sketches, some rhythms and rhymes – and find some time to enter them down into our computers' storage system. We coax our children to draw that masterpiece, or write that hilarious episode, and then rush to get them to the editor by the deadline. Thus is born another issue of Sharodiya Anjali – we hope you will enjoy this bouquet of literary offerings as well, and encourage our aspiring writers and artists.

One aspect of the Durga Puja that we especially love is the hard work and dedication of members of the community, over several weeks and months, to produce a rewarding puja experience for all, as well as a highly entertaining and enthralling cultural program. Besides music, songs, dances and dramas, Pujari is delighted to announce that renowned artist; Sutapa Talukdar (Datta Gupta) will be performing Odissi dances along with her troupe this year. We hope you will enjoy this year's bouquet of cultural offerings to our Mother Durga.

- Pujari Editorial Team '05

Pujari Executive Committee

2005

President

Gouranga Banik
1735 Canton Lane,
Marietta, GA- 30062
Tel: 770-579-8594
gbanik@bellsouth.net

Vice-Presidents

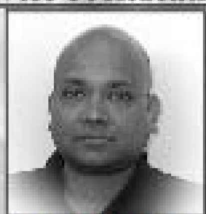

Prasenjit Datta
2610 Leeshire Ct
Tucker, GA-30084
Tel: 770-939-3833
prosenjit@comcast.net

Sudipto Ghose
3208 Collingwood lane
Alpharetta, GA – 30022
Tel: 678-297-0137
sudipto@comcast.net

Treasurer

Susanta Saha
220 Ashlee Oaks Ct
Alpharetta, GA- 30022
Tel: 678-393-0450
susanta_saha@yahoo.com

Secretaries

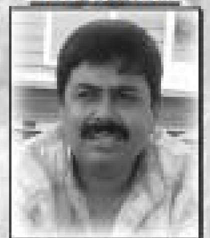

Prabir Bhattacharyya
3786 Thornbrooke Ct
Duluth, GA-30097
Tel: 678-473-4610
prabirkb@hotmail.com

Paromita Ghosh
550 Guildhall Place
Alpharetta, GA-30022
Tel: 770-442-1202
paromita_ghosh@yahoo.com

Cultural

Amitava Sen
442 Kenilworth Circle
Stone Mountain, GA-30083
Tel: 404-294-4833
sen.amitava@gmail.com

Publication

Sutapa Datta
771 Lindbergh Dr NE # 6107
Atlanta GA-30324
Tel: 404-442-8311
sutapa_datta@yahoo.com

Public Relations

Indroneel Majumdar
1625 Elgaen Place Dr.
Roswell, GA-30075
Tel: 770-643-1579
indroneel@bellsouth.net

Webmaster

Samaresh Mukhopadhyay
566, Oxford Close
Alpharetta, GA – 30005
Tel: 678-366-9299
samareshm@yahoo.com

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম ২১ ভাদ্র ১৩৮১ (৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪), ফরিদপুর, বাংলাদেশ। ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ.পাশ করেন। টিউশনি দিয়ে কর্মজীবনের শুরু। বর্তমানে দেশ ও বিদেশের একাধিক পত্রিকার সাথে যুক্ত। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় দুশোর-ও বেশী পুস্তকের রচয়িতা। সাহিত্যের বিভিন্ন দিক্ তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে, তবে সুনীলবাবু মনে করেন কবিতা-ই ওনার প্রথম প্রেম। 'কৃত্তিবাস্' নামে এক যুগান্তকারী বাংলা কবিতা ম্যাগাজিন উনি প্রতিষ্ঠা করেন, যেখানে বহু তরুণ লেখক-লেখিকা সাহিত্যের বিভিন্ন আঙ্গিক নিয়ে চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে। সুনীলবাবুর লেখা 'নিখিলেশ' ও 'নীরা' নামে কবিতা সংগ্রহ একসময় অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। যেমন কবিতায়, তেমনি গদ্য-উপন্যাসেও ওনার অনবদ্য বিচরন। অর্জুন, প্রতিদ্বন্দ্বী, অরন্যের দিন-রাত্রি, একা এবং কয়েকজন, ইত্যাদি সুনীলবাবুর লেখা কয়েকটি জনপ্রিয় রচনা। সুনীলবাবুর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস 'সেই সময়' ভারতীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করে। আরেকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস 'প্রথম আলো' আবার ভারতীয় সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও সরস্বতী সম্মান পুরস্কারে ভূষিত হয়। এছাড়াও সুনীলবাবুর বিভিন্ন রচনা বঙ্কিম পুরস্কার ও আনন্দ পুরস্কার লাভ করেছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা বিভিন্ন ভ্রমণ-কাহিনী এবং রম্য-রচনা নীললোহিত, সনাতন পাঠক, এবং নীল উপাধ্যায় ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছে।

পূজারীর পাব্লিকেশন সেক্রেটারী সুতপা দত্তের সনির্বন্ধ অনুরোধে সুনীল-দা আমাদের উপহার দিয়েছেন এই অনবদ্য কবিতাটি। পূজারীর পক্ষ থেকে আমরা সুনীল-দাকে জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা।

Durga Puja Word search (Answer on Page # 53)

Q	B	R	R	C	Y	M	J	Q	G	L	I	X	I	V	I	I	S	T	S
G	U	H	J	Q	U	C	A	Z	C	U	C	Y	L	F	X	W	L	V	B
P	D	A	A	S	H	L	G	H	I	M	A	K	T	P	A	U	U	A	I
P	S	O	L	Y	V	B	X	Z	I	R	U	Z	I	N	D	M	D	A	K
O	T	V	P	P	L	K	F	F	N	S	O	S	G	Z	V	D	I	G	V
L	F	V	K	Y	G	H	Q	Q	E	C	H	V	E	P	B	M	S	R	L
G	Y	O	S	H	I	V	A	J	W	Y	P	A	R	N	X	V	A	U	W
Y	C	Y	G	W	Z	G	K	I	T	R	A	K	S	A	O	J	R	D	O
K	S	K	Q	J	V	J	Z	S	N	E	P	C	L	U	A	D	A	S	Y
I	C	G	Y	N	B	Y	R	H	C	D	N	V	P	M	R	B	S	H	Q
X	D	N	O	I	L	O	I	O	H	A	N	Q	N	I	Z	I	W	N	I
C	B	H	G	U	O	B	H	M	Y	Y	T	F	S	F	R	P	A	K	Y
J	B	M	H	T	Y	W	C	S	N	G	K	L	T	S	P	P	T	I	X
F	S	O	U	F	Z	A	B	V	E	C	B	W	Q	E	C	H	I	U	D
E	N	U	I	F	W	V	N	B	G	N	H	L	A	J	M	D	D	N	T
O	T	M	U	B	O	D	T	M	O	P	A	C	H	K	G	O	K	N	G
T	G	B	I	F	U	Y	O	L	R	X	O	G	X	T	X	W	U	L	G
J	V	P	A	U	P	L	Y	Q	O	C	R	M	N	L	H	W	X	S	Z
Y	M	S	B	J	K	O	T	A	K	O	Z	D	E	O	C	R	X	G	E
L	T	V	J	W	I	N	I	F	B	Q	L	M	L	C	J	Z	M	N	O

DURGA
GANESH
KALI
KARTIK
LAXMI
LION
MAHISHASUR

MOUSE
OWL
PEACOCK
SARASWATI
SHIVA
SWAN
TIGER

[illegible]

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

দুই পৃথিবীর মধ্যে একটি শুধু সন্ধ্যাবেলার ফুল
[illegible]
[illegible]
[illegible]

#

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

#

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

বাবাজীবন

ক্রিস্টোফার ডট

রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়
আনন্দবাজার পত্রিকা কলকাতা

লেখক ও সাংবাদিক রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার মানুষ। বয়স ছাপ্পান্ন।
তাঁর লেখা কয়েকটি বই : 'শৈশব', 'কমুনিস', 'বাংলার মুখ'।

অত্র পত্রে জানিও কুশল সমাচার ।
মন্ত্রী বুদ্ধ ঘোষিয়াছে কত না পুরস্কার ।।
এন আর বি* টানিয়া করিবে গঙ্গাস্নান ।
ফেট উড়ানে যাইবে তোমার সন্নিধান ।।
সে সবের উদযোগ সমাপন কৈলা ।
পার্মিট জমাজমির বন্দোবস্ত হৈলা ।।
সংবাদ যতসূত্র এতক্ষনে সিংহলদ্বীপ ।
হাতে তাহার অনির্বাণ শিল্পপ্রদীপ ।।
#
অভাগা জনক আমি বিচার শুনিয়া ।
সাবধানিতে চাহি পরামর্শ দিয়া ।।
দেশ ত্যাগি অতিকষ্টে কামাইলে যাহা ।
ফুৎকারে উড়াইবে বুদ্ধপ্রেমে তাহা ।।
বাগেভূতে লুটিবে ডলারসহ তোমারে ।
এ সম্পর্কে কি ভাবিলে জানাইবে আমারে ।।
সিস্টেম-অভাবে এন আর বি পড়িল সঙ্কটে ।
বিজলি না দেয় তারে ঘুষ চায় বটে ।।
#
থরহরি কম্প ওঠে প্রচারে কড়মড়ি ।
কত কত বিনিয়োগ আসিল তড়তড়ি ।।
মুখ্যমন্ত্রী আজ্ঞা দিলা যত না লস্করে ।
শিল্পে শান্তি নষ্ট হৈলে বধিবে তস্করে ।।
ভুটমিল রঙকল সেল-ট্রিল শত ।
মরিচা ধরিছে যত কহিব তা কত ।।
স্ট্যাটিসটিক্স নামে এক গুপ্তবিদ্যা আছে ।
ভেলকি লাগায় ফাঁকি ধরা পড়ে পাছে ।।

বাল্যকালে শিখিয়াছি আশ্চর্য এক পড়া ।
চুরিবিদ্যা মহাবিদ্যা যদি না পড় ধরা ।।
যতেক কারখানা ছিল পড় বঙ্গ ইস্তক ।
ধড় হইতে সকলেরই খসিল মস্তক ।।
নিত্য কত নাম-চটক যথা সোশ্যাল ফরেস্ট্রি ।
ডাশের ** কারখানা হৈল সানসেট ইণ্ডাস্ট্রি ।।
E-চিঠিতে সড়গড় যদ্যপি হইতাম ।
দেশের অর্থনীতি বিস্তারে লিখিতাম ।।
#
অনুরোধ এইমাত্র যদি আসো ফিরে ।
পূর্বাপর সবকিছু ভাবিও বিস্তারে ।।
কৃষ্ণপ্রিয় নামটিরে ক্রিস্টোফার কৈলে ।
মার্কিন সাহেবের জিগরি দোস্ত হৈলে ।।
নানা খাতে গোপন কথা রহিল তোমার যত ।
দেশেতে ফিরিয়া তুমি কবে তাহা কত ।।
তথাপি যদি বা আসো বাছা কৃষ্ণপিও ।
ফিরিবার নৌকা ঘাটে যতনে বাঁধিও ।।
#
সাধ্যমতো পরামর্শ বিতরিয়া দিলা ।
এইরূপে এই পত্র রাঘব রচিলা ।।

* এন আর বি অর্থাৎ *Non-resident Bengali*

** *A B C D*- দের উচ্চারণে দেশ এখন ডাশ

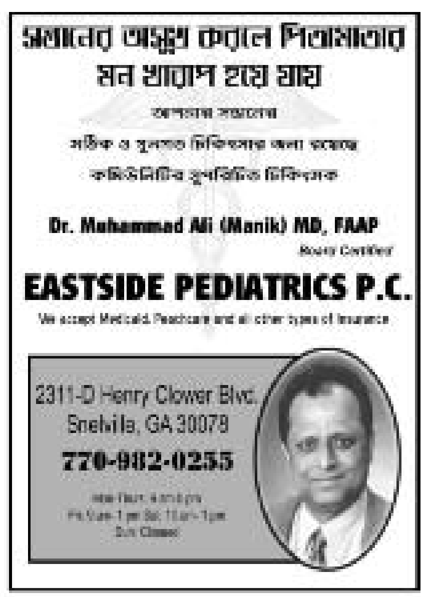

একুশ শতকের গোড়ার কথা

তোমার অজানা তো কিছুই নেই মাধব?
এই যে আসি যাই,
সব পেয়েছির দেশে এসেও
এক অন্যায় শৌখিনতায়
আবর্জনা ঘেঁটে পুরোনো বই খুঁজি
তা তো তুমি ভালোই জানো।
শহরের ভেতরে আরেক আজব শহর
ঘুম নেই যার
বণিকদের ভেলকি চলে সেখানে অবিরত
সন্ধেবেলা শব্দ থামলে পর আলোর রোশনাই

শুধুমাত্র তার গতি।
কেয়ারি করা বেলি ফুলের বাগানে
মালির শ্যেন দৃষ্টি। বিরামহীন।
তবু তার ভেতর টহলদার তারা আসে,
রোজ - নিয়ম করে
শঙ্কর মায়ের চাবুক হাতে।
হে মাধব, আমায় পাগল করে দাও যন্ত্রনায়
তার ছোঁয়ায় আজ অবেলায়
এই পুতিগন্ধময় স্বপ্ন ভাঙুক আমার।

প্রশান্ত চক্রবর্তী

রংবাজ

আমার ড্রইং-স্যারের মতো রংবাজ আমি
জীবনে আর দেখিনি।
অমল দত্ত, ডোনাল্ড রামসফিল্ড, কিরণ
বেদী-দের
তিনি অনায়াসে হারিয়ে দিতে পারেন।
তুলির এক একটি আঁচড়ে।

গত হোলির আগের দিন ড্রইং-কাকিমা
মারা গেলে পর
তিনি আবিরের ভাণ্ডার খুলে দেন আমাদের
জন্য।
আগুনে লাল, সবুজ, চমক লাগানো
ম্যাজেন্টা।
আমার ড্রইং-স্যারের মতো রংবাজ আমি
জীবনে আর দেখিনি।

হৃদয়

সুতপা দাস

মোতি মুক্তোর একটা কণা,
লাল ভেলভেটের খোপে
যত্নে রাখা।

সাবধানে, একটু বার করে
এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখা
সযত্নে পরা।

খোঁপার কাঁটায়, না লকেটের মধ্যিখানে -
হালকা গোলাপী আভায়
সৌন্দর্য খুললো না তত
যতক্ষণ না বাঁধা পড়ল
আরেকটি মুক্তায়।

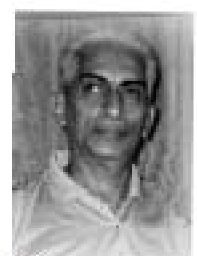

রবিন্দ্রনাথ - তুমি কি শুনছো?

সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা

পঁচিশে বৈশাখে আর বাইশে শ্রাবণে
নাচ, গান, আবৃত্তি, নানা অনুষ্ঠানে,
জমায়েত হই পালন করিতে তব জন্মদিন, মৃত্যুদিন,
মনে ভাবি, তোমা কাছে শোধ হল আমাদের সব ঋণ।
তুমি শুধু দিয়ে গেছ, চাওনি তো কিছু,
বলে গেছ ভালবাস, মাথা রেখ উঁচু।

কিন্তু মোরা ভুলে যাই,
তোমার সে দান নিয়ে করি রাজনীতি,
জাতপাত, ধর্মের দোহাই
কালো হাতে মুছে দেয় দেশের সম্প্রীতি।
ভণ্ড মোরা, লোভী মোরা, অসভ্য বর্বর
থাকি শুধু সাধু ছদ্মবেশে,
মানুষের কবি তুমি, তাই প্রশ্ন জাগে মনে
জন্মেছিলে কেন এই অকৃতজ্ঞ দেশে?

আগে বড় হই

অজিত কুমার দে
সল্টলেক, কলকাতা

জন্ম হউক যথা তথা-
এর চেয়ে হীন জন্ম পাব কোথা? হে বিধাতা!
জন্ম নিয়েছি এ নয় মিথ্যা - নির্ভেজাল সত্য কথা
তবে জানিনা কে জন্মদাতা ।
মাসিরা ঠাট্টা করে বলে - হবে হয়তো
বীক বা তোতা নয়তো গজাই বা শাস্ত্র,
হতে পারে এক বা একাধিক শ্রোতা ।
সেদিন ভাবলুম - চুলোয় যাক
দিনরাত বাবুদের ফাইফরমাস খাটা,
মা কে বলি যাব পাঠশালা,
যেমন যায় নন্টু, সন্টু, বেলা ।
মা কিছু বলার আগে - ঘুরে দাঁড়ায় তোতা,
কাছে ডেকে দিল এক আদুরে ঠোকা,
চিৎকারে মায়ের ছুটল নেশা -
গেলাস ছুটল - লক্ষ্য তোতার মাথা,
পরের কথা বলব না , বলার নয় ।
শেষে হল সমাধান -
তোতাই দিল এক পাঠশালার সন্ধান,
এক শুভদিনে হল যোগদান
'পাঠশালায়' হল মিষ্টিমুখ ।
মা আর তোতার হল চুকচুক ।
প্রণাম ঠুকলুম তোতার পায়ে
কাছে টেনে নিল সোহাগে - আদরে
সে দিনো লাগল তাপ -
নয় যন্ত্রণার, পেলাম স্নিগ্ধতার এক গভীর ছাপ ।
এর পর? আগে বড় হই ।   (পুনর্মুদ্রিত)

প্রবাস পত্র

অঞ্জন দাস

এলাম যখন বিদেশ বিভুঁই, দেখতে লাগলো বেশতো!
ফিটফাট সব লোকজন আর কী চকচক দেশতো!
উচ্ছ্বাসেতে ভাবলাম 'বড় সব সমস্যা শেষতো!'

ওমা, তারপর তাই বলব কি আর এদ্দুর এই দেশে,
এরা এবং ওরা- দেখি দু'দল আছে বসে।

এদের রংগুলো সব পাঁশুটে আর গায়েতে লোম কুটকুট,
গানবাজনায় নি-রে-গা, আর কেমন যেন বিদঘুটে।
মাঝেমাঝেই হঠাৎ করে একপা তুলে লাফায়,
আর খাওয়া দাওয়া গাঁই-গপাগপ, যখন যেথা যা পায়।
এরকম সব লোক হলে পর, কার না লাগে ধাঁধা?
এদের সঙ্গে মিশলে জেনো নাবা, পিলে হবে বাঁধা!

ওদের পোশাক-আশাক বিকট রকম, নিতি-রোজের ভুলে-
ইঞ্চিপাঁচেক কমবেশি হয়- বহর এবং ঝুলে।
রাতবিরেতে যখন তখন মালপো আর চা খায়,
আর বাড়ীর পোষা কুকুর-বিড়াল, তাদের আবির মাথায়।
পঞ্চমুখে গুণ গাইলেও কম পড়বে বোধহয়,
ওদের সঙ্গে মিশলে হবেই তুরীয় ভাবের উদয়।

তাই এমন সঙ্গ-সম্ভাবনায় আমার হচ্ছে চিন্তা,
কোন সঙ্গের সঙ্গে যাবো, কেমন হবে কোনটা!
বন্ধু-স্বজন সবাই বটে, আমার মতই বেভোল।
কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ সাইলেন্ট, কেউ বাচাল।
এমন ফাঁপরে পড়েছিল সেই হুঁকোমুখো এক হ্যাংলা,
সল্যুশনটা না পেলে ভাবছি, যাবো ফিরে সেই বাংলা!

কবির অসুখ

সমরেশ মুখোপাধ্যায়

একটা গভীর অসুখ হয়েছে ইদানীং -
বড়ই জটিল অসুখ।
যখন-তখন ঝপঝপ করে হঠাৎ নেমে আসা বৃষ্টির
মতো-
মাথায় এসে জোটে কবিতার কিলবিলে জটা।

মুক্তসড়কে দ্রুতবেগে গাড়ী চালানোর মাঝে-
জয় আর সুনীলকে লজ্জা দেওয়া কবিতার
লাইনগুলো-
'বাহামা ব্রীজে'র সাইনের মতো আসে আর চলে
যায়।
'সেনোরিটা কবিতা, তুমি ফ্রোজেন মারগারিটা'।

সীমাবদ্ধতার ঘোলাজলে আছে সময়সীমার আবর্ত-
মসৃন চিন্তাগুলোকে চুরমার করে দিন চলে যায়-
অনিশ্চয়তার মেঘছায়া, আয়করের শেষদিন
কিম্বা গৃহঋণের কালো খাপে উধাও কবিতার উপকরন।

নদীর সেতু থেকে দেখা বনলতা -
আর ঘনকুয়াশার অবগুণ্ঠনে দেখা রহস্যময়ী নারী 'চাটার্জী'।
কিম্বা বৃষ্টিবাদলে ভিজে পাইন পাহাড়ে ছোট্ট হরিণশিশু-
যার সুন্দর প্রত্যাশী চোখ আর ভিরু চলনের ছন্দ-

কি কোরে এসব মুহূর্তগুলো ধরে রাখি-
উপযুক্ত শব্দের চয়নে আর ভাবের বন্ধনে।
যদি পারি তবেই দিনান্তে বুক ঠুকে বোলতে পারবো-
জীবনযুদ্ধে যুযুধান কিন্তু পরাভূত নই।

তোমাকে

রুপা চৌধুরী

তোমাকে লিখবো লিখবো করেও কেনো জানিনা, কথাটা ঠিকমতো লেখা গেলো না।
শান্ত, স্নিগ্ধ - কথাগুলো বড় বেশী বহু ব্যবহারে জীর্ণ ।
নতুন কিছু কি নেই, ভাবতে গিয়ে কেন জানিনা
তেমন করে কিছু ভাবা গেলো না।

স্রোতস্বিনী নদীর সাথে জীবনের তফাৎ কতটা?....হয়তো তোমার কাছে তা সমার্থক।
একদিন যে দুঃসাহস আর অজানাকে সঙ্গে নিয়ে বহতা নদীর মতো শুরু করেছিলে
এ জীবন, আজও তা অবিচ্ছিন্ন এক শাশ্বত প্রবাহ ।

কি চেয়েছো, কি পেয়েছো সে হিসেব করা সম্ভব হয় তো নয়,
হয়তো তার কোনো প্রয়োজন ও নেই ।
নিজস্ব ভাবনার সীমারেখাগুলো আজ ক্ষীয়মান -
আপন জীবন যন্ত্রনার ব্যস্ত মূল্যায়নে ।
মনে কি পড়ে তোমার ? উদাস হও কি কখনো ?
ফেলে আসা দিনগুলো কখনো কি বলে
অবিরত সংগ্রাম আর অনিশ্চয়তার পদচালনায় এ আমাদের যৌথ সংগীত ।
কখনো হারিয়েছ নিজেকে?
কোন পথের বাঁকে 'আমি' যেন 'আমরা' হয়ে গেছি -মনে পড়ে না আর ।
শুধু সকল চলার পাথেয় হয়ে রয়ে গেছো তুমি ।
সফল পুরুষের গতিময়তায় তোমার আপন কর্মের জয় নিশান উড়ছে
দেখতে কি পাও তুমি?

দিনশেষের আবছায়া যখন ঘনায় তার ঘোর, ক্লান্ত নিরুদ্দেশ অস্তাচলে যখন নামে আঁধার, তখন ক্লান্তি আসে। জীবনের খররৌদ্রে, তীব্র দাবদাহে ছায়া দিয়েছিলে তুমি। আজ ও তো তার প্রয়োজন ফুরোয় নি এতটুকু। যে অন্তহীন যাত্রা তোমার যৌবনে হয়েছিল রঙীন, আলো তো সে তোমারি জন্য প্রতীক্ষারত। কিন্তু পরিবর্তমান এ পৃথিবীর ঘূর্ণাবর্তে তুমি আজ শ্রান্ত।

আর কতদিন হে মহাজগৎ, এ যাত্রার অনির্বচনীয় চলা?
তোমার নিঃশ্বাসে আরও কতকাল হবে মধুময় এ যাত্রা? অনাহত কালের রথাহত পথিক এখনো যে তোমার পথের দিকে তাকিয়ে ।
তাই নতুন উদয়ে নতুন সূর্যকে সঙ্গে নিয়ে এ তোমার অন্তহীন চলা ।

যা তুমি দিয়েছো নিজেকে উজাড় করে, শতগুনে শতভাবে তা যেন ফিরে আসবে তোমারি কাছে ।

আগামী যুগের, ভাবী কালের সম্পৃক্ত প্রতীক্ষায় ।

Modern দুর্গাপুজো

ঋত্বিকা কর

আজ বাদে কাল দুর্গাপুজো এবার নাকি মডার্ন সব
''প্রাচীন প্রথা বাতিল করুন'' স্বর্গেতে তাই উঠেছে রব।
অসুর নাকি মোষকে ছেড়ে বেছে নিয়েছে freedom-টাকে
মোষ নাকি তাই দুঃখ পেয়ে কেঁদেই ফেললো বিষম খেয়ে।
অসুর তাকে সান্ত্বনা দেয় আসছে বছর আবার হবে,
মা দুর্গার চিন্তা ভীষণ মর্তে এবার কিসে যাবে?
santro-টা তো কালী এবার আগে থেকেই করেছে বুক,
scopio-তে জায়গা অনেক ওটাতেই এবার হবে যে সুখ।
কার্তিক আবার বলে দিয়েছে মর্তে গিয়ে honda চাই,
ময়ূর-পিঠে মর্তে গিয়ে কোমরটা তার আর যে নাই।
পারমিশনটা পেয়ে গিয়ে গণেশরে মনে বেজায় মজা,
মর্তে গিয়েই পিৎজা হাটের খাবেই খাবে গরম পিৎজা।
সঙ্গে আবার সফ্ট ড্রিংক্স চাই, পেপ্ না হ'লে কোক,
ওতে যদি ইঁদুর থাকে। বাহন তো, তাই বা নাহয় হোক।
লক্ষ্মী এবার পুজোর বাজার করবে বলে মর্তে এসে,
হাত খরচা জমিয়ে জমিয়ে অনেক টাকা করেছে সে।
সরস্বতী ঠিক করেছে Music World-এ সে যাবেই
রিকি মার্টিন থেকে ভীমসেন যোশী, কিছু তো সে পাবেই।
স্বর্গের ঐ গানগুলোতে হয়েছে যে তার এলার্জী,
নতুন যুগের গানগুলোতে এখন জীবনমুখী এনার্জী।
সবার কথাই ভাবে এবার মডার্ন মর্তবাসী,
তবু তো মোরা প্রাচীন রূপেই ওদের দেখতে ভালবাসি।

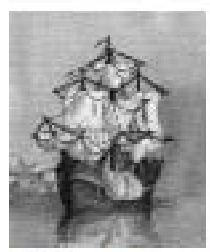

ইচ্ছে করে...

ইচ্ছে করে দু'হাত বাড়াই ঐ আকাশের দিকে
শূন্য যেথায় নীলিমায় নীল গাঢ় অথবা ফিকে।
ছোট্ট ছোট্ট পাখীগুলি উড়ছে দলে দলে,
নীলিমার বুকে ইচ্ছে ভরা আকাশটারই কোলে।
গাঙচিল ঐ ডাক দিয়ে যায়, উড়ে যায় বকপাতি,
ঘন আকাশের তারকাখচিত ঝিকমিকে এক রাতি।
নীল আকাশের বুক থেকে ঐ সোনার সূর্য কিরণে,
রাতটাকে যে দিন করে দেয়, সাজায় নতুন বরণে।
কত রঙ যেন লাগিয়ে সে দেয় নতুন দিনের কথা,
ঐ আকাশই ভুলিয়ে যে দেয় সকল দুঃখ ব্যথা।
ইচ্ছে করে ডানা মেলে যাই ঐ আকাশের তলে,
উড়ছে যেথায় তোমার স্মৃতি বকপাতিদের দলে।

Two Poems: Amitava Sen

A Day in Fortunes Rocks, Maine

Early morning – the tide is low
The rising sun touches the sea with its golden wand
The ducks gather the thirteen ducklings
And set out to forage among the rocks
The lobster boat comes in to set the traps
The day lilies open – the day begins

The morning tea, then the second cup
The half-read novel by the side of the bed
The blinds rattle as the breeze gently blows
And the surf gets louder as the tide rises
Time to bathe and take in the sun
Time to practice that rare morning raga
Time to walk to the other end
And look back inwards into the bay

Afternoon – the tide is high
The surf breaks closer and louder
The salty spray touches your lips to the sea
The lobster boils in the pot, ready to be served
Time to wade in the water, take in the sun
Time to practice that rare afternoon raga
Time to sleep outdoors and breathe in
The rosa rugosa-scented salty sweet breeze

In the evening the tide ebbs away
The setting sun sets the clouds ablaze in hues of crimson and red
The seagulls fly home, the crabs dig into their nest
Time to practice that rare evening raga
Time for a cup of tea, then a second cup
Mussels and clams stewing in a saffron broth –
Soon dinner will be served

Darkness falls
The sky seems so vast and unending
The stars gleam like diamonds on dark blue silk
The full moon rises, touches the sea with its silvery wand
The day lilies close – the day ends
The surf still rolls on with its unending rhythm
The whole night passes, and I lie awake
Listening to the endless song of the sea
And thinking about you.

Downsizing Dilemma

One look into my garage
And you'll surely agree
There's a lot that I should sell
Or give away for free.

That old electric typewriter
I used just one time --
I wonder if there's a museum
That'll take it for a dime.

There are boxes of shoes,
Some with holes in their soles,
Clothes that fit long ago,
Curtain rods, assorted poles,

Vinyl records galore,
Turntables, floppy disks,
Phones and computers --
Turn them on at your own risks!

If ever I have to move again,
Lord, forbid!
Where do I start to downsize?
Open which box's lid?

The only reason
I'd have think
Of keeping all
This wonderful junk:
Maybe I'll be famous
Some fine day --
Then you go bid them
On e-Bay!

ভবিষ্যতের সূচীপত্র

শ্যামলী দাস

অফিসের কাজের দরজার বাইরে পা বাড়াতেই এক ঝলক হিমেল হাওয়া মুখের ওপর চামর বুলিয়ে গেল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা। মনে পড়ল - শরতকাল। মন নেচে উঠল আনন্দে - পুজো আসছে!! আকাশে বাতাসে সেই বোধনের বাজনা গুনগুনিয়ে উঠল - কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো....

সবাই খুব খুশী - সাজ-সাজ রব। এবার পুজোয় নতুন ঠাকুর, সোজা কথা নয়! উত্তর আমেরিকায় জাহাজে করে মা আসবে কৈলাস থেকে। সঙ্গে থাকবে তার চার ছেলে মেয়ে। তাই কুমারটুলির সেরা পটুয়া রঙের তুলি উজাড় করে মাকে সাজাবে। কলকাতার টিভি তে তাই ইন্টারভিউ চলছে পটুয়াদের। আগামীকাল সাদর অভ্যর্থনার জন্য ঘরে ঘরে নাচ-গান আর নাটকের মহড়া চলছে। নানান জল্পনা কল্পনা চলছে - কেমন হবে মায়ের মুখ? চালচিত্র থাকবে না শুধু প্রতীমা থাকবে? ডাকের সাজ না শোলার গহনা?

....হঠাৎ মনে পড়লো ছোটবেলার ঘটনা। এই রকম পুজোর আগে জল্পনা কল্পনা চলছে - হঠাৎ কাজের মেয়ে বলে উঠল, দিদি এবার আমাদের পাড়ার ঠাকুর মুম্বাইয়ের ফিল্মী তারকার মত হবে গো! আরেকজন বলেছিল, জান গো দিদি, ওপাড়ার মা দুর্গা এবার সত্যি বাঘছাল পরবে, আর বেনারসী পরবেনা।

মনটা পাড়ি দিল ছোটবেলায় - পড়ার ঘরে উত্তর দিকের জানালা দিয়ে এই রকম হিমেল হাওয়া আমার মনের সব অনুভূতিকে অবশ করে দিত। মনে একটা চাপা উত্তেজনার আনন্দ - মহালয়া, দুর্গাপুজো, কালীপুজো, ভাইফোঁটা, জগদ্ধাত্রী পুজো, কেমন যেন রোমাঞ্চকর, ভয়-ভক্তি আর আনন্দের এক মিশ্রিত অনুভূতি।

প্রাণচঞ্চল বয়সের অনেক বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনাগুলো মনে পড়ে। সুখ-দুঃখের মধ্যে বেড়ে ওঠা দুরন্ত উজ্জ্বল কৈশোর.... মা বাবা ভাই বোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুদের সুখের স্মৃতি - সবার মনে এক উজ্জ্বল সীমা ছাড়া আনন্দ উৎসব - দুর্গাপুজো।

মনে পড়ে যায় কলেজ জীবনের টুকরো টুকরো ঘটনা, ক্লাশের ফাঁকে কলেজের মাঠে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে পড়াশুনা করা। খেলাধুলা, রাজনীতি, সিনেমা, প্রেমঘটিত আলোচনায় সবাই মশগুল, দুদিন বাদে পুজোর ছুটি পড়বে, পড়াশুনার চাপ নেই। কেবল হাসি গল্প আর গান। ঠিক মনে পড়ে না, কে একজন বলেছিল - জানিস এবার মহম্মদ আলী পার্কে স্বর্ণ মন্দির তৈরী করেছে আর প্রতীমার মুখ একেবারে ইন্দিরা গান্ধির মতন। পুজোর দিনগুলোতে সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে কলকাতার টালা থেকে টালিগঞ্জ অবধি চষে বেড়িয়ে আবার রাতের বেলায় মা বাবার পেছনে বসে ভালমানুষের মতন একই ঠাকুর তিনবার করে দেখে কোন ঠাকুরের মুখ খুঁজে পাইনি মুম্বাইয়ের তারকার মত, অথবা ইন্দিরা গান্ধীর মত। ঢাকীর আওয়াজে আর ধুনুচীর ধোঁয়ায় মা দুর্গাকে কেমন স্বপ্নময়ী মনে হত। সেই টানা টানা চোখ, মেঘের মত একরাশ চুল পিঠের ওপর ছড়িয়ে আছে, মুখে সেই মোনালিসার হাসি। হয়ত অসুরের দুর্গতি দেখে অথবা সবার মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই এই চাপা হাসি।

অষ্টমী অথবা নবমীর রাতে পুজো মন্ডপে দাঁড়িয়ে কখনো পটুয়ার মৃন্ময়ী মায়ের কথা মনে হয়নি। চিন্ময়ী মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা জানিয়েছি - মা, এই অনেক আশা জাগানো, ভালবাসা ও আনন্দের দিনগুলো পৃথিবীতে চিরস্থায়ী কোর'। প্রতিবারই নবমীর রাতে মনে হয়েছে মা, আজকের রাতটা যেন শেষ না হয়।

দিনগুলো কেমন স্বপ্নের মধ্যে কেটে যেত। বহুবছর বাদেও অনেক পরিবর্তন ও স্বপ্নময় দিন বদলে বাস্তব জীবনের পরিপূর্ণতায় এসেও আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি যেন এক নাটকের মঞ্চে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে। এখানে আনন্দের নিয়ম কানুনগুলো পাল্টে গেছে সব, তবু আকাশে বাতাসে আগমনীর আহ্বানের সুর যখন শোনা যায়, আমার মনের মধ্যে কৈশোর-উজ্জ্বলতা শিহরন জাগায়। পুজোর দিনে ভোরের বেলা মন্ডপে যাওয়ার পর আমার মনের গভীরে বাজে সে একই সুর, অনুভব করি সেই একই চাপা উত্তেজনা। ভয়-ভক্তি আর আনন্দের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ, নবমীর রাতে চিন্ময়ীর উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে কখনো পটুয়ার কথা মনে হয়না। প্রতিবার একই প্রার্থনা জানিয়েছি - মা! তুমি এই নির্মল আনন্দের দিনগুলো আবার ফিরিয়ে এনো!

মনে মনে ভাবলাম স্মৃতি তুমি কান্না আর অতীত নও - ভবিষ্যতের সূচীপত্র।

The Land Where I Found It All

Buddhadeva Bose
*(Translated by: **Nandini Gupta**)*

Chapter I: Earlier Memories

Budhhadeva Bose belonged to that generation of Bengali poets of the thirties and forties who fought tooth and nail to escape the all-pervading genius of Rabindranath and establish a personal idiom. He succeeded, but the fascination, admiration, or even awe of the older poet remained. In 1941, Bose published the memoirs of his recent visit to Santiniketan in 'Sab Peyechhir Deshe' (The land where I found it all). By the time the book was in print, Tagore had passed away, and what had been conceived as a gift of gratitude turned into an elegy, one poet's homage to another. The book has been a favorite among the Bengali readers ever since.

Santiniketan in this heat? Are you

crazy? The guest house has been shut down, the tanks have dried up, the days are unbearable with the stinging heat--- the air was thick with statements like this. The poet was ill; it was doubtful whether he would be able to see us. We didn't worry about the heat or water-shortage, but the entire point of the visit was to meet the poet. It was a long time since we had seen him last. That was during the Easter of 1938; Rabindranath had just recovered from an illness. We stayed at Punascha, the poet was living in Shyamali then. Every morning, he would sit on a cane chair in the shade of a small mango tree behind Shyamali; the mail would pile up on the table in front of him, a couple of torn envelopes would flutter to the ground and mingle with dry leaves--- we would go and sit with him. At that time, Samar Sen was there, as well as Kamakshiprasad Chattopadhyay; we enjoyed their company through the day. We reached Santiniketan at midnight; as soon as the taxi came to a halt in front of the guest house, a window on the first-floor popped open; first Samarbabu's vest-clad upper torso came into view, then Kamakshiprasad's head ---next there were footsteps on the stairs, Kamakshiprasad appeared with a lantern in his hand, halfway up the stairs we met Samarbabu. We all went upstairs to their room. Not much to relate, but even today it is a pleasure to recall the sweetness of that moment of getting together with friends. The bigger things in life sink under, it is of such little moments that magic memories are born and built.

The night was still, all around us the trees were silhouetted in the feeble light of the moon. I can recall that the first thing that struck me was the chirping of the birds. The nervous warbling of moon-bewitched birds was alien to our unused city-bred ears---as if we had forgotten that in this world birds sing. But the fact of hunger is not so easily forgotten. We asked the manager for something to eat; he shook his head. Tea? Within a few moments, cups of tea arrived. On the open roof, in the blossoming moonlight I found the tea very refreshing; at the moment, the mind was suspended in such an unusual state of fulfilment that we hardly minded having missed dinner. Samarbabu said, "Rabindranath readied Punascha for you and waited for you all of yesterday - you neither came nor sent word, I think he is displeased. You should at least have wired." We should have, no doubt; but I could not muster enough remorse for the lapse, I was feeling so happy. We occupied the two beds in the room; the two friends laid out a narrow bed-roll in the veranda and crawled under a very low-slung mosquito-net, the sight of which I shall never forget. Our soft murmurings had opened up a fine crack in the deep stillness around, now it became whole, inviolate again; we went to sleep with bird-song.

The next morning, we had some tea and were just preparing to go out, when an attendant arrived from Uttarayan, and laid before us a tray covered with a white cloth. On lifting the cover, we found all sorts of delicacies, in considerable variety and quantity. That the news of our having missed dinner had reached so early, and such elaborate arrangement for satiating our pent-up hunger had been made with such alacrity, surprised us as much as it pleased us. It is not in my nature to tarry in the presence of food, so I fell to it

immediately; neither did I notice any lack of enthusiasm on the part of my friends. I called out to *Makshirani [1]* but to no avail, she was in the bathroom, and after emerging from there wasted some more time on her toilet. The result was that not even a half a piece of those wonderful *sandeshs [2]* remained for her---not my fault, believe me---my friends should have set aside a few, but these days the young are singularly lacking in chivalry. All in all, Makshirani ate little, she has a somewhat complex relationship with food. It is not that she is averse to eating or that she does not enjoy her food; but I have always noticed that the moment food is ready, she becomes absorbed in some pressing business, or simply becomes scarce. When tea is brought in, she has just called in the man selling printed cloths; when dinner is served she is busy sewing. Not only the clamouring of the importunate male, but even the beckon of food or drink is mercilessly ignored; then again at some impossible hour she would feel the stirrings of hunger, and be disappointed in her quest for food about the house. We men are vulgar creatures; accosted with food when hungry, we begin to eat ravenously and do not stop till satiated, and stop only then; thereafter we feel no need to eat till the clock points to the next meal-hour. But Makshirani likes to savour her food at her own will and pace, and will not be ruled by the clock; she is unmindful of food at the appointed hour, but at un-appointed hours, I do not see her averse to a little fruit, some sweets or even pickles. In any case, little of that morning's magic feast went to her. The other thing that this incident is proof to is that poets do not lack in appreciation for good food; though when I first lifted the cover I thought, "Goodness, who is going to eat all that?" I do not remember that any of it was ultimately left uneaten.

A little later we were transferred to Punascha. The first thing Rabindranath said was, "You have paid aptly for being the nocturnal creatures you are, haven't you? How was it to fast all night? If ever you write about this visit, I hope you will leave that out."

The poet had only just recovered from an illness, but the illness had left no marks. That familiar brilliant handsome face, greatness in its lines; those sharp, reddish eyes and a sideways-glance; that broad, solemn, clear forehead. I have always felt that Rabindranath's eyes are like a Mughal emperor's; they are not so much the eyes of a poet but rather of a man who is by nature a royal. One is afraid to look him in the eye. When speaking, he hardly ever looks at his listeners, but when he does you are tempted to lower your eyes, you feel that his glance will directly pierce the impenetrable depth of your soul. On the other hand, his smile is full of humane sweetness; from behind the white beard the smile blooms in all its beauty, and its sight generates a feeling of But it is probably a mistake to attempt to analyse Rabindranath's appearance in this manner. He is beautiful, not in any individual feature or gesture, not even in the holistic appeal of his tall, glowing, large figure. Actually his beauty does not lie in his beauty, but in his genius. We all know that Rabindranath is extraordinarily handsome; but his beauty is a little more than beauty, or may be it is not beauty of the temporal world, but that spoken of in aesthetics. Rabindranath has written somewhere that, by the conventional standards of beauty, no one would consider the face on the bust of Beethoven in his room beautiful; yet one is transfixed by that face, while hundreds of butter-soft youthful faces go unnoticed. Beethoven was ugly yet beautiful; Rabindranth's beauty too belongs to that genre.

Had he been ugly, his beauty would not have diminished; for in dress speech manner, in every small detail of his everyday life, in every small gesture, he is an artist and a creator; possibly none of the other great artists was as much of an artist as he. It is most fitting that Annadashankar has labelled him an Artist of Life. It is his genius that is reflected on his face; mere fairness of skin and sharpness of features do not make for such beauty. All his life is a work of art; he has not left life and art sundered but has blended the two with a unique chemistry; his life has bloomed with his art, and life has brought his art to fruition. For an artist, for one thirsty for beauty, his attraction therefore is intense. Goethe had said of Napoleon, "Here is a complete man."; the same could be said of Rabindranath. After all the books have been read, all lands travelled, an mature scholar might come to Rabindranath and say, ---At last I have seen a complete man. The poet had just finished the 'Prantik', and was busy with the compilation of 'Introduction to Bengali Poetry'. Books of poetry lay on his table-- some were by us. He would say, about Bishnu Dey's poetry, "If you can explain it to me, I shall reward you." It goes without saying that I attempted to do nothing of that sort, nor did the poet press me unduly. But I found Sri Prashanto Mahalonobis terribly enthusiastic about discussing modern Bengali poetry. I remember, one evening we had a long discussion in Pratimadebi's studio. Such a beautiful room; when I first went up to it, I was filled with wonderment. A hushed darkness lay all around; a few electric lights like fantastic fruits hung amidst the leaves of the trees, the stars in the sky close enough to touch. In such surroundings, on a charming evening in early Baisakh, one would rather read poetry than debate about it, but that is what we did; if a discussion between such unequals can be termed a debate. For needless to say, faced with Prashantababu's relentless logic, I was able to make absolutely no headway; only this I have to say for myself, that I was as good a listener as he was an eloquent speaker. For four days we immersed ourselves in the delightful and incomparable hospitality extended to us by the poet and his family, and then

returned to Kolkata. The graciousness with which these people treat their guests has a special aura seldom to be found in our country. Such faultless efficiency hand in hand with such detachment is rare. Our comfort was always catered to the smallest detail, and yet there was none of that which in our country incorrectly goes by the name of intimacy. When we Bengalis decide to really make our guests feel welcome, we create such a uproar that he soon begins to prefer disinterest to such munificence. If I were to relate in detail what 'Jamai-ador [3]' of the old days signified, the Jamais of today, remembering the fathers-in-law's daughters, might with difficulty hang on; but I can assert confidently that the non-Jamais will not be tempted. A blending of the east and the west has been a speciality of the Tagores; this family which has largely shaped the destiny of Bengal, is as much Indian as it is British in character. This marks their brand of hospitality as well. They arrange for all the material comforts of their guests, but then they let them be---the person has no difficulty finding his own niche. That is what I liked, and found very refreshing. It is like leaving home simply to stay in another home. We generally try to make our guests as comfortable as possible, sometimes going to great lengths to ensure this; but we forget to give him enough privacy, enough respite, so that he may compose the days to his own tune. We want to make him 'ours', distance between us. That is not the right way. The respect for individuality, which is so much a part of Western courtesy---and which strikes us as an absence of feeling---is what makes for true satisfaction for both sides. This is something one finds in Rabindranath's family; that there is no lack of the Bengali propensity for affection either, was brought to us when Pratimadebi filled a biscuit-tin with all kinds of savouries before we set off for home.

It was a short journey, of only a few hours, and no food was necessary; but mere necessities do not suffice for us humans; that which is beyond the necessary is infinitely sweeter. To be frank, this unnecessary bounty did not bother us in the least; and as far as I can remember, though the food had ostensibly been provided for my daughter, when we came to Bardhaman, her parents and her father's friends happily and noisily joined her; it was further discovered that the tin contained enough for all. What began with the royal feast described at the outset, continued till Bardhaman station on the way back; after that delightful regalement, I remember watching from the moving train the forlorn beauty of a weary dusk settling over the sky's panorama.

As soon as another visit was proposed, all these happy memories came flooding back into my mind. The heat was not an issue---that time too we had experienced the fierce dry Birbhum summer. Besides, when the purpose is not sightseeing or change of air, but rather to see and hear an individual, then the weather becomes inconsequential. It wasn't very cool here in Kolkata either. We wrote to the poet and to his secretary, outlining our plans. Sudhakantababu wrote back that the poet's Shyamali itself would be available for us. So in the summer, when some were vacationing in the hills, and some were at the sea, we started our journey to that place ninety-nine miles away---

Where all the world mingles [4].

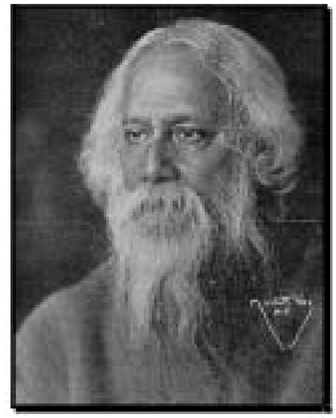

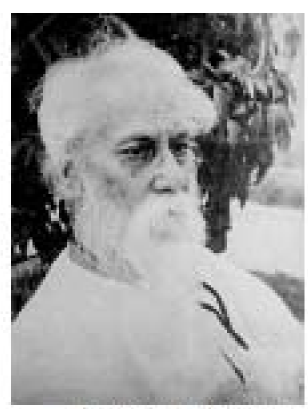

Rabindranath Tagore
Photograph taken by Kamakshiprasad Chattopadhyay

Chapter 2: Ratan Kuthi and other houses

When I say 'we' started for Santiniketan, I cannot be accused of overstating the case, for we travelled in full battalion. Apart from me and Makshirani, there was our little girl not so little any more, and a tinier one, a scintilla of being. There was also a maid to take care of this last person, but her wariness extended much further; throughout the journey, in her apprehension that our two umbrellas would be taken by our fellow-travellers, neither would she rest in peace, nor let us. When it was time to return home, she packed everything a day ahead --- lest something get left behind---after that we had to rummage around for towels, soaps and what not. This had evoked an irritated response from me, the fall-out was this: on return, my shaving cream was nowhere to be found; it transpired that our maid had seen it lying on the table, but had omitted to alert me, as I had accused her of over-cautiousness. Also travelling with us was our litterateur and dialectic-happy friend, Jyotirmoy Ray. He is a master of discourse, so that not a minute on the train passed in silence or boredom. We had taken the morning train; towards the end it got much warmer, and once we had passed Bardhaman, Nandalalbabu's landscapes unfolded one after another; that apart there isn't much to relate about the journey.

We alighted at Bolpur, with the blazing midday sun over our heads. While getting the baggage off the train, a small bottle of oil belonging to Makshirani fell out of the hold-all onto the railway tracks. We could see it had not broken; so we waited in the shade for the train to leave, hoping to retrieve it. A man wearing a *sholah* hat approached and asked me my name. We gathered he was the manager of the guest house, and had arrived to collect us from the station. The train left, the bottle was retrieved; we emerged from the station to find there were no taxis. There were quite a few cars, but none of them functional. Only one was still capable of mobility; it had taken some passengers to Santiniketan and was expected back immediately. Twenty minutes passed. We waited in the shade making small talk to the manager. I noticed that the temperature did not match the intensity of heat we had expected; rather given the time of day, it felt cooler than in Kolkata. Apparently it had rained the day before, therefore the kind weather. We were lucky.

A ramshackle car appeared, we got in. Jyotirmoybabu had once told us about a certain car---all its body parts sounded except the horn. This one was a little different, the horn also capable of plenty of cacophony. The car took us to the Ratan Kuthi, earlier called the Tata Building. Sudhakantababu waited on the veranda, his face all smiles and welcome. Shyamali was not in perfect shape, so we were to be put up in this modern guest house, The arrangements were pleasing; the immense central hall fell to us, and Jyotirmoybabu was given a smaller side-room. The rooms were amply and innovatively furnished, but we were hardly ever inside them, for we spent all our time out on the veranda. The Ratan Kuthi was an enormous house, semi-circular in shape, a long wide veranda running all the way round it. The front opened to the south, open expanses lay to the sides; in the north and the east lay the scraggy desert-yellow terrain, the shrivelled dry lines of the cracking Khowai, in the distance clumps of *tal* trees, and in the northern horizon green wooded trees that made you think of hills. In that lonely tree-bereft country, in the merciless summer sunshine, the barren lands seemed to let out agonised wails---the song 'Come come oh thirst-quenching rains' became infinitely meaningful in that landscape. In the north-western corner,
the vision racing towards the horizon stumbled at the house of the king of Awagarh; alone in the middle of the wide open spaces, the house might have been sculpted from the wind. In the south one could see the soothing green of the ancient trees in the guest house premises; at dawn and at dusk they filled up with the chirping of birds; in the west was the leafy Uttarayan, the striking Udayan building, and behind them the boundless sky. Amidst the yellow dourness, Santiniketan was a green oasis.

We were living in Ratankuthi, and the backdrops of many of Rabindranath's songs and poems lay strewn around us. The house had been built is such a way that all rooms in its eastern wing opened equally to the south and the east, and the semi-circular veranda was such that the portion of it in front of each room easily lay out of sight of the other rooms--- at least the cot could easily be placed out of the neighbours' views; it was possible to sleep outside the door and yet have privacy. This would be a desirable luxury in any warm country; in places where there were no alternatives to sleeping outside, it was a boon..

Strangely enough, except for Udayan, the old guest house and the Ratan Kuthi, none of the houses in Santiniketan were built to combat the heat. In these three houses, the ceilings are high, the rooms spacious. In other houses, aesthetics has taken over comfort.

The small, low houses are pretty, their cadence in tune to the endless expanses, like low mounds spread over the landscape, they do not break the line of the horizon. This would not have evoked comment had the houses served a mere decorative purpose, and the householder could have spent his days and nights outside. True, in Santiniketan, life is spent in the open as far as possible, even the lessons in the schools and colleges are taught in the shades of the trees; but even then certain tasks or weather conditions make it necessary to stay

indoors some of the time at least. But the insides of the houses are more suited to the hills; the ceilings are low, the rooms tiny. No doubt the interiors are comfortable in winter. But, in summertime? And in our country, the winter is a fleeting visitor, the summer long lasting.
One late afternoon, we went to see Krishna Kripalani in his home. I have rarely seen a prettier house than the 'Malancha'.

This is my house. In the garden
Bees buzz, the cuckoo sings.

Malancha was the very image that this poem conjures up in the mind's eye. A home for a poet, though neither Kripalani nor Nandita Debi were poets. A large well-kept garden, a red pebbly path ran through it, there were doves, rabbits, in the west the horizon. It only wanted a river. But the Mayurakshi was far away!

We sat in the garden and talked over tea; Nandita Debi sang her grandfather's songs, then as the sun set, the sky dissolved into iridescent clouds, the eastern sky took on the hues of a wedding night. When darkness fell, and we were contemplating departure, Kripalani took us into the house to look at some paintings. There was no electricity and we had to use flashlights; within a couple of minutes we were struck by the heat. As if trapped within the rooms were the sighs of many lovesick Yakshas pining over the ages for their beloveds. Even in Santiniketan, quite a few people agreed that such low ceilings were not conducive to comfort.

Malancha is only an example of the architectural norms in Santiniketan. All the houses that have recently been home to the poet are unparalleled as works of art, but not in the least tempting as summer residences. Their outsides soothe the eye, once inside one is engulfed by the heat. Rabindranath is astonishingly tolerant of the summer heat; I can say with certainty that the heat in the small room in Shyamali in which I have earlier seen him working on Baishakh afternoons would have been torture to anyone else. I went inside Shyamali to have a quick look; it seemed that some changes had been made, a kitchen for the servants had been added at one end, the forgotten shade of the mango tree lay littered with fallen leaves. The poet often had these irrepressible urges for adding to and rebuilding houses; the process continued till the house became unwieldy, and it became necessary to move. Then a new house grew with its own rhythm. On the inside, the Konark no longer bore any similarity to what had been the poet's abode, only the exterior remained the same. Now Anilbabu lived there; sometimes we would go and sit in the shade of the historical shimul-tree, its branches spread wide and entwined with *madhabilata*-creepers. We who have never been to paradise and never will, have an image in our mind: that secluded shady spot approximated it very closely. But the inside was ablaze with heat. There was a startling difference in temperature within the rooms and outside.
In that respect, I really liked Udichi. It was the latest house the poet had moved out of, and in my opinion, the best. Beauty and comfort have come together here. Of all the houses that have been built for the poet to live alone, this is the only one with two storeys. It is not a high building though, the lower floor is at ground level; to the east a tree climbed up the sides to the upper floor, close enough to reach out and touch. A completely different view of Santiniketan was visible from the balcony, a unique spectacle. Shyamali looked as if life had gone out of it; maybe because Udichi had been abandoned only recently, its upper floor was still bright and lively, and looked inviting.

From the architectural point of view, and that of comfort as well, it goes without saying that the best building in Santiniketan is the Udayan. One day, Rathindranath showed us around his mansion. It was a worthy experience. Amidst all the angles, curves and elevations, there was to it a balance, an unmarred grace that was clearly visible outside, and to be easily felt inside. Besides, a vast number of paintings and artworks adorned the interiors. On the walls of the drawing room and dining halls on the ground floor were Rabindranath's paintings; elsewhere there were paintings by Abanindra, Gaganendra, Nandalal, Rathindranath, Pratima Debi and many others. A feast for the eyes lay around us; time was short, and much to see, not time enough for appreciation. All the principal artists were represented, except for Jamini Ray. Once Pratima Debi mentioned this in the course of conversation; which meant that they were fully aware of the omission and possibly intended to rectify the matter.

In Udayan, the rooms I liked best were 'Pupedidi's'. In their owner's absence, the rooms were kept exactly as she would have wanted. The bedroom was open on three sides---the north, south and west; and it was the western view that was so enchanting.

The bare terrain stretched to the horizon; there was nothing to spoil the vista of the north-western corner where clouds appear and from where the rain charges in. This room should have been named Shaoni after the monsoons; what a room it would be to watch the rains! Through the huge glass windows, the rainy regalement must subsume the eyes, the mind. Rathibabu told us that it was a fascinating experience to watch the giant-sized clouds appear in the corner and come rushing in.
Both Rathindranath and Pratima Debi possess many skills. Rathinbabu's relation to plants is one of combined mastery and friendship, the proof was in his garden. In this arid, infecund land,

any planting is difficult business, but he had not stopped at that. He had taken trees and shrubs from here and abroad, and with a strong hand shaped them to his will; made midgets of trees that are naturally tall, trees that stand straight were twined creeper-like, And yet, in those unnatural conditions, the plants were not in suffering; they were full of life and health, sprouting flowers, bearing fruit. A technology reminiscent of the Maydanab, all the more amazing because there was nothing magical about it, this was a real science. Two peacocks roamed the garden, two storks, like ancient sages, sat in meditation at one end of the artificial tank; on the other we saw a bare-footed English woman working on an open-mouthed Makara figure. When we talked to her, she said that no sooner did she start work than a hundred million ants would arrive and drive her insane. The ant-bites were certainly not enticing, but that apart, what could be nicer than sculpting alone in these idyllic surroundings. It gave us pleasure to stand by and watch. The sun was setting, a reddish glow had fused the sky and the earth; the waters, the trees, the land were all flushed with happiness. In this corner of the garden was Pratima Debi's studio. The lower floor had remained in disuse for long; recently Rathindranath had converted it into an office for himself. The room was cave-like, cramped, with low-ceilings. The walls were inlaid with rocks and creepers climbed among them, accentuating the likeness. With another room over it, it was not too warm; this was an especially secluded and charming nook. Within, there was a rather small low table, a couple of chairs and a very high cushion-strewn bed. The room had a distinct character, which it owed to something beyond the mere furnishings.

In Santiniketan, the houses are built low, the windows are set low in the walls; the furniture within the rooms are low. But I have to extol the windows. Nowhere else in our country have I seen such big open windows. Since there are no thieves, there are no window bars; the windows are freeways for the winds, the fields and the sky outside an unmarred panorama. One day in Malancha, I sat at a window looking to the west. It was a sunless day; the eyes raced over an endless vista, as if beyond was the edge of the earth, and beyond that nothing. It reminded me of the Nilkhet in Ramna, but where in East Bengal would you find such endless emptiness! There, the vision would, in the very least, be impeded by clusters of trees.

Our room in Ratankuthi had a large window that opened to the east. We had found it closed ever since we arrived, and had left it unopened. We were hardly ever in the rooms, and had paid scant heed to it. One afternoon, I was working at the table, plenty of wind blew in through the door in the south, yet it was very warm. Suddenly Makshirani came in and threw the window open. At once, great gusts of the untamed east winds blew away my papers, and amazed, we discovered a spectacular view lay before us. Alas, all those days we had left the window shut, and unminding robbed ourselves of such a feast that was ours for the taking. And now we were leaving, the very next day. But happily, we did not; we stayed on for a few more days and enjoyed the view.

After the discovery of the window, it became a regular game for our little girl to repeatedly open and shut it. The attraction lay in the fact that the window was so low that she could reach it unaided. Had I asked her to open and close it interminably, she would have been pleased to exercise her new ability, but her happiness was considerably marred by the foolish proclivity of the aged for the status quo. The furniture was so low that even Madam Tiny could make some independent use of them, and we were always in fear for the safety of her body parts and other breakable items. The distinctiveness of the furniture struck one at first sight. In Santiniketan, I did not see the smallest item of use that was not also pretty. Not only pretty, but also original; not only original, but with a distinctive character. Each item seemed to possess a strong identity. Chairs, tables, beds, curtains, all had a certain trimness, a complete lack of ostentation; here too the east and west had come together. The structure was English, but they had been built to an Indian meter; the dining chairs lacked backs and in attempting to lean back, we had been fooled many a time--- the purpose was probably to encourage the Indian practice of sitting cross-legged on the floor to eat. And the same chairs could easily be used in the morning and evenings as tea-tables; the dresser could easily hoard the provisions for a small family. The multi-purpose furniture exhibited an elegant economy in the management of space and objects; none of the rooms seemed overcrowded, yet lacked nothing. I had often noticed, in the poet's many homes, concrete benches fixed to the walls--- they could serve as shelves for books and papers, or a place to sit on if somebody dropped by. There were cupboards hidden in the walls too; you could sit on the windows and enjoy the view, and stow away things in the dark cavity beneath. No doubt, if ever such architectural norms become prevalent in the Calcutta apartments, we might be able to best utilise the limited space available to us here.

What is most pleasing is the absence of ostentation in the furniture. In their ability to dazzle the eye with their magnificence, no doubt they would play second fiddle to expensive, imported furniture. But when the Calcutta rich furnish their homes with pieces from the Army and Navy stores, it might evoke our jealousy, but not our respect, for we know that he has come to possess all that by dint of mere money, and if tomorrow I come by riches, I might come to own fancier stuff. Their glory lies in their price tags.

But the Santiniketan pieces cannot be weighed in terms of money;
what is unique is the creativity and artistry behind their design. No matter what their monetary value, the beauty and functionality remains; wherever I go I am impressed by the simple tasteful charm I see around me. Not flashy, nor plain; everything delights. In the poet's bedroom in Udichi, four packing cases had been put together to make a bed; it could make a place for itself beside a royal couch because of the skill that had gone into its creation. The utilisation of what is ordinarily discarded shows creativity, just as proof of culinary expertise is not in making *pulao korma* but a tasty dish from vegetable peelings. What is tasty to begin with can be spiced up anyhow into a delectable dish, but it is not easy to make discarded vegetable peels edible. Making priceless furniture out of the best ingredients following traditionally-prescribed formulae, and to create something according to one's personal tasted and needs from whatever is at hand---how can the two be comparable! Santiniketan furniture does not follow any laid-down rules---they are cut trimmed and built according to the need at hand. For example, there could be a cove built into the bed, where you could put your bedside reading, or maybe two shelves at the head of the bed where you could put a glass of water, cigarette tin, books, pens, papers--- whatever your needs. Because they are not slave to any flimsy fashion, they are not in the danger of becoming outdated; the stamp of character they bear will withstand time.

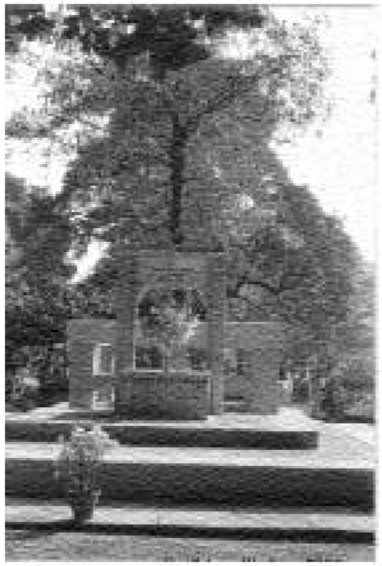

Chatim Tala

Upasana Mandir

PARABAAS BOOKSTORE

Buy your favorite Bengali books and translated work of famous Indian writers online

Visit: www.parabaas.com

Ratankuthi

Samar Sen, Buddhadeva Bose, Rabindranath, Protiva Bose, Kamakshiparasad Chattopadhyay, and Buddhadeva-Protiva's daughter-Meenakshi

Udayan

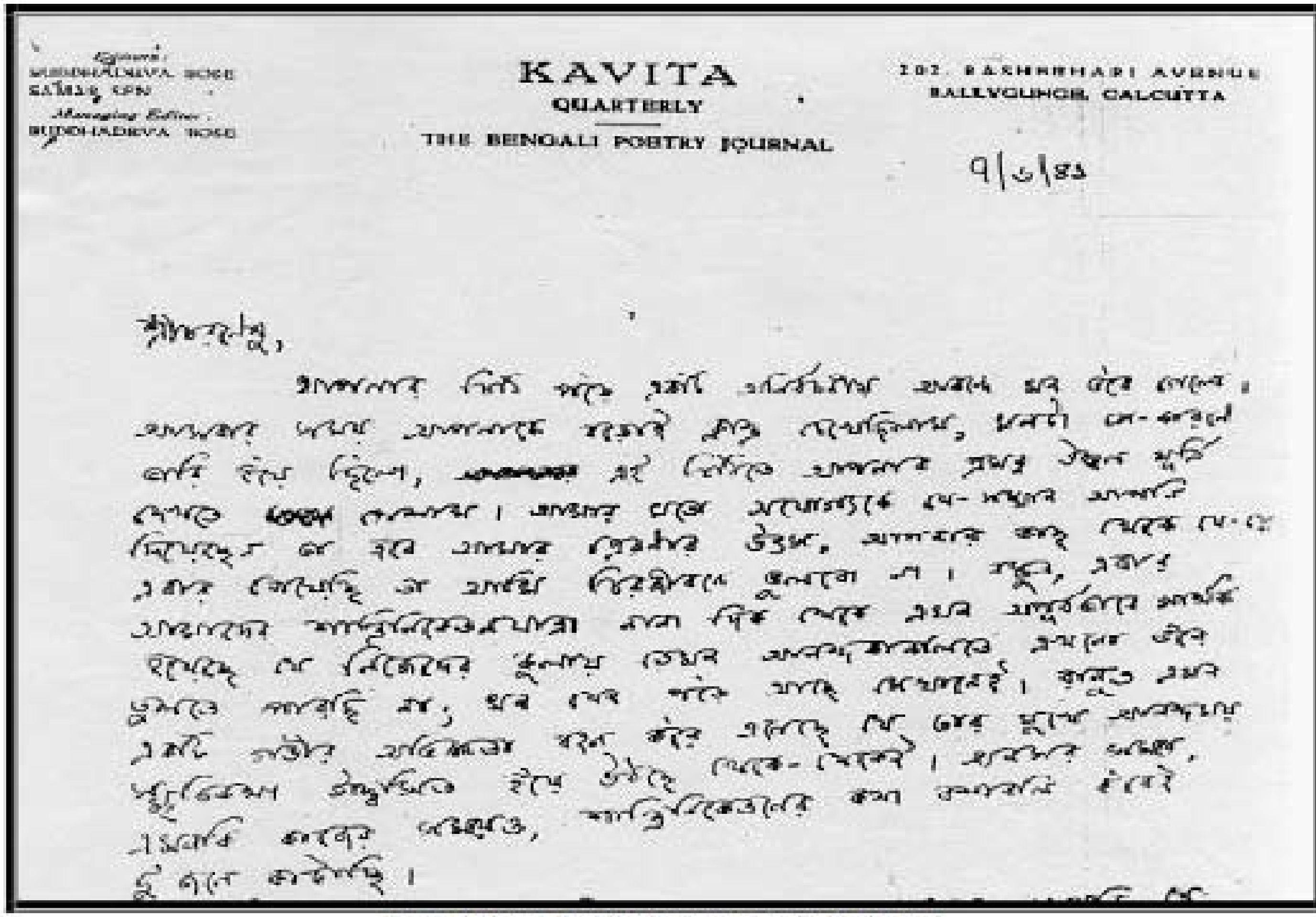

Editors:
BUDDHADEVA BOSE
SAMAR SEN
Managing Editor:
BUDDHADEVA BOSE

KAVITA
QUARTERLY
THE BENGALI POETRY JOURNAL

202, RASHBEHARI AVENUE
BALLYGUNGE, CALCUTTA

৭|৬|৪১

শ্রীচরণেষু,

Part of a letter Buddhadeva wrote to Rabindranath after the visit to Santiniketan

1. Queen Bee

2. traditional Bengali sweet-meat

3. It behooved the bride's family, and especially the bride's father to make the groom elaborately welcome whenever he should deign to avail of their hospitability; 'Jamai (son-in-law)-ador (to show affection and welcome)' thus came to signify elaborate hospitability.

4. Jagot eshe jethany meshe.

*The book is in two parts, titled **Santiniketan** and **Rabindranath**, respectively. Buddhadeva himself made a translation of the segment titled Rabindranath, albeit in somewhat edited and condensed form, as **The Last Days of Rabindranath : Record of a Visit to Santiniketan.** But the entire book has not been translated before. Nandini Gupta has translated this book which was published in Parabaas under Buddhadeva Bose's Special Issue. (http://www.parabaas.com).*

Nandini Gupta is currently in the Department of Electrical Engineering, Indian Institute of Technology, Kanpur, India. Prior to this, she was a post-doctoral researcher at the Eindhoven University of Technology, the Netherlands, working in Plasma Physics. Her translations of Sunil Gangopadhyay's poems have appeared in Two Lines: Cells and Chandrabhaga.

Anjali will remain grateful to Parabaas for permitting the reprint of the above masterpiece.

শুভ স্বাধীনতা দিবসে কসবা মাতৃসঙ্ঘ এবং আমরা

নবনীতা দেবসেন

নবনীতা দেবসেন বাংলা সাহিত্যের একজন দীপ্যমান ব্যক্তিত্ব। সাহিত্যের সর্বক্ষেত্রে তাঁর অনায়াস বিচরন। তাঁর লেখনীর অমৃত ধারায় শিশু সাহিত্য, রম্য রচনা, উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী ও কবিতা সিক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারকে করেছেন সমৃদ্ধশালী। মাতা শ্রীমতী রাধারানী দেবী (যাঁর অপরাজিতা দেবী ছদ্মনামে বহু রচনা ভুয়সী প্রশংসিত) ও পিতা শ্রী নরেন্দ্রনাথ দেব বিখ্যাত কবি। এই উত্তরাধিকার নবনীতার লেখনীর বলিষ্ঠ আধার হলেও স্বপ্রতিভায় তিনি বিভাষিতা। লেখাপড়া কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (এম. এ. ১৯৫৮), হার্ভার্ড (এ. এম. ১৯৬১), ইন্ডিয়ানা (পি. এইচ. ডি. ১৯৬৩)। পোস্টডক্টোরাল গবেষনা করেছেন কেমব্রিজ ও বার্কলেতে।
সাহিত্য রচনার জন্য তিনি বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। পদ্মশ্রী (২০০০), সাহিত্য আকাডেমী, কবীর সম্মান, রবীন্দ্র পুরষ্কার। নবনীতা বহুদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের (comparative literature) অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরতা ছিলেন। পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি অতিথি অধ্যাপনা করেন। ব্যক্তিজীবনে, নবনীতা ভারতের নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ অমর্ত্য সেনের প্রাক্তন স্ত্রী। তাঁদের দুই মেয়ে- অন্তরা ও নন্দনা।

- "নমস্কার, জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম্।

এবছর আমাদের ক্লাবের পঞ্চাশবছর পূর্ণ হচ্ছে, দুর্গাপূজার আটত্রিশ, আর স্বাধীনতার আটান্ন। তাই এবছরের আমাদের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনে একটু বিশিষ্ট অতিথিদের ডেকে এনেছি।
আপনারা শান্ত হয়ে বসুন, বেশি দেরী করিয়ে দেবেন না, তাহলে রোদটা চড়া হয়ে যাবে। বিশিষ্ট অতিথিদের যে-গাছের ছায়াতে বসিয়েছি সেখান থেকে ছায়া সরে যাবে - সেটা ঘটার আগেই আমাদের পতাকা উত্তোলনের কাজটা সেরে ফেলতে হবে, মানে সুসম্পন্ন করে ফেলতে হবে সুষ্ঠুভাবে।
মাননীয় বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে আমরা আজ আমাদের পুরসভার কাউন্সিলর শ্রীমতি কাজরী দেবীকে এবং বিধানসভার সদস্য বিধায়ক হরিবংশরন পান্ডুয়াকে আমাদের মধ্যে পেয়েছি। এনাদের এভাবে এত কষ্ট করে আনতে পেরে, আমরা আজ আমাদের যারপরনাই ধন্য বোধ করছি। এখন আমাদের শুভ অনুষ্ঠানের সূচনা করা হবে - শঙ্খধ্বনি দিয়ে। আমাদের পল্লীর গৃহলক্ষীরা শঙ্খ নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছেন, এবার শঙ্খধ্বনি - ওহো, সরি, সর্বপ্রথমে এখন সভার উদ্বোধনী সঙ্গীত হবে। উদ্বোধনী সঙ্গীতটি গাইবেন কুমারী বনানী হোমচৌধুরী। -হ্যালো, ওয়ান টু থ্রি, ওয়ান টু থ্রি, মাইক টেস্টিং, মাইক টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রি ফোর - হ্যাঁ ঠিক আছে, কুমারী বনানী, আপনি মাইকের কাছে এগিয়ে আসুন। কিন্তু বনানীর মা কই ? বনানীর মা, আপনিও চলে আসুন হারমোনিয়মে। অ বৌদি ?" এই তো! সরু গলায় গান শুরু হোলো, "সারে জাঁহা সে আচ্ছা হিন্দুস্থান হামারা হমারা।" ফিসফিসিয়ে বুঝি পার্শ্ববর্তী ছেলেটিকে বিধায়ক কিছু বললেন। গান থামলে, ঘোষনা হলো - "মাননীয় বিধায়ক মহাশয় বলছেন, আরেকটাও গান করা হোক। এই গানটি যদিও খুবই ভালো, কিন্তু বোধহয় অংশত পাকিস্থানের জাতীয় সঙ্গীত হয়ে গিয়েছে। তাই বন্দেমাতরম, কিম্বা জনগনমন, কিম্বা ধনধান্যে এরকম একটা কিছু গান - যা দিশীই আছে" - কচিগলায় বনানী ধরলো "ধনধান্যে পুষ্পেভরা" ওর মা হারমোনিয়ামে। গান থামলো।

হাততালি পড়লো বাচ্চাদের। এইবার শঙ্খধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন হবার কথা। মাইকে ডাকা হলো "এই পল্লীর জ্যেষ্ঠতম অধিবাসী যদিও এখন অন্যত্র থাকেন, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মজুমদারকে আহ্বান জানানো হচ্ছে। ডাঃ মজুমদার যদি দয়া করে একটু এখানে এসে পতাকাটি উত্তোলন করেন। এখানে যদিও মাননীয় বিধায়ক মহাশয় এবং মাননীয়া কাউন্সিলর মহোদয়া উপস্থিত, তবুও আমরা একজন সাধারণ নাগরিককেই অনুরোধ করবো পতাকা উত্তোলনের কাজটি সম্পন্ন করতে - কেননা, এদেশ তোমার আমার - আমরা গড়ি আমার। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার একটি উদাহরন হিসাবেই প্রতি বছরেই আমরা শুধু ডাঃ মজুমদারের হাতেই পতাকা উত্তোলন করিয়ে থাকি। এর পিছনে একটা মধুর কাহিনী আছে। আমাদের ক্লাবটি যে জমিতে প্রতিষ্ঠিত, সেই জমিটি আমাদের দান করেছিলেন ডাঃ মজুমদারের পিতা শ্রদ্ধেয় রামকৃষ্ণ মজুমদার। তখন তিনিই পতাকা উত্তোলনের ভারটি নিতেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে এই গুরুদায়িত্ব তুলে নিয়েছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র ডাঃ হরেকৃষ্ণ মজুমদার। যদিও ইদানীং তিনি আর কসবায় থাকেন না, সল্টলেকে বাড়ি করে উঠে গিয়েছেন, তবু এই দিনটিতে আমরা আমাদের গনতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সম্মান রক্ষার্থে তাঁকেই ধরে আনি তাঁরই পিতৃপুরুষের এই জমিতে দাঁড়িয়ে পতাকা উত্তোলন

করবার জন্য। হাঁ এইবারে শঙ্খধ্বনি হোক। দলবেঁধে পাড়ার গৃহলক্ষীরা এবারে প্রবল বিক্রমে শাঁখে ফুঁ দিলেন। নির্দেশ এলো সঙ্গে সঙ্গেই - 'নবীন নবীন, যা, যা। চটপট ফ্লাগ রেডি কর। ডাঃ মজুমদার, এগিয়ে আসুন, এই যে- ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও তিনি এসেছেন আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে'- বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি কাঁপা কাঁপা দুহাতে দড়ি ধরে উর্দ্ধমুখে তাকিয়ে দড়ি টানতে লাগলেন। প্রত্যেক বছর এই কর্মটি একইভাবে করে করে তিনি এক্সপার্ট হয়ে উঠেছেন। ধিরে ধিরে ফ্লাগটি উপরে চড়তে লাগলো- মুহূর্তের মধ্যে ফ্লাগ বাঁশের ডগায় উঠে পড়ল, বাতাসে উড়ল, সত্যি শঙ্খধ্বনিটি বড়ই মধুর - হঠাৎ ওকি? ওকি! ওকি হলো? ডক্টর মজুমদার শিক্ষন দিনবামাম ফ্লাগও যে অর্দ্ধনমিত হয়ে গেল? আধখানা সড়সড়িয়ে নেমে এসে, মধ্যপথে ত্রিশংকু হয়ে আটকে রইল যে, ঠিক বাঁশের মাঝামাঝি। জলদগম্ভীর কণ্ঠে আবার মাইকে ঘোষনা শোনা গেল- 'নবীন নবীন, এদিকে ঝটপট দেখে যা - ফ্লাগটা বোধ হয় একটু গড়বড় করছে - মনে হচ্ছে?' হেলতে দুলতে বীরেনসুদ্ধু দুটি লোক এল। ফ্লাগের দড়ি ধরে টেনেটুনে নানারকম পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে মইখানি আনতে গেল। মই নিয়ে এসে, একজন তাতে উঠল। অন্যজন নিচে থেকে ডিরেকশন দিচ্ছে। এদিকে গাছতলা থেকে শত্রুর মত করে রোদ্দুর সরে যাচ্ছে। উপবিষ্ট অতিথিরা চঞ্চল হয়ে উঠছেন। অথচ পতাকা উত্তোলনের পবিত্র কর্মটি এভাবে আধাখাঁচড়া অবস্থায় ছেড়েও দেওয়া যায় না। পুনরায় মাইকে ঘোষনা হল- 'বন্ধুগন, আমাদের পরবর্তী প্রোগ্রাম আমরা ঘোষনা করে রাখছি। আপনারা শান্ত হয়ে বসুন- পতাকা উত্তোলন সম্পন্ন করেই আমরা ছায়ার দিকে সরে যাব। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কাজরী দেবী আমাদের কিছু বলবেন। এবং মাননীয় বিধায়ক শ্রী হরিচরন পাড়ুই মহাশয় তাঁর আশীর্বাণী জ্ঞাপন দেবেন। এরপর শুরু হবে আমাদের রক্তদান শিবির। আমাদের একান্ত অনুরোধ আপনারা মুক্ত হস্তে আপনাদের মূল্যবান রক্তদান করে আমাদের প্রয়াসকে সার্থক করে তুলুন- আমাদের এই শিবিরের পরিচালনায় আছেন কালকাটা রেড ক্রশ সোসাইটি- ক্লাবঘরে শিবির করা হয়েছে, বিছানা, জলখাবার, সবই রেডি আছে- মাননীয় বিধায়ক সেটির উদ্বোধন করবেন। পতাকা উত্তোলিত হয়ে গেলেই আমরা ক্লাবঘরের দিকে ছায়াতে হাঁটতে থাকবো। প্রস্তুত থাকুন!' নবীনের চেস্টায় আবার পতাকা ডগায় উঠলো।

বাচ্চারা আহ্লাদে হাততালি দিল। সঙ্গে সঙ্গেই পতাকা সজোরে একেবারে নীচে আছড়ে পড়ল। একেবারে উড়ে গিয়ে সোজা পিচের রাস্তার ওপরে। একটি বাচ্চা দৌড়ে গিয়ে তাকে কুড়িয়ে আনল- আর একটু হলেই কর্পোরেশনের ওই বিশ্রী, বিপুল ময়লা-তোলার ভ্যানটা চলে যেত জাতীয় পতাকার ওপর দিয়ে! খুব বেঁচে গেছে! বাচ্চাটাকে সবাই বাহবা দিচ্ছেন, ধন্য ধন্য করে আদর করছেন। খালি এক মহিলা খুব বকছেন - 'যেত, যেত ফ্লাগটা চাপা পড়ে, আবার কেচে দিলেই হত। তুমি যদি চাপা পড়তে তাহলে আমার কি হত? কেন তুই ছুটেছিলি গাড়ির সামনে? কি হবে ওই ফ্লাগ দিয়ে? ঠাকুর রক্ষা করেছেন।''
পুনরায় মইখানিতে উঠে পতাকা টাঙান হচ্ছে। সবাই স্তব্ধ। প্রচণ্ড টেনশন। মাইকে ঘোষনা করা হল - 'নবীন, তুমি পতাকাটাকে বেঁধে দাও, বুঝলে? দড়ি দিয়ে সিকিওর করে বাঁধো ভাই, ওকে ছেড়ে দিলেই কিন্তু পড়ে যাবে!'

যে পতাকাকে ছেড়ে দিলেই পড়ে যায়, যাকে দড়ি দিয়ে টঙের সঙ্গে বেঁধে রাখতে হয়, সে নিশ্চয়ই নিপুনভাবে তৈরী হয়নি। যাক - 'পতন-অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা' অবলম্বন পূর্বক আধঘন্টা মারামারির পরে পতাকাকে তো কনধার আকাশে ওড়ানো গেল।তার বোগনিন্দয় অবশ্য হলনা।

এবার বিধায়কের বক্তৃতা। কিন্তু স্পেসাল অনুমতি নিয়ে শ্রীমতী কাজরী দেবীই বললেন - লেডিস ফার্স্ট - তাকে চলে যেতে হবে, মিটিং আছে জনগণের সঙ্গে। বিধায়ক মশাই তাড়া করছেননা - বেশ মজাই পাচ্ছেন মনে হচ্ছে দেখেশুনে। সামনে পুর ভোট আছে। তাড়া নেই। শ্রীমতী কাজরী দেবীর বক্তৃতা এরকম ছিল - 'নমস্কার। আজ আমরা ইস্ট কসবা মাতৃসঙ্ঘের আটান্নতম, - দুঃখিত - আটচল্লিশতম জন্মদিনে, .. অর্থাৎ আমরা আজ আমাদের মাতৃভূমির উনষাটতম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করতে আজ আমরা এই মাঠে জড়ো হয়েছি। এটি একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ দিন। এই দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে নর্থ কসবা মাতৃসঙ্ঘের ছেলেরা এখানে সবুজের অভিযান শুরু করেছে। আপনারা সবাই জানেন যে একটি গাছ একটি প্রান। আমরা সেই গাছ পুঁততে এসেছি, গাছ পুঁতে আমরা প্রান বাঁচাতে চাই দেশবাসীর। (কেউ ফিসফিস করে ওকে কিছু বলল) - একটি গাছ যেমন একটি প্রান, এক ফোঁটা জলও তেমন একটি প্রান। সেই জলের আরেক নাম জীবন। আমরা, কলকাতা পুরসভা যেভাবে শহরে জল বিতরণের ন্যয্য বন্দোবস্ত করেছি, তাতে প্রচুর প্রান বেঁচে যাবে। একটি ফোঁটা জল যেমন একটি গোটা প্রান, তেমনি এক ফোঁটা রক্তেও পুরো একটা প্রান রক্ষা পায়। আসুন নর্থ কসবা মাতৃসঙ্ঘের আয়োজিত এই রক্তদান শিবিরে আমরা দলে দলে যোগ দিই। মুক্তহস্তে রক্তদান করি আসুন, দিকে দিকে মরনাপন্ন রোগীরা আপনাদের পথ চেয়ে রয়েছেন - আপনারা আসুন, চলে আসুন। ভয় ভাবনার কিছু নেই, যা দেবেন চার দশগুন পুষিয়ে যাবে, শরীরের কোন ক্ষয়ক্ষতিই হবে না। অতিরিক্ত রক্ত বেরিয়ে গেলে দেহমন সজীব থাকবে, আপনার ত্বক উজ্জ্বল হবে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হবে, মনে শান্তি আসবে, কাজে স্ফূর্তি আসবে - রক্তদান শিবিরে আপনারা দলে দলে যোগ দিন, নিজেরা আসুন, বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আনুন, দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে। আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে আমরা এটাই প্রমান করে যাব। জয় হিন্দ, বন্দেমাতরম।' প্রচণ্ড করতালির মধ্যে শ্রিমতী কাজরী দেবী বসে পড়লেন ঘাম মুছতে মুছতে। আমার ভাইবৌ মন্দিরা সদ্য দেশে এসেছে, বাইরে থেকে। ও বাথরুমে ছিল। শাওয়ারের শব্দে পুরোটা শুনতে পায়নি - গা মুছতে মুছতে শুনেছে 'দেহমন সজীব থাকবে, আপনার ত্বক উজ্জ্বল হবে, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে, যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হবে, মনে শান্তি আসবে, কাজে স্ফূর্তি আসবে' - .. 'দিদিভাই এখানে কি ইয়োগার ক্লাশ খুলছে? ওটা কিসের ঘোষনা করছিল? কিসের অ্যাড? 'দলে দলে আসুন' বলছিল, কোথায় যেতে বলছে?'

'দেশের জন্য রক্ত দিতে বলছে, আমাদের ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পে যেতে ডাকছে। যাবি নাকি? বেশ ভালো খেতে দেয় কিন্তু। ওদের একটু ভলান্টিয়ারের অভাব হয়ে গেছে আজ। গেলে ভালই হয় - আমিও ভাবছি চলে যাব -'

-'কেন ভলান্টিয়ারের অভাব হলো কেন?'

-'ওদের অপোনেন্ট পার্টিরা এই ক্লাবের ব্যবস্থাটা ভেঙে দেবার জন্য বাসভাড়া করেছে'

-'বাসভাড়া করেছে? তো কি হয়েছে?'
-'সেই বাসে করে ভলান্টিয়ারদের সবাইকে ফ্রী পিকনিক্ পার্টি করতে ডায়মন্ডহারবারে নিয়ে গেছে। অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে সব নাচতে নাচতে 'ব্লাড ডোনেশনে গোলি মারো' বলে ফ্রীতে নদীর ধারে পিকনিক্ করতে চলে গেছে।'

-'যাঃ ! মানুষ এত নীচও হতে পারে?'

বেচারী মন্দিরা বিদেশে থাকে। কলকাতাকে স্বর্গ বলে ভাবে বোধহয়। মায়া হলো ওর জন্য।
মাইকে তখন ঘোষণা হচ্ছে - 'আপনার একফোঁটা রক্ত একজন কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করতে পারে। একজন মৃত্যুপথ-যাত্রিনী জননীকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পারে, আপনি যা দেবেন তার দ্বিগুণ আপনার শরীর পুষিয়ে দেবে - মাত্র তিনমাসের মধ্যে - মাঝে মাঝে রক্তদান করলে আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে, মেজাজ খুশি, ত্বক উজ্জ্বল -'
-'না:' - মন্দিরা বলল - 'বড্ড বাজে বকছে। ওদের ওখানে ভলান্টারি সার্ভিস দিতে ইচ্ছে করছে না দিদিভাই। তুমি যাবে তো যাও।' একাই যাব বলে তৈরি হয়ে ক্লাবে বেরুচ্ছি, আবার ঘোষণা শুনলুম - 'কসবা মাতৃসঙ্ঘের পক্ষ থেকে আপনাদের অজস্র ধন্যবাদ - আপনাদের আন্তরিক সহায়তায় আজ আমাদের রক্তদান শিবিরের আয়োজন সার্থক হয়েছে - যাঁদের সাহায্য আমরা ইচ্ছা সত্ত্বেও এবারে গ্রহণ করতে পারিনি, কেননা মাত্র পঞ্চাশজনের মতই ব্যবস্থা ছিল - তাঁরা মনে দুঃখ নেবেন না, হতাশ হবেন না আপনাদের নামঠিকানা আমাদের খাতায় তোলা রইল - পরবর্তী শিবিরে আমরা আপনাদের আমন্ত্রণ জানাবো। জলখাবারও আরও ভাল হতে হবে -''
হতভম্ব মন্দিরা বলল - ''কী করে হোলো দিদিভাই?''
অবিলম্বেই জানা গেল কী হয়েছে। মাতৃসঙ্ঘের শিবিরেই ''কসবা মৈত্রীসঙ্ঘের'' ছেলেরা এসে রক্ত দিয়ে গেছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়েছে। মন্দিরাকে ভরসা দিই। ''ভগবানের বিচার এখনও এত খারাপ হয়নি রে?''
অপোনেন্ট পার্টিরও তো অপোনেন্ট পার্টি আছে?
পিকনিকের বাসে যাদের নেওয়া যায়নি, সেই বাদ-পড়া বেপাড়ার ছেলেরা সবাই এসেছিল আমাদের এখানে।''

(ক্লাবের নাম, পাড়ার নাম, মানুষদের নাম সবই কল্পিত। শুধু গল্পটাই বাস্তবিক।)

— নবনীতা দেব সেন
১৯।৮।০৫

যারা হরিণের জন্য এসেছিল

ইন্দ্রনীল দাশগুপ্ত, নিউজার্সি

ইন্দ্রনীল দাশগুপ্তের জন্ম ভারতের কলকাতায়। দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পড়াশোনা। বস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে সম্প্রতি পিএইচ.ডি করেছেন বলে দাবী করেন। দিল্লী ও বস্টনের অনেক জল হাওয়া খেয়ে ইন্দ্রনীল এখন নিউজার্সি শহরের বাসিন্দা।

॥১॥

বসন্ত কালের পঞ্চমী তিথিতে কণ্বমুনির আশ্রম জনসাধারনের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দূরদূরান্ত থেকে গৃহস্থরা আসে। ছেলেমেয়েরা বনভোজন করে। রাজার কুমার ও দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে এক সারিতে বসে খায়। কোন কোন ব্রাহ্মণের ছেলে শরৎকাল থেকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুরু করবে এই আশ্রমেই। তাদের বাবা-মা'রা ঘুরে ঘুরে আশ্রমের সমস্ত ব্যবস্থা দেখে নেন। বিকেলে আশ্রমের বালক-বালিকারা গান, বাজনা, নৃত্য ও নাটকের আনুষ্ঠান করে। বসন্তপঞ্চমীর এই তিথি সমস্ত বছরের বিদ্যাভ্যাস উদযাপনের বার্ষিকী দিবস।

অন্যবারের মত এবারেও সহস্রাধিক অতিথি সমাগত। ঋষিকন্যারা ব্যস্ত হয়ে ফুল ও আলপনা দিয়ে আশ্রমটিকে সাজাচ্ছে। কুঞ্জদ্বারগুলি শ্বেতচন্দন দিয়ে শোভিত করা হয়েছে। প্রবেশদ্বারে দাঁড়িয়ে ঋষিকুমার শাঙ্গরব ও শারদ্বত অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে। অবশ্য তাদের আরেকটা কাজ হলো দেখে নেওয়া যেন কেউ অস্ত্র সঙ্গে নিয়ে আশ্রমে না প্রবেশ করে। কণ্বমুনির আশ্রমে হিংসার কোন স্থান নেই। সেখানে অস্ত্রের প্রবেশ নিষেধ।

একজন লম্বা ও শীর্ণ বাবা তাঁর দুটি মেয়েকে নিয়ে আশ্রমে ঢুকছিলেন। মেয়েদুটির বয়স দশ ও বারো। তারাও ঋষিকন্যাদের মত বল্কল পরেছে। তাদের বাবার গায়ে হালকা হলুদ উত্তরীয় ও ধুতি। উত্তরীয়র ফাঁক দিয়ে উপবীত দেখা যাচ্ছে - বোঝা যায় এটি একটি ব্রাহ্মণ পরিবার। সন্দেহের কিছু নেই দেখে শাঙ্গরব ও শারদ্বত তাদের প্রবেশ করার অনুমতি দিল।

রাজকুমারের দল আশ্রমে ঢোকামাত্র পাশের কুঞ্জবন থেকে ব্রাহ্মণ ও তার দুই মেয়ে বেরিয়ে তাদের পিছু নিল। একটু পরে রাজকুমার ও তার সঙ্গীরা বেড়াতে বেড়াতে আশ্রমের পার্শ্ববর্তী উপবনে প্রবেশ করল।

আশ্রমের ঠিক কেন্দ্রে তপোবন। সেখানে একটি বড়ো জায়গা তকতকে করে পরিষ্কার করা হয়েছে। ফুল, পাতা আর রঙিন পাথর দিয়ে সাজান হয়েছে একটা বেদী। ঋষিকন্যারা বেদীর উপর বসে সঙ্গীত অনুশীলন করছিল। একটু দূরে পাশাপাশি দুটি আসনে বসে কণ্ব ও গৌতমী সেই অনুশীলন দেখছিলেন। হঠাৎ আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে একটি মেয়েলি গলার চিৎকার ভেসে এল। কণ্ব ও গৌতমী সভয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ঋষিকন্যারা গান বন্ধ করে চেয়ে রইল ত্রস্তভাবে। উপবন থেকে উদভ্রান্তের মত বেরিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যেতে দেখা গেল কিছু বালক-বালিকাকে। উপস্থিত শাঙ্গরব ও শারদ্বত ছুটে এল বেদীর কাছে।
কণ্ব জিজ্ঞাসা করলেন - কী হয়েছে ? সব কুশল তো?

শারদ্বত কিছু বলতে গিয়ে পারলনা। গুরুতর উত্তেজনায় তার বাক্‌রোধ হয়েছে। তখন শাঙ্গরব বলল - অনর্থ ঘটে গেছে গুরুদেব। আশ্রমে রক্তপাত।

উৎসবের পুণ্য তিথি এই অশুভ সংবাদ শুনে সমবেত ঋষিকন্যাদের মুখ থেকে একটা ভয়ের শব্দ নির্গত হল। মনে হল কেউ কেউ মূর্ছিত হয়ে পড়বে। কণ্ব নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন - কী করে? কোথায়?
শারদ্বত আঙুল দিয়ে উপবনের দিকে ইঙ্গিত করল। সেখান থেকে প্রহরী ঋষিকুমাররা রাজকুমার ও তার সঙ্গীদের বন্দী করে আনছিল। রাজকুমারের হাতে তখনো একটা ছোট ধনুক। মুখে বিদ্রোহের ভাব।

শারদ্বত বলল - আমাদের ভীষণ ভুল হয়ে গেছে। ঋষির বাল্যপোষাকের মধ্যে অস্ত্রটা লুকোনো ছিল। দেখতে পাইনি।
কণ্ব বললেন - সর্বনাশ! কার লেগেছে? জীবিত আছে তো? নাকি মৃত?
শাঙ্গরব বলল - আহত হয়েছে আশ্রমের একটি পালিতা হরিণী। এখনো জীবিত আছে। কিন্তু কতক্ষন থাকবে বলা যায় না।
দূর থেকে শোনা গেল রাজার কুমাররা বিদ্রুপের হাসি হাসছে। তাদের একজন চেঁচিয়ে বলল - ওরে রোগা ঋষির প্যাংলা ছেলেমেয়ের দল, কে কোথায় আছিস ছুটে আয়! আজ মাংস পাবি, মাংস।

কণ্ব ও গৌতমী যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উপবনে প্রবেশ করে একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে পেলেন। সকলের প্রিয় একটি পালিতা হরিণী বুকে তীরবিদ্ধ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু যে অবধারিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। অত্যধিক রক্তপাতের ফলে তার চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। জিভ শুষ্ক। সেই অবস্থাতেই সে তার ছানাকে চেটে আদর করবার চেষ্টা করছে। হরিণ শিশুটি একবার তার মায়ের কাছে আসছে এবং ভীষণ ভয় পেয়ে আবার ছুটে খানিকটা দূরে চলে যাচ্ছে। তার অস্থির দৌড়াদৌড়ির মধ্যে ঠিক সেই ব্যাকুলতাই প্রকাশ পাচ্ছে যা মায়ের ব্যথায় কাতর মানুষের শিশুর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়।
কণ্ব ও গৌতমী শোকে মুহ্যমান হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁদের কিছু করার বা বলার সামর্থ্য রইল না। শারদ্বত এগিয়ে যাচ্ছিলেন হরিণীটিকে তুলবার জন্য । কণ্ব এক হাত তুলে কেবল নিরস্ত করলেন তাকে।

তারপর সবাইকে নিয়ে ধীর পায়ে বেরিয়ে এলেন উপবন থেকে।
উপবন ফাঁকা হয়ে যেতেই একটা অশ্বত্থ গাছের পিছন থেকে বেরিয়ে এল সেই লম্বা ও শীর্ণ ব্রাহ্মণ ও তাঁর দুই মেয়ে। আশ্চর্যের বিষয় ব্রাহ্মণের পরিচ্ছেদ এখন সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে । উত্তরীয়, ধুতি ও উপবীতের বদলে তাঁর পরনে একটা কমলা রঙের পোষাক। পায়ে অদ্ভুত ধরনের জুতো। ছোট মেয়েটিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন - কমল, ভিডিও শীল্ডটা চালু করো এবার।

মেয়েরাও ততক্ষণে বল্কল ছেড়ে কমলা স্যুট পরে নিয়েছে। তাদের মধ্যে যে ছোট সে একটা কাঁচের পিরামিড বের করে মাটিতে রাখল। তৎক্ষনাৎ তার মধ্যে থেকে তড়িৎ-চৌম্বকীয় কলকেন্দ্র বেরিয়ে দশ মিটার ব্যাসার্ধে একটা গোল শীল্ড তৈরি করল। এর বাইরে থেকে কেউ উপবনে এলে আধঘন্টা আগে রেকর্ড করা একটা ফাঁকা জমির দৃশ্যই দেখতে পাবে। শীল্ডের ভিতর এখন যা হচ্ছে তা বাইরের লোকদের কাছে অদৃশ্য।

মেয়েদের বাবা বড় মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বললেন - টাইম এসকালেটরটা চালাও কাজল। বড় মেয়েটি কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির মত যন্ত্রে কি একটা সময় সেট করে কিছু বোতাম টিপে দিল। মেয়েদের বাবা হরিণী ও তার শিশুকে ছুঁয়ে রইলেন। হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই পুরো দলটা উপবন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

॥২॥

দলটাকে আবার দেখা গেল বাইশ শতাব্দীর একটি টাইম ট্রাভেল ল্যাবরেটরিতে। উজ্জ্বলভাবে আলোকিত ডায়াসে পাঁচজন প্রাণীর অবয়ব স্পষ্ট হতেই ল্যাবরেটরির অন্য মানুষরা হাততালি দিয়ে উঠল। কাজল ও কমল প্রথম ডায়াস থেকে ছোট ছোট লাফ দিয়ে নেমে এল নিচে। বড়জনের কোলে বসে নামল অবাক হরিণ শিশুটি। কাজল-কমলের বাবা মুমূর্ষু হরিণীকে নিয়ে নেমে এলেন সবার পরে।

ল্যাবরেটরি থেকে কমলা পোশাক পরা দুজন সার্জেন এগিয়ে এসে হরিণীর গা থেকে সাবধানে খুলে নিলেন তীরটা। তারপর আর সময় নষ্ট না করে দ্রুত একটা অটোম্যাটিক সার্জিকাল হিলার যন্ত্রের গহ্বরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়ে হরিণীকে। হলোগ্রাফিক স্ক্রিনের মাধ্যমে দেখা গেল ভিতরের ক্ষতগুলো ধুয়ে যাচ্ছে একটা হাই প্রেশারের তরল পদার্থে। সেই সঙ্গে নতুন দেহকোষ একটি একটি করে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিচ্ছে মাইক্রো-কম্পিউটার। সব মিলিয়ে মিনিট পঁচিশ লাগলো হরিণীর সুস্থ হয়ে বেরোতে।

বাইরে কাজল ও কমল নামে মেয়েদুটি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। হরিণী-হিলার যন্ত্র থেকে বেরোতেই তারা শিশুটিকে ছেড়ে দিল। শিশুটি লাফাতে লাফাতে মায়ের কাছে গিয়ে তার গায়ে গা ঘষতা লাগলো। কমল বলল - বাবা, আমরা এদের পুষব না?

কমলের বাবা বললেন - ওরা নিজেদের ঘরেই তো ভালো ছিল। তোরা যখন ইচ্ছে গিয়ে দেখে আসবি।

কমল বলল - ওদের যদি আবার কেউ মারে?

সার্জেন বললেন - নিষ্ঠুরতা একটা এমন জিনিষ যা নিজের মধ্যে থাকলে চোখে পড়ে না। অন্যেরটাই চোখে পড়ে। অ্যালম্যানাকটা দেখলে বুঝতে পারবে যে সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস হল এক এক করে নিষ্ঠুরতার রিচুয়ালগুলো ত্যাগ করার ইতিহাস। এই ক'দিন আগেও জাত, ধর্ম বা বর্ণ আলাদা বলে মানুষ অন্য মানুষকে নিজের সমবেদনা থেকে বঞ্চিত করেছে। একুশ শতাব্দীর শেষের দিকে সেগুলো আস্তে আস্তে চলে যায়। তারপর পৃথিবীর অন্যান্য বুদ্ধিমান প্রাণীও মানুষের সমবেদনার আওতায় চলে আসে। এখন আমরা কখনো তৃতীয় লেভেলের বুদ্ধিমান প্রাণীর অনিষ্ট করার কথা ভাবতেই পারি না। কিন্তু মনে রেখো সভ্যতার অগ্রগতি এখানেই থেমে যাবে না। তোমাদের ছেলেমেয়েদের দয়া-মায়া হয়ত আরো বেশী হবে। তারা হয়ত তোমাদেরও ভাববে নিষ্ঠুর।

টাইম ট্রাভেল ল্যাবরেটরির এসকালেটারটা যখন রি-সেট করা হচ্ছিল তখন সার্জেনরা কাজল-কমলের বাবাকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন- আমাদের প্রথম এক্সপেরিমেন্ট সফল হল ডক্টর সেন। তবে এই সবে শুরু। পুরো টাইম অ্যালম্যানাক পড়ে আছে আমাদের সামনে রিপেয়ারের অপেক্ষায়।

ডক্টর সেন একটু হাসলেন। এসকালেটারটা চালু হওয়া মাত্রই কাজল, কমল ও দুটি হরিণকে নিয়ে তিনি অদৃশ্য হলেন ডায়াস থেকে।

॥৩॥

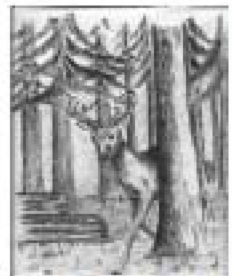

শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী। সরস্বতী নদীর তীরে বসেছিলেন ঋষি কণ্ব। গতকাল একটা অভাবনীয় কান্ড ঘটে গেছে। এক অবাধ্য রাজকুমার শকুন্তলার প্রিয় হরীনিকে তীরবিদ্ধ করে মেরে ফেলেছিল। এই আকস্মিক ধাক্কায় কণ্ব ও গৌতমীর মনে হয়েছিল যেন নির্মল উৎসবের দিনটি একেবারে কলুষিত। আশ্রমের বালক-বালিকারা ঘটনার মর্মান্তিকতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যভাবে কিছুক্ষন পরেই হরিণীকে তার শিশুর সঙ্গে উপবন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সবাই ছুটে গিয়ে দেখে তার ক্ষত একেবারে সেরে গেছে। একটু দাগ রয়ে গেছে শুধু। সে হৃষ্টমনে শিশুটিকে চাটছে - যেন কিছুই হয়নি।

এই অভূতপূর্ব ঘটনায় সকলেই চমৎকৃত। কেউ কেউ বললেন - কণ্ব-গৌতমীর পুণ্যের ফলেই হরিণীর পুনর্জন্ম হয়েছে। কেউ কেউ বললেন - দেবতাদের আশীর্বাদ। এর পর নতুন উদ্যমে ও হর্ষ-উল্লাসে আশ্রমের বার্ষিক উৎসব উদযাপিত হয়।

সরস্বতীর জলে নেমে দুই হাত ডুবিয়ে কন্যা তর্পণ করলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করে ধন্যবাদ জানালেন সেই দেবতাকে যিনি এই আশ্চর্য্য আনন্দের কাণ্ডটি ঘটালেন তাঁর আশ্রমে। অনির্বচনীয় এক প্রফুল্লতায় ভরে যাচ্ছিল তাঁর চিত্ত। তিনি মনে মনে বললেন - দেবতাদের প্রয়োজন কি? এমন দিন আসুক না যখন পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ে হবে আমাদের আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মত। স্নেহের বন্ধন অনুভব করে বিশ্বের যে-সমস্ত প্রাণী, তাদের শিশুদের নিষ্পাপ চোখে যেন কখনো বিষাদের ছায়া পড়তে না দেয় সেই অমৃতের সন্তান।

[illegible]

ছেড়ে চলে যেও না আমায়

সুস্মিতা মহলানবীশ

সুন্দরী তুমি আমার বাগিচায়
বসে আছ ঊর্দ্ধে মুখ তুলে -
শুভ্র কেশ কবরী ভেদ করে
পড়েছে বক্ষ জুড়ে।
চারিদিকে ফেলে গেছে
মধ্যরাতের মায়াবিনী
মাতাল করা সুগন্ধী ছড়িয়ে
উন্মত্ত করেছো আমায়।
দূরে সরে না থাকতে পেরে
উচ্ছ্বাসে জাপটে ধরি তোমায়।
তারপর - ধীরে ধীরে টেনে
আমার কুটিরে বন্দী করি,
শুইয়ে দিই টেবিলের 'পরে
চুম্বনে ও আঘ্রাণে পরিতৃপ্ত হয়ে
এক ভরা ঘটি জল দিয়ে
পদসেবা করি তোমায়।
সুন্দরী সুগন্ধী ছেড়ে চলে
যেও না আমায়।

I Believe....

Debashika Das

While looking out of the aircraft window at 31,000 feet above ground over Richmond, Virginia, I was still thinking about yesterday afternoon. I needed a break from my tedious software design envisioning sessions. Courtesy El Nino, the cold wind that pierces the skin like a thousand icy needles, winters have been brutal here in New York. Hence taking a walk outside was out of question. Idly, I picked up what looked like a magazine at first, and then as I read the memoir of the first Anniversary of the WTC crash, memories of that senseless fanaticism flooded my mind. T he twin towers, the pride of America had crumbled down, just like that and hundreds of innocent professionals lost their lives. It put the world in a state of turmoil as every body wanted to know about their kith and kin. Life came to a stand still and Americans became paralysed because of anger, frustration and pain, the loss was immense and had come to stay. I still feel numb and helpless. And what rattles my brain is a simple question- Why can't we live in peace and harmony? At once I walked down from my 33rd floor office at the World Financial Center and stood looking at the flowers and banners that now commemorate the disaster in terms of life, growth and above all faith. of human beings. That morning more civilians lost their lives than in the entire 30 years of IRA's insurgency.

The epitaph, that says ***"WE SHALL NEVER FORGET"*** *wreaks of hatred, pain and frustration of the Americans.*

But nothing prepares you for a day like 9/11. One is forced to ponder, why this blood bath in the name of religion. I am sure none of the divinities would like to be associated with human slaughter.

I am not a fanatic. I have probably enjoyed more Kobe beef than most Muslims I know. I was never anti-Christ or anti-Semitic. I am more of the tolerant because I understand that mutual tolerance and respect is the key to peace, prosperity and global development.

We must all agree and profess that violence only breeds violence. There is no perfect world, no perfect way of life and no perfect religion. The world is a small place, probably smaller than most of us would want to believe and therefore we must behave and think like a global citizen.

I believe in building a world that is free from fear, persecution and free from the threat of violence.

মধ্যবর্তী

গীতা সেন

বাংলা সাহিত্য জগতে গীতা সেন আজ একটি উজ্জ্বল নাম। ওনার লেখা বিভিন্ন উপন্যাস ও ছোট গল্প নিয়মিত প্রকাশিত হয় **বর্তমান, দেশ** ইত্যাদি পত্রিকায়, যা পাঠকদের যোগান দিয়ে থাকে অপূর্ব রস ও সাহিত্যের স্বাদ। বর্তমানে দীর্ঘদিন শান্তিনিকেতনে অবস্থিত গীতা সেনের জন্ম রংপুর জেলায় (বাংলাদেশ)। খুবই ছোটবেলায় শিশু সাহিত্য পত্রিকা থেকে লেখার হাতেখড়ি, প্রেরণার উৎস প্রথমে দাদা - লেখক অমিয় মিত্র, ও পরে স্বামী শ্রী সুশোভন সেন এবং পুত্রকন্যা। এবার শারদীয়া অঞ্জলীকে দিয়েছেন এই ছোট্ট উপাখ্যানটি।

ঠিক সময়েই ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে পৌঁছে গেল দেবদত্ত আর নন্দী। একটু পরেই হৈ হৈ করে ওদের বন্ধু বান্ধবীরা এসে পৌঁছোলো। ওরাই আজ দু'পক্ষের কর্তা। নন্দীর বান্ধবী নীলার বর শেখর একরকম জোর করেই নিজের বিয়ের গরদের পাঞ্জাবীটা পরিয়ে দিয়েছে দেবদত্তকে। ধাক্কাপাড় ধুতিখানা দেবদত্তর বন্ধু সুগতর। পায়ে কোলাপুরী চটিজোড়াই একমাত্র নতুন। গতকালই কিনে দিয়েছে নন্দী। দেবদত্তর আপত্তিকে আমল না দিয়ে শাসনের সুরে বলেছে, 'তোমার কোন আপত্তি আমি শুনবো না। ছেঁড়া চটি পরে বিয়ে করতে গেলে সবাই কি ভাববে বলো তো?' নীলা তার বিয়ের বেনারসিটা পরিয়ে দিয়েছে নন্দীকে। কপালে সূক্ষ্ম চন্দনের কারুকার্য, খোঁপায় বেলফুলের মালা, সব মিলিয়ে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো নন্দীকে। কিন্তু মুখখানা ওর শ্রাবণী পূর্ণিমার মত বিষণ্ণ। দেবদত্তর ধারণা ছিল নন্দী আজ খুশীতে ঝলমল করবে। কিন্তু কেন এমন হ'ল? ওরা দুজনেই তো এইদিনটির অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে ছিলো এতদিন। কত স্বপ্নের জাল বুনেছে ভবিষ্যতের জন্য। গতকালও তো ওর চোখে মুখে খুশী উপচে পড়ছিলো। আজ হঠাৎ ওর এমন পরিবর্তন কেন? তবে কি এই বিয়ে নিয়ে কোন দ্বিধা বা সংশয় আছে? কারণটা জানতে ইচ্ছে করলেও কোন প্রশ্ন করলো না ও। এখন আর জেনেই বা কি হবে? পিছিয়ে যাবার তো কোনও উপায় নেই। বর্ষণক্লান্ত দিনের মত বিষাদময় হয়ে উঠলো ওর মন।

এই বিয়েটা আজ থেকে তিন বছর আগেই হয়ে যাওয়ার কথা ছিলো- কিন্তু হয়নি। তার কারন ছিল দু'পক্ষের আর্থিক অসঙ্গতি। ওরা দুজনেই নিজেদের অভিভাবকদের বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু ফল কিছুই হয়নি। দেবদত্তর বাড়ীর আপত্তি ছিল বিরাট বড়লোকের মেয়ে বলে আর নন্দীর বাড়ীর আপত্তি ছিল মধ্যবিত্ত ঘরের সামান্য চাকুরে ছেলে বলে। এরপর ওরা নিজেরাই দেখা সাক্ষাৎ করা বন্ধ করে দিয়েছিলো, ভেবেছিলো দেখা না হ'লে হয়ত দুজন দুজনকে ভুলতে পারবে। দেখা না হলেও দুজনেই দুজনের খবর নিতো নীলার মাধ্যমে। বছরখানেক কেটে গেল। একদিন নীলাই এসে খবর দিল দেবদত্তকে নন্দীর বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। পাত্র নামী দামী ইঞ্জিনিয়ার- বিদেশবাসী।

বিয়ের মাস তিনেক পরেই দু'চোখ ভরা জল নিয়ে স্বামী ইন্দ্রাশিসের সঙ্গে চলে গেল আমেরিকায়। শূন্য হয়ে গেল দেবদত্তর সমস্ত ভুবন। নন্দীর সঙ্গে দেখা না হ'লেও ও জানতো, এই শহরেই নন্দী আছে। তার হাসির শব্দ, সঘন নিঃশ্বাস, চুলের সুবাস সবই তো মিশে আছে এই শহরের আলোহাওয়ায়। এই শহরে নন্দী নেই ভাবতেই বুকের ভেতরটা হয়ে যায় ফসলহীন খাঁ-খাঁ করা শূন্য ধান ক্ষেতের মত। ভাঙাচোরা মনটাকে বয়ে নিয়ে কোনমতে দিন কেটে যাচ্ছিল ওর। জীবনের সব অঙ্ক তো মেলে না, একথা ভেবেই নিজেকে সান্ত্বনা দিতো। যন্ত্রচালিতের মত সব কাজই করে যেতে হয় কিন্তু তাতে প্রানের সাড়া মেলে না। নন্দী হয়তো নতুন জীবনের ব্যস্ততায় দিনান্তে একবারও মনে করে না ওকে। ক্রমশ, দেবদত্ত নামক মানুষটার স্মৃতি তার কাছে ধূসর হয়ে আসবে তারপর একেবারে মিলিয়ে যাবে। দেবদত্তর মনে নন্দী নামের মেয়েটি চিরকালই শুকতারার মত জ্বলজ্বল করবে। এতে যে শুধু কষ্টই বাড়বে, কোন সমাধান হবেনা, সে কথা বুঝেও নিজের মনকে বোঝাতে পারে না। নন্দীর খবরের জন্য উতলা হয়- নীলার কাছে জানতে চায় 'নন্দী কেমন আছে?' নন্দী ভাল আছে জানলেই শান্ত হ'ত ওর মন।

নীলা আর শেখর মাঝে মধ্যেই আসত দেবদত্তর অফিসে। নন্দীর সাথে ওদের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল, তাই দেবদত্ত নিজেও প্রত্যেক সপ্তাহে ওদের বাড়িতে যেত। নন্দীর স্বামীটির স্বভাব কেমন, ও সুখে আছে কিনা, খুব জানতে ইচ্ছে করতো। একদিন নীলাকে জিজ্ঞেস করেই ফেললো-'নন্দী বড় শান্ত স্বভাবের মেয়ে, ওর কোন কষ্ট নেই তো ওখানে? ওর হাজব্যান্ড লোকটি কেমন? ওখানে গিয়ে নিজেকে ও মানিয়ে নিতে পেরেছে তো?'

-'হ্যাঁ, হ্যাঁ, এত চিন্তা করছো কেন? ওখানে ও ভালোই আছে।' শেখর হাসতে হাসতে বললো।

-'তোমাকে তো বলা হয়নি--নন্দী কি লিখেছে জানো? ওর স্বামী ইন্দ্রাশিস ওর সুখ সুবিধের দিকে সবসময়ই খেয়াল রাখে। ওর স্বভাব নাকি খুবই ভাল, ভদ্র ও বিনয়ী। তবু নন্দীর মনে সুখ নেই।'

- 'কেন, সুখ নেই কেন? এত ভাল স্বামী পেয়েছে, এত ভালবাসে, এত স্বাধিনতা তবু'.. কথা শেষ করে না দেবদত্ত, ওর চোখে মুখে একটি বিষাদ ফুটে ওঠে।

'ঐখানেই তো ট্র্যাজেডি, দেবদত্ত। অত কিছু পেয়েও ইন্দ্রাশিসকে ও কিছুতেই ভালবাসতে পারছেনা।

নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করে ভালবাসার অভিনয় করে যেতে হচ্ছে। আমারও ওর জন্যে খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এ সমস্যার তো কোন সমাধান নেই।'

দেবদত্ত নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। বুকের মধ্যে উথাল পাতাল একটা ব্যথার ঢেউ আছড়ে পড়ছে। তবু স্বাভাবিক হ'তে চেষ্টা করে বলে-'আমার কি মনে হয় জানো নীলা, বিয়ে যখন হয়েই গেছে, তখন..'

-'মানিয়ে নেবার কথা বলছো তো? ও কিন্তু চেষ্টা করছে। কিন্তু কিছুতেই পারছে না। চিঠিটার কিছুটা তোমায় পড়ে শোনাচ্ছি, তাহ'লেই বুঝবে ও কতখানি চেষ্টা করছে, শোন- 'ইন্দ্রাশিস এমন একজন মানুষ, যাকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। আমি বোধহয় ওর ওপর অবিচার করছি। কিন্তু নিজের মনটিকে কিছুতেই বশে আনতে পারছি না। দেবদত্তকে ভুলবো বলে অনেক আগে থেকেই ওর সাথে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলাম। তবু আজও ভুলতে পারলাম না। এখানে এসে যেন আমি হাসতে ভুলে গেছি, ইন্দ্রাশিস একদিন হাসতে হাসতে বলেছিলেন-'বিয়ের সময় তোমার মা বলেছিলেন তুমি নাকি ভীষণ চঞ্চল আর হাসিখুশি। এতদিনে আমি তো তার কোন প্রমাণ পেলাম না। সব সময়ই দেখি তোমার মুখখানা গম্ভীর। আমি তোমার মুখে হাসি দেখতে চাই নদী, কিন্তু তুমি কখনই হাস'না। কেন বলোতো?'

আমি অনেক কষ্টে হেসে বলেছিলাম, - কে বললো আমি হাসি না, এই তো হাসছি। 'অমন কৃপণের মত হাসি আমার ভালো লাগে না। আমি তোমার খুশি ঝলমল হাসি দেখতে চাই, কেমন খুশি জানো? 'কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া, রামধনু আঁকা পাখা উড়াইয়া দিব রে পরান ঢালি। নয়তো, হেসে জল-থল খেয়ে কলকল তালে তাল দিবো তালি। বুঝলে?'- দু' হাতে ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো। আমি কি বোলবো ভেবে না পেয়ে বলেছিলাম- সত্যি এখানে এসে কেমন যেন বদলে গেছি। ও কি বলল জানিস?- তুমি ইন্ডিয়ান নদী তো, এখানে এসে ডোবা হয়ে গেছো। ঠিক বলিনি? আমি সহজ হবার জন্যে বললাম- ভাগিস তুমি লেখোনা, নইলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়দের ভাত মারা যেত'। -'সত্যি নদী, আমার মধ্যে যে এমন ভাব লুকিয়ে আছে আগে বুঝিনি। সেই ভাব আরও উথলে উঠবে যদি আমার মরা নদীতে বান ডাকে।' আস্তে-আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো,-'মা-বাবার জন্যে মন কেমন করে, তাইনা? দেশের কথা মনে পড়ে। আমি বুঝি, সেই জন্যেই তুমি হাসতে পারো না। এ দেশে আসার পর প্রথম-প্রথম আমারও অমনি হ'তো। এখন সয়ে গেছে। কিছুদিন কেটে গেলে দেখবে, তোমারও তাই হবে। দু'টো বছর বিদেশ বিভুঁয়ে কষ্ট করে কাটিয়ে দাও। তারপর লম্বা ছুটি নিয়ে দেশের পথে পাড়ি দেবো। দেশে অর্থাৎ কলকতায় গিয়ে, লেকের ধারে বাদামগাছের ফুচকা আর গোবিন্দদার ঝালমুড়ি খেতে খেতে গলা ছেড়ে গাইবো-ও আমার দেশের মাটি--- কেমন মজা হবে বলো তো?' ''আচ্ছা নীলা, ইন্দ্রাশিসকে এভাবে ঠকানো কি আমার উচিত হচ্ছে? আমি বুঝতে পেরেছি, দেবদত্তকে একেবারে ভুলে যেতে না পারলে ইন্দ্রাশিসকে কোনদিনই ভালবাসতে পারবো না। কিন্তু দেবদত্তকে একেবারে ভুলে যাওয়া কি সম্ভব হবে আমার পক্ষে?'' চিঠি পড়া শেষ করে নীলা বললো, 'নদী যে ইন্দ্রাশিসকে ভালবাসতে চেষ্টা করছে সেটা বুঝলে এই চিঠি শুনে?'কোন উত্তর দিল না দেবদত্ত। বুকের মধ্যে একটা অদ্ভুত কষ্ট যেন টনটনিয়ে উঠলো। ও নিজেও তো নদীকে ভুলতে অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু পেরেছে কি? স্মৃতির জোনাকিগুলো মনের অন্ধকারে মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে, তখন ইন্দ্রাশিসের প্রতি কেমন যেন একটা ঈর্ষা হয় ওর। আজ হয়তো ইন্দ্রাশিসকে ভালবাসতে পারছে না নদী কিন্তু একদিন না একদিন ইন্দ্রাশিসের ভালবাসার কাছে ওকে হার মানতেই হবে। সেদিন ওর মনের কোথাও থাকবে না দেবদত্তর অস্তিত্ব। সেদিন দেবদত্তরও হার মানতে হবে ইন্দ্রাশিসের কাছে। ইন্দ্রাশিসের মত রূপ, গুণ না থেকেও যদি ওর শুধু বিত্ত থাকতো তাহলে হয়তো আজকের ছবিটা অন্য রকম হতো।

-'কি ভাবছো দেবদত্ত?' নীলার কথায় সম্বিৎ ফিরে পেলো দেবদত্ত, বলল- 'না তেমন কিছু না। আমার মনে হয়, ইন্দ্রাশিসের মত স্বামীকে নদীর ঠকানো উচিত নয়। আমি এখন চলি নীলা।' ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো দেবদত্ত। নীলা ওর মনের কথা বুঝে আর বাধা দিলো না। শেখর ইশারায় বললো, 'ওকে বাধা দিও না, যেতে দাও।'

অনেক দিন নদীর চিঠি পায়নি নীলা। তাই ওর কোন খবর জানা নেই নীলার। মনে মনে অভিমান হলেও এই ভেবে স্বস্তি পেয়েছে যে, নদী হয়তো মেনে নিয়েছে ওর নতুন জীবনকে। দেবদত্তও নীলাকে ফোন কোরে কোন খবর পেলো না নদীর। ও ভাবলো, নদীর মনের জগৎ থেকে নিশ্চয়ই সে হারিয়ে গেছে। ইন্দ্রাশিসের ভালবাসার জোয়ারে সে ভেসে গেছে, তলিয়ে গেছে, অতিতের দিনগুলো অদৃশ্য হয়ে গেছে তার কাছে। এটাই তো হওয়া উচিত। একথা সে মুখেও সবসময় বলে, কিন্তু সতিাই কি সে তাই চায়? তবে কি ও মনে মনে হিংসা করে ইন্দ্রাশিসকে?

হঠাৎ একদিন নীলা এলো দেবদত্তর অফিসে। আজ হয়তো নদীর চিঠি এসেছে, তাই জানাতে এসেছে নীলা। চোখে মুখে আশার আলো ফুটে উঠলো। কিন্তু না, নিরাশ হ'তে হ'ল ওকে। -'কোন খবর নেই, আজ তিন মাস হয়ে গেল নদী একটাও চিঠি লেখেনি। কান ইউ ইম্যাজিন?'

-'হয়তো ওদের দুজনের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।' চোখে মুখে চিন্তার ছাপ দেবদত্তর।

-'ওসব কিছু না। ঘুচিয়ে সংসার করছে নিশ্চয়ই, তাই আমাদের কথা ভাববার সময় নেই তার। মনেই পড়ছে না।' ক্ষুব্ধ গলায় বলে নীলা।

-'তাই যদি হয়, সে তো ভাল কথা। আমাদের রাগ করা উচিত নয়। এটাই তো স্বাভাবিক।'

-'এবার তুমি একটু নিজের কথা ভাবো দেবদত্ত। এতদিন তো শুধু নদীর কথাই ভাবলে, চেহারাখানি কি আয়নায় দেখেছো কখনও?'

ম্লান হেসে দেবদত্ত বললো, 'না, তার আর দরকার হয়নি।'

-'চলো, আজ আমরা একসাথে ডিনার করবো। শেখর তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে।'

একরকম জোর করেই দেবদত্তকে অফিস থেকে বের করে নিয়ে যায় নীলা।

সেদিনের পর আরও কয়েকটা মাস কেটে গেছে। মাঝে মাঝেই দেবদত্ত একটা ক্ষীণ আশা নিয়ে নীলাদের বাড়ীতে যায় কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে আসে। কোন চিঠি আসেনি নদীর। চিঠি লেখার সময় না পাক, একটা ফোন তো করতে পারে। একটা অবুঝ অভিমানে মনটা ভারী হয়ে যায় ওর। এরপর সপ্তাহ খানেক আর যায়নি ও নীলাদের বাড়ীতে। সেদিন অফিস ছুটি হওয়ার মুখেই নীলা আর শেখর এলো

দেবদত্তর অফিসে। ওদের দু'জনকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো দেবদত্ত, বললো-'কি সৌভাগ্য, একেবারে মেঘ না চাইতেই জল। মনে হচ্ছে কোন প্রোগ্রাম আছে আজ, সন্ধ্যেটা তাহলে ভালই কাটবে। ওরা চুপ করে আছে। চোখ মুখ থমথমে- একটা অজানা আসঙ্কায় বুকটা কেঁপে উঠলো দেবদত্তর।

-'কি হোল, তোমরা চুপ করে আছো কেন? নলীর কিছু হয়নি তো? ও ভালো আছে তো?'

-'নলী ভাল আছে, কিন্তু..'

-'কিন্তু কি নীলা? আমার ভীষণ ভয় করছে। চুপ করে আছো কেন?' উদ্বেগে গলা কাঁপে দেবদত্তর। খুব ধীর গলায় নীলা বলে, -'ভেরি স্যাড নিউজ দেবদত্ত। কার এক্সিডেন্টে ইন্দ্রাশিস মারা গেছে।' সমস্ত পৃথিবীটা দুলে উঠলো দেবদত্তর সামনে। 'ও গড!' ব'লে ধপ করে বসে পড়ে চেয়ারে।

শেখর বললো, 'নলীর মা নীলার অফিসে কিছুক্ষন আগে ফোন করেছিলেন।'

-'এই বিপদের সময় নলী ওখানে একা, কি ভাবে ওর দিন কাটছে ভাবতে পারছি না।' গলা কাঁপছে দেবদত্তর। অস্থির হয়ে উঠলো ও। শেখর ওর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললো- 'অত অস্থির হয়ো না দেবদত্ত। সব ব্যবস্থাই করা হয়েছে। আগামীকাল সকালের ফ্লাইটে নলী আসছে। আমাদের দু'জনকে নলীর বাবা-মা ওঁদের সঙ্গে এয়ারপোর্টে যেতে বলেছেন।' উত্তেজনায় উঠে দাঁড়িয়ে শেখরের হাত চেপে ধরলো দেবদত্ত, -'আমিও আপনাদের সঙ্গে যাবো।' দেবদত্তর পিঠে হাত রেখে শেখর বললো, -'না দেবদত্ত, আমার মনে হয় এ সময় নলী তোমাকে দেখলে আরো ভেঙে পড়বে। তাছাড়া ইন্দ্রাশিসের বডি আসছে ওর সঙ্গে। দু'বাড়ীর লোকজনই এয়ারপোর্টে থাকবে। নলীর বাবা মা তোমার যাওয়াটা খুব একটা ভাল চোখে দেখবেন না বলেই আমার ধারণা। তোমার মনের অবস্থা আমরা বুঝতে পারছি কিন্তু নিরুপায়।'

শেখর ঠিক কথাই বলছে দেবদত্ত, কিছুদিন যাক, নলী নিজেকে একটু সামলে নিক তারপর তুমি ওর সঙ্গে দেখা ক'রো। সেটাই ভাল হবে।' নীলার দিকে একটা শুন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল দেবদত্ত, তারপর হতাশ গলায় বললো, 'তারপর কি আর নলীর সঙ্গে আমার দেখা হবে? ওদের বড়ীতে আমার প্রবেশ নিষেধ।' -'আমার বড়ীতে তো তোমার প্রবেশ নিষেধ নেই। আমি কথা দিচ্ছি, আমার বাড়ীতেই তোমার নলীর সঙ্গে দেখা হবে।' নীলার একথার জবাবে আর কিছু বলতে পারে না দেবদত্ত। বহু কষ্টে নিজেকে সংযত করলো। সত্যি তো, উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগে সে অবুঝ হয়ে গেছে।

নীলার কাছেই নিয়মিত নলীর খবর পায় দেবদত্ত। নলী নাকি একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। দিনরাত কি যেন ভাবে। জানলার ধারে বসে শূন্য দৃষ্টি মেলে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে। নীলা আর শেখর দু'একদিন বাদে বাদেই ওদের বাড়ীতে যায়। ওকে নিয়ে বাইরে কোথাও যেতে চাইলে রাজি হয়না ও। নলীর বাবা ভেবেছিলেন কিছুদিন কেটে গেলে ধীরে ধীরে নলী স্বাভাবিক হবে। তখন একটি ভাল ছেলে দেখে ওর বিয়ে দিয়ে দেবেন। আজকাল তো এমন কতই হ'চ্ছে। কিন্তু বছর খানেক কেটে যাবার পরও নলী স্বাভাবিক হ'লো না। নলীর বাবা তখন দিশেহারা, ভাবলেন কোনো কাজের মধ্যে থাকলে বোধহয় ওর কিছুটা পরিবর্তন হবে। তাই একটা নার্সারী স্কুলে ওর চাকরীর ব্যবস্থা করে দিলেন। এতে কোন আপত্তি করলোনা ও, বরং খুশি হ'লো।

নীলা অনেকবার চেষ্টা করেছে দেবদত্তর সাথে দেখা করিয়ে দেবার, কিন্তু ও রাজী হয়নি। একথা দেবদত্তকে জানিয়েওছে নীলা। মনে মনে আহত হ'লেও অপেক্ষা করতে থাকে ধৈর্য্য ধরে। নীলাও সুযোগ খোঁজে কিভাবে দেখা হবে ওদের। অনেক ভেবে চিন্তেই শেখরের জন্মদিনে নেমনতন্ন করলো নলী আর দেবদত্তকে। নেমতন্নর কথা শুনে নলী বললো-'অনেক লোককে বলেছিস নাকি?' নীলা হেসে বললো-'অনেক লোককে বলিনি, শুধু তোকে আর দেবদত্তকে বলছি।' আতঙ্কিত নলী বলে, 'দেবদত্তকেও বলেছিস নাকি?'

-'হ্যাঁ বলেছি, সেই কবে থেকে তোকে একবার দেখার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে নলী বলে, 'কি লাভ, আমার তো মনেহয় দেখা না হওয়াই ভাল।'

-'তুই কি ভীষণ নিষ্ঠুর এ নলী।' রাগত গলায় নলী বলে।

-'হয়তো তাই'। নলী জানে নীলা ওদের দুজনের ভাঙা সম্পর্ককে জোড়া দেবার আপ্রান চেষ্টা করছে। কিন্তু তা কি আর হয়? নীলা কিছুতেই বুঝতে চাইছে না এ সম্পর্ক আর জোড়া লাগবে না।

নীলার বাড়ীতে নলী আসছে, আর সেখানে দেবদত্ত ও নিমন্ত্রিত। একটা অনাবিল সুখের জোয়ার ছেয়ে গেল ওর মনে। কিন্তু মনের কোণে কোথায় যেন একটা অস্বস্তির কাঁটা খচখচ্ ক'রে বিঁধতে থাকলো। এতদিন পর নলীর সাথে দেখা, প্রথমে কিভাবে কথা শুরু করবে সে? ও'র বিষণ্ণ করুণ মুখের দিকে কি করে তাকাবে? ইন্দ্রাশিসের অকাল মৃত্যুর জন্য কি দুঃখ প্রকাশ করবে? কোন সান্ত্বনা দেওয়া কি উচিত হবে? এই সব নানা কথা ভাবতে ভাবতেই এসে গেলো দিনটি।

একবুক উৎকণ্ঠা ও ভারী আশা নিয়ে নীলার বাড়ীর কলিংবেল এ হাত রাখলো। দরজা খুলে দিয়ে শেখর উৎফুল্ল গলায় বললো, -'এসো এসো, তোমার জন্যই ওয়েট করছি আমরা। তুমি বোসো, আমি ওদের খবর দিচ্ছি। বিকেল থেকে দুই বান্ধবী মিলে আমার জন্য কেক তৈরী করছে।' শেখর ভেতরে চলে গেল। ডিসেম্বরের শীতেও বসে বসে ঘামতে লাগলো দেবদত্ত।

নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে এখন। নলীর মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রাণপনে সাহস সঞ্চয় করতে লাগলো ও। প্রথমে ঘরে ঢুকলো নীলা, অনুযোগের সুরে বললো-'এতো দেরী করলে কেন? আজ তো তোমাকে ছুটি নিতে বলেছিলাম।'

সামান্য হেসে বললো দেবদত্ত- 'ছুটি তো নিয়েছিলাম, কিন্তু শহর সুদ্ধ সবাই তো ছুটি নেয়নি, তাই অফিস ছুটির সময় রাস্তায় যা জ্যাম- বুঝতেই পারছো আটকে পড়েছিলাম। শেখর কোথায় গেলো?'

-'তিনি এখন বাথরুমে ঢুকেছেন। সান্ধ্য স্নান না হ'লে সাহেব আবার ডিনার টেবিলে বসতেই পারেন না। একঘন্টা তো লাগবেই। আমার রান্নাটা একটু বাকী আছে। তুমি একা একা বোর হবে কেন? নলীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, ওর সাথে গল্প কর।' তারপরই নলীর উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে নীলা, -'এই নলী, কি হ'ল? এখানে আয় না বাপু! দেবদত্ত কি একা একা বসে থাকবে নাকি?' রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো নীলা।

ধীর পায়ে নলী এসে ঘরে ঢুকলো। সমুদ্রের হাজার ঢেউ আছড়ে পড়লো দেবদত্তর বুকে। কত রোগা হয়ে গেছে ও। সাজতে খুব ভালবাসতো নলী।

আর একেবারে সাদহীন। আগের নলীর সাথে আজকের নলীকে মেলাতে পারলো না কিছুতেই। ঘন বর্ষার দিনের মেঘলা আকাশের মত একটা বিষণ্ণতায় ম্লান ওর মুখখানা। মুখ নীচু করে বসে রইলো ও। দু'জনেই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলো। সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে আছে ওদের দু'জনের মাঝখানে। দেবদত্তই প্রথম কথা বললো, -'নীলার কাছে শুনলাম তুমি নাকি একটা স্কুলে কাজ করছো।'

-'হ্যাঁ, বাড়ীতে বসে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম তাই-----'

-'ভালোই করেছো, আমার মনেহয় পড়াশোনাটা যদি আবার আরম্ভ করতে পারো তবে---'

এবার মুখ তুলে তাকালো নলী, - 'আমিও সে কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করো, কিছুতেই মন বসাতে পারছি না। কোন' কিছুই আমার ভাল লাগেনা, দেবদত্ত।' আবেগে রুদ্ধ হয়ে এলো নলীর গলার স্বর।

-'এত ভেঙে পড়লে চলবে না নলী। ভাগ্যের ওপর মানুষের কোন' হাত নেই। মনকে শক্ত করো।'

-'চেষ্টা তো করছি, কিন্তু কিছুতেই পারছি না। একটি কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনা- ইন্দ্রাশিসের মত মানুষকে আমি দিনের পর দিন ঠকিয়েছি। অনেক চেষ্টা করেও ওকে আমি ভালোবাসতে পারিনি। শুধু ভালোবাসার ভান করেছি। ও যদি আমাকে পাগলের মত ভাল না বাসতো, তাহ'লে হয়ত এমন অপরাধ বোধে ভুগতাম না। ও যে হঠাৎ এ ভাবে চলে যাবে তা কে জানতো!' জলভরা দুটি চোখ দেখে দেবদত্তর চোখদুটিও সজল হয়ে উঠলো।

-'শুধু শুধু তুমি কষ্ট পাচ্ছো নলী, ইন্দ্রাশিসকে তুমি ভাল না বাসতে পারলেও দুঃখ তো দাওনি। মানুষ মাত্রই পরিস্থিতির শিকার। ইন্দ্রাশিস এভাবে চলে না গেলে একদিন নিশ্চয়ই ও তোমের ভালবাসা পেতো। এভাবে দিনরাত চিন্তা করলে, তুমি যে অসুস্থ হয়ে পড়বে।'

শেখর ঘরে ঢুকলো, -'এ কি, এ ঘরের পরিবেশ এত থমথমে কেন? আমার জন্মদিনে তোমরা মুখ ভার করে থাকবে, তা হবে না। এবার চলো ডাইনিং টেবিলে, নীলা আমাদের জন্যে ওয়েট করছে। ডিনারের পর নলীর গান, দেবদত্তর আবৃত্তি আর নীলার গিটার শোনা হবে। আমিই থাকবো একমাত্র শ্রোতা। চলো, চলো, খিদেয় আমার পেট জ্বলে যাচ্ছে।' দুহাতে দুজনের হাত ধরে টানতে টানতে ডিনিনিং টেবিলে নিয়ে এলো শেখর।

আস্তে আস্তে নলী অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে এলো। শেখর আর নীলা ওদের দুজনকে সঙ্গে নিয়েই মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বেড়াতে যায় ছুটির দিনে। কখনও ডায়মণ্ড হারবার, কখনও সবুজ দ্বীপ, কখনও মুর্শিদাবাদ। নলীর মুখে হাসির ঝলক দেখা যায় মাঝে মাঝে। কখনও কখনও দু'এক কলি গান ও শোনা যায় ওর গলায়। ওকে দেখে খুশীর ঢেউ ওঠে দেবদত্তর মনে। দু'এক দিন ওরা দু'জনে একসঙ্গে সিনেমায়ও গেছে। সারা দিন একসঙ্গে ঘুরেছে, নানা প্রসঙ্গ নিয়ে গল্পও করেছে, কিন্তু ইন্দ্রাশিসের প্রসঙ্গ একবারও তোলেনি কেউ। হয়ত স্মৃতির ক্ষতে প্রলেপ পড়েছে নলীর, একথা ভেবে মনে মনে স্বস্তি পেয়েছে দেবদত্ত। একদিন সাহস করে বলেই ফেললো দেবদত্ত, - 'একটা কথা আমার প্রায়ই মনে হয়--- তোমারও কি মনে হয়?' হেসে ফেলে নলী বলে, -'আচ্ছা মুশকিলতো, কি কথা না জেনে কি করে বলবো?'--'কথাটি হ'ল আমাদের জীবনে যে ঘটনাটা ঘটা উচিত ছিল কিন্তু ঘটেনি, সেটা যদি এখন --- তোমার কি মনে হয়?'

-'আমারও যে এ কথা মনে হয়নি, তা নয় কিন্তু আমরা কি সুখী হ'তে পারবো?'

-'কেন পারবো না? আমরা তো এখনও দুজনে দুজনকে ভালবাসি।'

-'মনের দিক থেকে আমি যে বড় দুর্বল, দেবদত্ত। তাই আমার ভীষণ ভয় করে। আমি তো আগের নলী নেই-- আমার একবার বিয়ে হয়েছিল--- তার ওপর আমি বিধবা।'

-'ওসব কথা আমি ভাবি না। তুমি আমার কাছে আগে যা ছিলে, এখনও তাই আছো। শুধু তুমি একবার হ্যাঁ বলো।'

-'আমাকে একটু ভাবতে সময় দাও, এই মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারছি না।'

এবারেও ওদের দুই পরিবারের মত পাওয়া গেলো না। শেষ পর্যন্ত ওরা সিদ্ধান্ত নিলো দুই পরিবারের অজ্ঞাতেই শুধু মাত্র সইয়ের মাধ্যমেই ওরা স্বামী-স্ত্রী হবে। কোন' অনুষ্ঠান হবে না। শুধু কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু বান্ধব নিয়ে একটা ভালো রেষ্টুরেন্টে কিছু খাওয়া দাওয়া ও ছবি তোলা হবে।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস থেকে ওরা সবাই এসে 'নিরালা' রেষ্টুরেন্টের একটা সুসজ্জিত টেবিলে বসলো। শেখরই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। দেবদত্তর সহকর্মী রণজিৎ সাহা ফিস ফ্রাই কামড় দিতে দিতে বললো-'একেই বলে ভাগ্য। কোথায় পাত পেতে পেট পুরে পোলাও মাংস খাবো, তা নয় রেষ্টুরেন্টে বসে বিয়ের নেমন্তন্ন খাচ্ছি। দেবদত্তটা সব মাটি করে দিলো।' সমর্থন করলো রনজিতের বউ ঋতা- 'ঠিক বলেছো, বিয়ে বাড়ীতে হাঁক-ডাক, সানাইয়ের সুর না থাকলে কেমন যেন পানসে পানসে লাগে।'

-'শুধু হাঁক ডাক সানাই নয়, কোমরে গামছা বেঁধে পরিবেশন না করলে মনেই হয়না বিয়ের নেমন্তন্ন খাচ্ছি।' দেবদত্তর আর এক সহকর্মী মনিময় বললো।

উঠে দাঁড়ালো নীলা, 'হে ভদ্রমহোদয়, অনুগ্রহপূর্বক আমার কথাটা শুনুন। আজকাল অত্যন্ত গ্রাম ছাড়া কেউ কোমরে গামা বেঁধে পরিবেশন ক'রে খাওয়ায় না। স্যুট, বুট, টাই পরিহিত ক্যাটারার কর্মীরাই যন্ত্র-মানবের মত পরিবেশন করে খাওয়ায়। আমাদের বিশিষ্ট বন্ধুবর নিশ্চয়ই এ কথা জানেন।'

সকলে একসঙ্গে হেসে উঠলো। হার মানতে চায় না মনিময়, -'তাহলেও বাড়ীর লোকজন অন্ততঃ বারিত দিয়ে যান, এটা খান, ওটা খান বলে অনুরোধ করেন। সেটাও তো কম পাওয়া নয়।'

শেখর এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল, এবার উঠে দাঁড়িয়ে, হাত জোড় করে বললো, 'ও, এই কথা। এই আক্ষেপ আমি দূর করে দিচ্ছি। আমিই বরের মাসি, কনের পিসি হয়ে সেই ভূমিকা পালন করছি। যার যা লাগবে, নিজের বাড়ী মনে করে সব চেয়ে চিন্তে নেবেন। ত্রুটি হলে মার্জনা করবেন।' সমস্বরে সবাই হাসতে থাকে।

নলীর স্কুলের এক সহকর্মী উপমা এবার উঠে দাঁড়ালো, 'আপনারা সবাই এবার ভেবে দেখুন, যে বিয়েবাড়ীতে 'বুফে' সিষ্টেমে খাওয়ানো হয়, সেখানে তো আপনা হাত জগন্নাথ। কেউ সাধাসাধি করে খাওয়ায় না। সুতরাং শেখরবাবু, আপনি অযথা

দাঁড়িয়ে কষ্ট করছেনেনা। বসে পড়ুন। দক্ষিণ হস্তের ক্রিয়াটা সম্পন্ন করুন।'

রণজিতের স্ত্রী দমবার পাত্রী নয়। এবার সে বলে উঠলো, -'ঠিক আছে ও ব্যাপারটা না হয় ছেড়েই দিলাম এটা তো আপনারা সবাই মানবেন, শাঁখ, উলু, পুরুতের মন্ত্রপাঠ না থাকলে বিয়ে হ'ল বলে মনেই হয় না।' অস্বস্তিতে নদীর চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। দেবদত্তর মুখে জোর করে আনা অপ্রস্তুত হাসি। শেখর ওদের দুজনের অস্বস্তি দেখে সামলে দিতে চেষ্টা করলো,- 'আপনারা কোন্ যুগে পড়ে আছেন বলুন তো? আমার তো বেশ লাগছে। কোন ঝুট-ঝামেলা নেই, কেমন সুন্দর ছিম-ছাম ভাবে বিয়েটা হয়ে গেল।'

মনিময়ের স্ত্রী সুস্মিতা চুপ করেই ছিল, হঠাৎ সে হেসে উঠলো, -'ওসব কথা থাক্ না। আপনারা বোধহয় ভুলে গেছেন, আসল কাজটাই হয়নি।'

সুব্রত বললো, -'কি কাজ?'

-'মালাবদল আর সিঁদুরদান।' হাসতে হাসতে সুস্মিতা বললো।

সুব্রত বললো, -'তবে তো একটা কাজ নয় সুস্মিতা বৌদি, দুটো কাজ।'

নীলা বললো,-'হৃদয় বদল তো হয়েই গেছে। তারপরের কাজগুলো ওদের নিজেস্ব ব্যাপার। ও নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই। কি বলিস নদী?'

নদী কিন্ত উত্তর দিলনা, শুধু একটু হাসলো।

-'শুধু হাসলেই হবে? কিছু বল।' নীলা হাত ধরে ঝাঁকুনি দিল।

-'আমি কি বলবো?' নদী বললো।

-'যাক, নববধূ তাহলে বোবা নন।' মনিময় টিপ্পনি কাটলো।

সবাই মিলে দেবদত্তর ভাড়া করা নতুন বাড়ীতে ওদের পৌঁছে দিলো। বেশ কয়েকটি ছবি তোলা হোল ওদের। যাবার আগে নীলা নদীকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললো, -'তোর ব্যাগের মধ্যে একজোড়া শাঁখা আছে। তুই নিজেই পরে নিস। আর তোর বালিশের নীচে একটা সিঁদুরের কৌটো আছে। দেবদত্তকে পরিয়ে দিতে বলিস। আমাদের দু'জনের ইচ্ছে ছিল এই সময়টাতে উপস্থিত থেকে কাজটা করিয়ে দিয়ে যাবো, কিন্তু এই দলটাকে সঙ্গে নিয়ে বিদায় না হ'লে আজকের সুন্দর দিনটাকে এরা নষ্ট করে দেবে। আমাদের দুজনের অনেক-অনেক শুভেচ্ছা রইলো। কাল অফিসের পর আসবো। আজ চলি।' সাধ্যমত আয়োজন করেছে দেবদত্ত। আটশো টাকার এক-কামরার ভাড়া বাড়ীতে যা যা করা সম্ভব সবই করেছে। দেবদত্ত জানে, নীল রঙ নদীর খুব প্রিয়-তাই দরজা জানলায় টাঙিয়েছে নীল পর্দা। বিছানার সবকিছুই নীল রঙের। তার ওপরে নীলাই ছড়িয়ে দিয়েছে গোলাপের পাপড়ি। দুজনের বালিশের মাঝখানে ছোট্ট একটা তরতাজা রজনীগন্ধার ঝাড়। টেবিলের ওপর রেখে গেছে মোটা মোটা দুটো গোড়ের মালা। ধূপদানিতে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে সুগন্ধি ধূপকাঠি। বিয়েতে তো কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান হোলনা, তাই এটুকু না থাকলে সবই মাধুর্যহীন ও নিষ্প্রাণ লাগবে ভেবে হয়তো নীলার এই আয়োজন।

ঘরের নীলাভ আলোয় ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে নদীকে। ওর দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল দেবদত্ত। কিন্তু নদী এত গম্ভীর আর বিষণ্ণ হয়ে আছে কেন? বাড়ীতে ওদের বিয়ের খবর জানিয়ে চলে এসেছে ও, সেই চিঠি পড়ে ওর বাব-মা নিশ্চয়ই ভেঙে পড়েছেন। সেকথা ভেবেই হয়ত---দেবদত্ত নিজেও তো সেই একই পন্থা অবলম্বন করেছে। ঐ কষ্টকে বড় ক'রে আজকের দিনকের ব্যর্থ ক'রে দিতে চায়না ও। নদীর ও তাই করা উচিত।

জানালার বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো নদী। নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হ'চ্ছে দেবদত্তর। কত আশা আর স্বপ্ন দিয়ে সাজিয়েছিলো দিনটিকে। ভেবেছিলো ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে দেবে নদীর সব দুঃখ। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ওদের দু'জনের মধ্যে কখনও পরিচয় ছিল না। আজই প্রথম দেখা, তাই কেউ সহজ হতে পারছে না। থমথমে পরিবেশটাকে স্বাভাবিক করার জন্য দেবদত্তই প্রথম বললো, - 'এ বাড়ীতে তোমার খুব কষ্ট হবে নদী, কিন্তু কলকাতা শহরে এই ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাড়ী পাওয়ার যাওয়া না। অনেক খুঁজেছি কিন্তু---

মুখ ফিরিয়ে দেবদত্তর দিকে তাকালো নদী, ধীর গলায় বললো,- 'কষ্ট হবে কন? ঘরখানা তো বেশ খোলা মেলা।'

-'তা হ'লেও একখানাই তো ঘর। দোতলার ওপর, তাই যা রক্ষে। রান্না ঘর তো নেই। বারান্দার একটা কোণেই তো রান্না করতে হবে। ভাবছি এর পর দেখে শুনে এর চেয়ে একটু ভাল বাড়ী নেব।'

-'দরকার কি? দু'জন মানুষের জন্যে এই-ই ভাল।' কথা বলতে বলতে খোঁপার মালাটা টেবিলের ওপর খুলে রাখলো নদী।

-'মালাটা খুলে ফেললে কেন? ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিল।'

-' বড্ড গরম লাগছে।' রুমাল দিয়ে গলায় আর কপালে জমে থাকা ঘাম মোছে নদী।

-'সত্যিই আজ গরমটা বড় বেশি। একটা ফ্যান্ ভাড়া করেছি কিন্তু ওটা আজ ওরা কিছুতেই দিতে পারলো না। কাল দেবে বলেছে। আজকের রাত্তিরটা তোমার খুব কষ্ট হবে।'

দেবদত্তর কুণ্ঠায় বিব্রত হ'ল নদী। একটু হেসে বললো, -'শুধু কি আমার হবে, তোমার হবে না?'

-'তা একটু হবে। তবে আমার তো আর তোমার মত এসি চালিয়ে শোওয়ার অভ্যেস নেই।'

-'অত ভাবছো কেন? একটা রাত্তির তো। প্রয়োজনে সব মানুষকেই অভ্যেস পালটাতে হয়।' নদী আবার জানলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে তাকায়। খাটের এক কোণে বসে থাকেক দেবদত্ত। দু'জনেই নির্বাক। দেবদত্ত ভাবে এখন যদি শেখর আর নীলা এখানে থাকতো তবে হয়তো খুব তাড়াতাড়ি সব সহজ হয়ে যেত। ইন্দ্রাশিসের মৃত্যুর পর নদী হাসতে ভুলে গিয়েছিল। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতোনা। ওরা দু'জনে তিল তিল করে নদীকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। ওদের চেষ্টাতে তো দেবদত্ত নদীর কাছাকাছি আসতে পেরেছে। এই মুহূর্তেই ওদের দুজনের অভাব খুব বেশি করে অনুভব করছে ও। গতকাল তো খুশীতে ঝলমল করছিল। হঠাৎ আজ কেন এমন বিষণ্ণ? তবে কি এই বিয়ে নিয়ে ওর কোন দ্বিধা বা অনুশোচনা হচ্ছে? আবারও দেবদত্তই কথা বললো- 'যাবার সময় নীলা তোমাকে কি বলে গেল?'

-'তেমন কিছু নয়।' বাইরের দিকে চোখ রেখেই বললো নদী।

-'তোমার যদি বলতে আপত্তি থাকে তবে আমি শুনতে চাইনা।'

-'না, না, আপত্তি থাকবে কেন? আমার ব্যাগ শাঁখা আর বালিশের তলায় সিঁদুর রেখে গেছে, সে কথাই বললো।

মৃদু হেসে দেবদত্ত বললো,- 'দেখেছো সব দিকেই খেয়াল আছে নীলার। আসল কাজটাই তো হয়নি।

সিঁদুর তো স্বামীকেই পরিয়ে দিতে হয়। এসো, তার আগে মালা বদল পর্বটা সেরে নিই। শাঁখা দুটো পরে নাও। '

হ্যান্ডব্যাগ থেকে বার করে শাঁখা দুটো পরে নেয় নদী। মুগ্ধ চোখে দেবদত্ত বললো-'ভাবতেই পারছি না, আজ থেকে তুমি শুধু আমার। আমরা স্বামী-স্ত্রী।' নদী একবার চেয়ে মাথা নিচু করলো। শত চেষ্টা করেও কিছুতেই সহজ হতে পারছে না ও। দেবদত্তর কষ্ট ও অসহায়তার কথা বুঝতে পেরেও নিজের মনের পর্দাটাকে কিছুতেই সরাতে পারছে না। সেজন্য নিজেও কম কষ্ট পাচ্ছেনা। -'কি হ'ল নদী? আজকের দিনে তুমি এমন চুপ করে আছো, আমার একটু ও ভাল লাগছে না।' সামান্য একটু হেসে নদী বললো, -'নতুন বৌ এর বেশী কথা বলতে নেই, জানো না?'

-'তাই বুঝি? আমি কিন্তু অমন গোমড়ামুখী বৌ একদম পছন্দ করি না।' হাসতে থাকে দেবদত্ত। নদীও ওর হাসিতে হাসি মেলায়, কিন্তু সে হাসি যেন প্রানহীণ।

টেবিলের ওপর থেকে মালাগুলো তুলে নিয়ে একটা মালা নদীর হাতে দিয়ে দেবদত্ত বললো, -'প্রথমে তোমার পালা। নীলারা থাকলে ভাল হ'ত। এই ছবিটা বেশ তুলতে পারতো।' প্রতি মুহূর্তে নীলা আর শেখরের অভাব অনুভব করছে ও। অথচ এতদিন ভাবতো, নদী যেদিন ওর আইনতঃ স্ত্রী হবে, সেদিন ওর মনের আকাশে হাজার রামধনু। জীবনের কানায় কানায় ভরে উঠবে আশা পূরণের এক সুষমাময় আনন্দ ও তৃপ্তি। ওদের দুজনের মাঝখানে থাকবেনা কোন তৃতীয় পক্ষ। একবার নদী ওর জীবন থেকে বিদায় নিয়েও ফিরে এসেছে।

ওর সব দুঃখ, সব কষ্টকে ভুলিয়ে দেবে প্রাণঢালা ভালবাসা দিয়ে। কিন্তু এমন কেন হ'ল? কেউ কারো কাছে সহজ হ'তে পারছেনা। সব কথা যেন হারিয়ে গেছে। এতদিন মনের ভেতর যে অসংখ্য কল্পনার প্রজাপতির আনাগোনা ছিল, হঠাৎ তারা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো?

সামনের বাড়ীতে বিয়ের উৎসব চলছে। শাঁখের আওয়াজ, সমবেত কণ্ঠে উলু আর সানাইয়ের সুর শোনা যাচ্ছে। বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো নদীর। চোখের সামনে ভেসে উঠলো আর এক দিনের উৎসব মুখরিত দিন। সেদিন সে ছিল নববধূর ভূমিকায়।

-'কই, সিঁদুরের কৌটোটা দিলে না?' দেবদত্ত বললো।
ব্যাগ থেকে সিঁদুরের কৌটোটা দেবদত্তর হাতে দিল নদী।

-'কি দিয়ে সিঁদুর পরাই বলো তো? মনে পড়েছে, আংটি দিয়ে। দাদার বিয়ের সময় দেখেছিলাম।'

সযত্নে নদীর মুখখানা তুলেধরে একহাতে, অন্য হাতে বাড়িয়ে দেয় নদীর শূন্য সিঁথি।

হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো নদী। হতভম্ভ হয়ে গেল দেবদত্ত। কি করবে, ভেবে না পেয়ে দু'হাতে নদীকে বুকে টেনে নিলো।

ওর বুকে মাথা রেখে নদী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলো। ভালবাসার ভান করতে করতে কখন যে নদী ইন্দ্রাশিসকে ভালবেসে ফেলেছিল, তা ও নিজেও বুঝতে পারেনি। ওকে হারানোর দুঃখকেও ও বঞ্চনার দুঃখ বলে ভুল বুঝেছে। আজ তাই ইন্দ্রাশিসকে অতিক্রম করে কিছুতেই ও পৌঁছতে পারছে না দেবদত্তর কাছে। ইন্দ্রাশিসের ছায়া ওকে ঢেকে রেখেছে।

দেবদত্ত ভাবে, যে ইন্দ্রাশিসকে সে কখনোই চোখে দেখেনি সেই ইন্দ্রাশিসই নদীকে সরিয়ে নিয়ে গেছে ওর কাছ থেকে। নদীর জীবনে ছিল দু'জন পুরুষ, কিন্তু তার জীবনে ছিল একটিই নারী। এতদিন মনে হ'ত ইন্দ্রাশিস মস্তবড় দুর্ভাগা। কিন্তু আজ মনেহয় ওর মত ভাগ্যবান ক'জন হয়?

ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করত হবে সেই দিনটির জন্যে যেদিন অকৃত্রিম ভালবাসার প্রলেপ দিয়ে নদীর বুকের মধ্যে ঐ ক্ষতটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারবে। অর্জন করতে হবে সেই অধিকার, যে অধিকারে সে হবে নদীর জীবনে একমাত্র পুরুষ। ইন্দ্রাশিসের ছায়া ওদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করবেনা, কিন্তু সেইদিনটি কবে আসবে, জানেনা ও। নিজের যন্ত্রণাকে হাসির মুখোস পরিয়ে কতদিন ওকে অপেক্ষা করতে হবে কে জানে! দ্বিতীয়বার সে নদীকে হারাতে চায়না। পরম মমতায় ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়, কিন্তু কোন প্রশ্ন করেনা দেবদত্ত।

FOCAL GRAPHIC
OFFSET PRINTERS

A HOUSE OF
HIGH QUALITY MULTICOLOUR PRINTERS

We are specialised in the production of Multicolour Posters, Folders, Books, Danglers, Annual Reports, Magazines, Souvenirs, Brochures, Company Profiles, Catalogue, Stickers, Lables, Leaflets etc.

F - 8 / 12, Model Town, Delhi - 110 009 (India)
Phone : 91-11-2743 7744, 91-11-5456 6939
Cell. : 098710 58848
E-mail : focal_graphic@hotmail.com
Contact : Chaman Sharma

মানিকদাকে যেমন দেখেছি

***সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জানালেন** - anythingbengali.com কে*

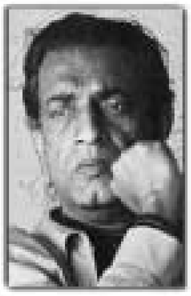

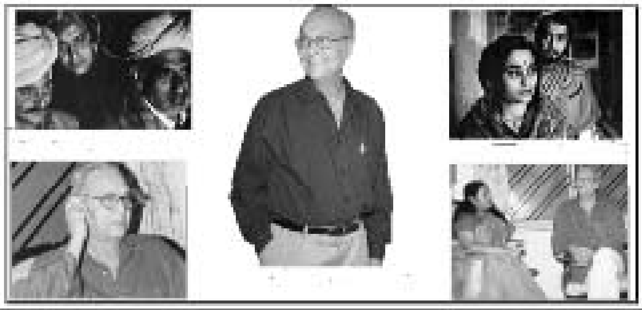

আমরা অনেক ছোটবেলা থেকেই ফেলুদার রহস্যময় গল্প পড়ছি ও সিনেমা দেখে আসছি। আজও মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যখন সিনেমা hall-এ মা বাবার সঙ্গে সোনারকেল্লা দেখতে যাচ্ছি, অজান্তে মনের ভেতর এক বিশ্বাস - ফেলুদার কতই না বুদ্ধি ও সাহস; সমস্ত রহস্যই যেন এক জাদুর ছোঁয়ায় নিমেষে সমাধান হয়ে যায়। সেই অস্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত মানুষটাকে পর্দায় দেখে মনে হোত, ইস্ যদি একবার ফেলুদাকে চোখের সামনে দেখতে পেতুম! পরবর্তিকালে বুঝতে পেরেছি 'ফেলুদা' সত্যজিৎ রায়ের এক অনবদ্য সৃষ্টি।

সত্যজিৎ রায় শুধুই যে বাংলা সিনেমাকে পৌঁছে দিয়েছেন একটা উচ্চতম পর্যায় তাই না, বরং দেখিয়ে গেছেন অন্যতম একটি রাস্তা, যাকে অনুসরণ করে আগামী বেশ কিছুকাল বাঙালি নিজের পূর্ণতা বজায় রাখতে পারবে।

সত্যজিৎ রায়ের কথা বলতে গেলে স্বাভাবিক ভাবেই এসে পড়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কথা। সৌমিত্র ছাড়া সত্যজিতের ছবি অপূর্ণ। এটা আমরা সবাই স্বীকার করি। অপুর সংসার, চারুলতা, সোনারকেল্লা-কে যে মানুষটি দিয়েছেন প্রাণের ছোঁওয়া এবং বাঙালির মধ্যে বহু বছর ধরে রোমাঞ্চময় এক পৃথিবীর সৃষ্টি করেছেন, আজ তিনি জীবনের সেই দিনগুলোর কথা স্মরণ করে কিছু বলেছেন। আজ আমাদের সেই 'ফেলুদা' চিনিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয় পরিচালক - মানিকদাকে। আসুন, আমরা ফিরে যাই তাঁর সেই দিনগুলোতে, শুনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কি বলেছেন *anythingbengali.com* কে.....

-সুতপা দত্ত

প্র: সত্যজিৎ রায় বলে ছিলেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ ও নিখুত ছবি 'চারুলতা'। Redo করতে হলে উনি প্রায় কোনই পরিবর্তন করতেন না। আপনাকে যদি বলা যায় সত্যজিৎ রায়ের যে যে ছবিগুলোতে আপনি অভিনয় করেছেন, তার মধ্যে আপনার অভিনয়ের নিরিখে নিখুত কোনটি?

উ: আমি basically খুঁতখুঁতে মানুষ। কখনই পুরো সন্তুষ্ট হইনা। তাছাড়া মানিকদা ছিলেন creative genius; ওঁর পক্ষে হয়ত এইভাবে বলা সম্ভব ছিল। কিন্তু আমি যখন কোন কাজ করি তখনকার মত কাজটা বেশ ভাল হয়েছে মনে হলেও পরে মনে হয় আরো ভাল করা যেত। তবে আমার প্রথম ছবিটা আমার সব থেকে প্রিয় কাজ। তখন হয়ত অনেক কিছু শেখার বাকি ছিল, কিন্তু freshness টা ছিল বলেই বিধহয় ওরকম perform করা সম্ভব হয়েছিল। আমার উপর সত্যজিৎ রায়ের বিশাল প্রভাব ছিল ঐ ছবিতে। তবুও যে তাজা আনকোরা ব্যাপারটা ছিল তার জন্যই বোধহয় কাজটা এত সুন্দর হয়েছিল।

প্র: সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে আপনার অভিনয় যে এত প্রশংসিত বা ওঁর ছবিতে অভিনয়ের সময় আপনার যে প্রচন্ড involvment বা পরিশ্রম, তার উনি কিভাবে প্রশংসা করতেন?

উ: (হেসে) আমার প্রশংসা সরাসরি উনি করেননি, বা খুব কম করেছেন, এজন্য আমি ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে প্রথম যুগে, যখন আমি নতুন, তখন উনি প্রশংসা টশংসা করে আমার মাথা বিগড়ে যেতে দেননি। মানিকদা শুধু আমার পরিচালক নন, উনি আমার বন্ধু, আমার শিক্ষক, আমার অভিভাবক। এই প্রসঙ্গে বলি, আমার দ্বিতীয় ছবি, তপন সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ' করার আগে আমি মানিকদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম অভিনয় করব কিনা। উনি বলেছিলেন, ''অবশ্যই করবে। তপন সিংহ একজন প্রধান পরিচালক। তুমি তো অভিনয়কেই পেশা হিসেবে নিয়েছ। আমার ছবির বাইরে তোমাকে কাজ করতেই হবে।'' এই রকম বহু বিষয়ে ওঁর কাছে পরামর্শ, শিক্ষা, সাহায্য পেয়েছি।

প্র: এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে অপুর সংসারের সময় খুরি স্টেশনে যাওয়ার পথে এক রাত ট্রেনে আপনারা দুজনে একসঙ্গে ছিলেন, সারারাত সিনেমা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল?

উ: হাঁ, ওই এক রাত সিনেমা সম্বন্ধে, অভিনয় সম্বন্ধে উনি যা বলেছিলেন, ওঁর কাছ থেকে যা শিখেছিলাম, তা বোধহয় বাকি এতগুলো বছর আলাদা করে যা শিখেছি তার থেকে অনেক বেশি। পথের পাঁচালি দেখার পর থেকেই আমি শুধু ওঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ি, কিন্তু এই এক রাতে সিনেমা সম্বন্ধে ওঁর অগাধ পান্ডিত্য, মাথামোটার ওপর ওঁর সম্পূর্ণ দখলের পরিচয় পেয়েছিলাম।

তখন বয়স কম ছিল, ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি চিত্রপরিচালক কেন হলেন? শিল্পি হতে পারতেন, বিজ্ঞাপন জগতের খুব উপরে উঠতে পারতেন। তার উত্তরে উনি বলেছিলেন যে, শিল্পে বা সাহিত্যে আমাদের দেশে সর্বোত্তম মাত্রায় কাজ হয়ে গেছে, নতুন করে শীর্ষে ওঠার আর কোন অবকাশ নেই। কিন্তু সিনেমা নতুন মাধ্যম (সেই সময়ে), এখানে প্রতিনিয়ত নতুন শিক্ষানিরীক্ষা চলছে। নতুন কিছু করার, উচ্চতম পর্যায় পৌঁছনর সুযোগ আছে।

প্র: আপনি অভিনেতা, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার। আপনি কখনো ফিল্ম পরিচালনার কথা ভাবেননি?

উ: আমার ফিল্ম পরিচালনার করায় যে কতগুলো অসুবিধে আছে, তা আমি অনেকদিন আগেই বুঝতে পেরেছি।
প্রথমত - ফিল্ম পরিচালনা একটি ফুল-টাইম job। সাধারণত, বাংলা সিনেমা করতে ৪-৫ মাস লাগে। আমার পক্ষে সমস্ত অভিনয় কর্ম ছেড়ে দিয়ে ৫ মাস সময় দেওয়া - বাস্তব কারণে ও আর্থিক কারণে সম্ভব নয়। একজন স্টার অভিনয় করে যে টাকা রোজকার করে, তার তুলনায় বাংলা ফিল্ম পরিচালনা করে উপার্জন হয় অনেক কম। তাই আমি যে জীবনধারা বা লাইফস্টাইলে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তার থেকে কম কিছুতে মানিয়ে নেওয়া আর সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত - একটা সমগ্র কিছু করার যে খিদে, সেটা আমার মিটে যায় থিয়েটার করে। সেখানে আমি স্ক্রিপ্ট, মিউজিক ইত্যাদি থেকে শুরু করে কস্টিউম ডিজাইন পর্যন্ত দেখি। একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে কমবেশি একমাস সময় দিতে হয়। সেই একমাসেও প্রথমদিকে কিছুটা শুটিং করা যায়। তাই নাটকের যাবতীয় সবকিছু দেখাশোনা করলেও, আমার সিনেমার অভিনয়কর্ম খুব একটা বাধাপ্রাপ্ত হয়না।
তৃতীয়ত - আমি যে ধরনের সিনেমা করতে চাই, সেরকম সিনেমার প্রযোজক এখানে পাওয়া মুশকিল। সত্যজিৎ রায়ের মত, বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালকও তাঁর শেষ সিনেমাগুলোর জন্য সম্পূর্ণ প্রাইভেট ফাইনান্স পাননি, NFDC'র সাহায্য নিতে হয়েছিল, তাহলে আমাদের কি অবস্থা হবে - এটা যদি একবার ভেবে দেখেন।

প্র: শিশু শিল্পি থেকে পেশাদার, সকলের মধ্যে থেকে সেরা অভিনয় বের করে আনতেন সত্যজিৎ রায়। যদি তিনি নিজে কখনো অভিনয় করতেন, তাহলে কেমন অভিনেতা হতেন?

উ: উনি অভিনয় craft'টা যে কোন বড় অভিনেতার মতই জানতেন। প্রয়োজনে, অনেক বড় অভিনেতাকে পুরোটা অভিনয় করে দেখাচ্ছেন, এমনও দেখেছি। কিন্তু ওঁর প্রকৃতিটা ঠিক অভিনেতার ছিলনা। যে, যে শিল্পকর্ম বেছে নেয়, সেটা তার মানসিক গঠনের জন্যই তো নেয়। তাই কেউ ক্যামেরাম্যান হয়, কেউবা অভিনেতা। ওঁর যা বহুমুখী প্রতিভা, তাতে শুধু অভিনেতা উনি হতে পারতেন না। বরঞ্চ ডিরেক্ট করতে গিয়ে উনি ওঁর নানাবিধ গুণপনা ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।
দ্বিতীয়ত, এটা আমার conjecture, একটা সময় - বিশেষ করে অল্প বয়সে, উনি কিছুটা shy ছিলেন, নিজেকে সম্পূর্ণ উন্মোচন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সেটা একটা অভিনেতার পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আবার এটাও সত্য যে শারীরিক গঠন একটা determining factor, যার জন্য কেউ হয় নায়ক, কেউ বা comedian, কেউ character artist। ওঁর চেহারা সাধারণ বাঙালির তুলনায় এতই বিশিষ্ট ও ব্যক্তিত্বময়ী, যে সেই অনুযায়ী রোল খুঁজে পাওয়াই শক্ত হত।

প্র: ফেলু, শঙ্কু আর 'আগন্তুক' সিনেমার মনমোহন মিত্র, এঁদের মধ্যে কি আমরা সত্যজিৎ রায়ের ছায়া দেখতে পাই?

উ: হ্যাঁ, একটা ছায়া আছে বইকি। সহজে বলা যায় যে, ফেলু, শঙ্কু আর মনমোহন, এরা সকলেই অসীম জ্ঞানের অধিকারি আর সত্যানুসন্ধানী। তারা truth'টাকে খুঁজে বার করতে চায়, এইখানে ওঁর সঙ্গে ভীষণ মিল। এই চরিত্রগুলো ওঁর একটা দিকের projection। যেটা বৈজ্ঞানিক কৌতূহল নিবারণের জায়গা, সেটা শঙ্কুর মধ্যে দিয়ে ফুটেছে, যেখানে অন্য রকম, সেখানে ফেলু বা মনমোহনের সঙ্গে মিল। সেরকমভাবে দেখলে, biographically substantiate হয়তো করা যায় না, কিন্তু অপুTriology'র যে অপু, সেই অপুর মধ্যে নিশ্চয়ই ওঁর কোন আত্মজীবনীমূলক উপাদান আছে। বিশেষ করে 'অপরাজিততে' যে relationship with mother portrayed হয়েছে সেইটা।

প্র: 'সোনারকেল্লা' সিনেমায় আপনি আর কাঁকড়াবিছে, সেই অভিজ্ঞতার কথা যদি কিছু বলেন।

উ: কাঁকড়াবিছে নিয়ে রাজস্থান ও কলকাতার স্টুডিও, দুটোতেই কাজ হয়েছিল। যেখানে ফেলু ঘরে শুয়ে আছে আর বিছেটা বিছানায় ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, সেটা স্টুডিওতে তোলা। তা সেদিন হয়েছে কি, যেই ওকে আমার বালিশের কাছে ছাড়া হল, ওমনি লোডশেডিং হয়ে গেল। তখন স্টুডিওগুলোতে আলাদা জেনারেটরের ব্যবস্থা ছিল না। অন্ধকারেতে মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছেনা, আমি ভাবছি কামড়াতেও পারে। কিন্তু চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই, কারণ নড়াচড়া করাও তো dangerous।

প্র: ভয় লাগছিল না?

উ: কিছুক্ষণের জন্য ভয় লাগছিল, তারপর কিছুটা ভাগ্যবাদী হয়ে গেলাম। ভাবলাম, কামড়ালে কামড়াবে, কি আর করা যাবে। তারপর যখন টর্চ ইত্যাদি নিয়ে আসা হল, দেখলাম কাঁকড়া বিছে খাট থেকে নেমে ঘরের এক কোণে চলে গেছে।

প্র: In the making of সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তাঁর পরিবারের বিভিন্ন সদস্যদের প্রভাব কিরকম?

উ: আমাদের বাড়িতে অভিনয়, সাহিত্য এইসব নিয়ে খুব ঝোঁক ছিল। মা, বাবা দু'জনেই খুব বই পড়তে ভালবাসতেন। ছোটবেলা থেকেই বাবার আবৃত্তি শুনেই আবৃত্তি ভাল লাগত আমাদের। মনে পড়ে, ছোটবেলায়, রবিবার বিকেলগুলোয় বাবা আবৃত্তি করতেন, আমাদেরও করতে বলতেন।
(ওঁর বাবার কথা শুনতে শুনতে হঠাৎই একটা প্রশ্ন মনে আসে, আর কথার মাঝখানেই সেটা জিজ্ঞেস করে ফেলি)
প্র: এই যে আপনি এত সুপুরুষ, আপনার বাবাও কি খুব সুপুরুষ ছিলেন?
উ: হ্যাঁ, আমার বাবা খুব handsome ছিলেন। আমাদের পরিবারে সকলেই বেশ সুপুরুষ (হেসে), তবে আমি যে সুপুরুষ সেটা জানতাম না। পরে সেটা আমাকে লোকে বলেছে।

(আমরা আবার আগের প্রসঙ্গে ফিরে গেলাম)
একটা বিষয় বলা ভাল, শুধু মাত্র বাব মা নয়, আমি অনেকের দ্বারাই benefited হয়েছি, শিখেছি। যেমন শিশিরকুমারের বিরাট influence আমার উপর। সেই সঙ্গে আমি বলব, জীবন সম্পর্কে মাটিতে পা রেখে চলার বা চিত্রতারকাদের জীবন যেমন হয় তার থেকে অন্যরকম করে বাঁচতে, সব থেকে বড় সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী। তিনি কখনই আমাকে সাংঘাতিক কিছু বলে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে

তোলাননি। তাছাড়া, আমার স্ত্রী তো ব্যাডমিন্টন্ চ্যাম্পিয়ন ছিলেন, ফলে আমার মধ্যে খেলাধুলার যে আগ্রহ , সেটা অনেক বেশী বয়স পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে পেরেছিলাম, আমার স্ত্রীর সহচর্যে। সেটা অভিনেতা হিসেবেও আমার শরীরটাকে ঠিক রাখতে সাহায্য করেছে।

www.anythingbengali.com একটি আকর্ষণীয় website যেখানে শুধু বাংলা বই, সিনেমা বা নানা রকম উপহার কেনা কাটার সুবিধে আছে তাই নয়, আছে একটি মনকাড়া বাংলা ই-পত্রিকা: **[illegible]** । এই পত্রিকার হাল ধরেছেন বিখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীমতি স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়।

The Largest and Exclusive Appliances Store in Southeast

220V/110Volt Appliances · TV · VCR · CD Player · Toys · Cameras
Kitchen Appliances · Phones · Stereos · Fax Machines · Microwave Oven
Seiko-Citizen-Casio Watches · American Tourister · Samsonite Luggage
Brand Name Perfumes · Parker-Cross Pens · Rayban Sunglasses
Rice Pearls · Corals · Jade · Calculators · and many more Gift items.

A to Z

ELECTRONICS & GIFTS

WE DO DIGITAL VIDEO CONVERSION FROM PAL TO NTSC & NTSC TO PAL

220V/110V APPLIANCES

Tel/Fax: (404) 299-9196

1713 Church St., Suite A-1, Decatur, GA 30033
Hours: Tue. to Sun. 11am-8pm · Monday Closed

Grand Diwali Sale!

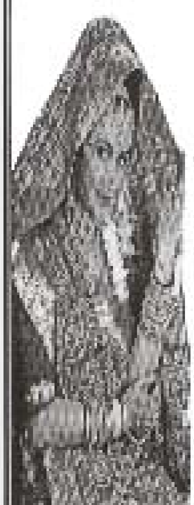

We will beat any advertised sale prices in the town!

ASIA JEWELER'S, INC.
1707 Church St. Suite C-7
Decatur,(Atlanta), GA 30033
(404) 294-1646

All at Asia Jewelers's are wishing Happy Navratri, Happy Diwali and prosperous New Year !

BRAHMA KUMARIS - LEARN TO MEDITATE - PH. 770-939-1480.

চলো, বেরিয়ে পড়ি।

দিলীপ গাঙ্গুলী, কলকাতা

বেড়ানোর মত নির্মল আনন্দ আর কিছুতে নেই। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযুদ্ধের যন্ত্রনা, কাজের চাপ, মানসিক উৎকণ্ঠা - এগুলো থেকে মুক্তির স্বাদ পেতে হলে বছরে অন্তত একবার কোথাও না কোথাও কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে আসা উচিত। তাই আমরাও কিছুদিনের জন্য হারিয়ে গেছিলাম হিমালয়ের কোলে। ঘুড়ে এলাম ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলের কিছুটা। দেখে এলাম কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী। প্রাণভরে উপভোগ করলাম

প্রকৃতির অপূর্ব রূপ। পাহাড়ী নদীর গল্প, কবিতা পড়েছি সেই ছেলেবেলায়- দেখলাম এই প্রথম। অনেক পাহাড় ডিঙিয়ে ১৪ কি.মি. পথ হেঁটে পৌঁছলাম কেদারনাথের মন্দির। হিমালয়ের তুষার শুভ্র শৃঙ্গ তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে এই মন্দির-কে। দেখে মনে হয় দেবাদিদেব মহাদেবের উপযুক্ত বাসস্থান। তাই তো নগর জীবনের কোলাহল থেকে মুক্ত প্রায় ১২ হাজার ফুট ওপরে হিমালয়ের কোলে এই মন্দির। এক-ই ভাবে পাহাড়ের পর পাহাড় পেড়িয়ে দেখে এলাম গঙ্গোত্রী ও বদ্রীনাথ।

এই তিনটি ধাম দেখতে গিয়ে দেখা পেয়েছি হিমালয়ের মানসকন্যাদের - অলকানন্দা, মন্দাকিনী ও গঙ্গা। ৮ হাজার ফুট ওপরে গঙ্গোত্রী নদীর পাশ দিয়ে, পাহাড়ী নুড়ি পাথরের ওপর বেগে বয়ে চলেছে গঙ্গা - যার উৎস গোমুখ। এদিকে অলকানন্দা প্রথম থেকেই আমাদের পাশে পাশে। কেদারের পথে কোথাও পাহাড়ের ৫ হাজার ফুট ওপরে, কোথাও বা নীচে। কোথাও গতি তার তীব্র, কোথাও মন্থর। কোথাও প্রশস্ত, কোথাও শীর্ণ। মনে মনে গুনগুন করে উঠেছিলাম 'ওগো নদী আপন বেগে পাগল পারা'..... যাত্রা পথে এমন সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। ঋষিকেশের একটু পর থেকেই অলকানন্দার যাত্রা শুরু, কোথায় যে শেষ তা জানা নেই।

বদ্রীনাথের পথে অলকানন্দাকে যোগ দিল মন্দাকিনী। চলার পথে কখনো বাঁদিকে অলকানন্দা তো ডানদিকে মন্দাকিনী। স্বকীয়তায় দুই-ই অপরূপ সুন্দরী। অলকানন্দার জল হলদেটে, আর মন্দাকিনীর সবুজ। ওরা দুটিতে মিলে মিশে খেলায় মত্ত রুদ্রপ্রয়াগে, তবু চিনে নিতে ভুল হয় না - নিজেদের অপরিবর্তিত রঙ বজায় রেখেছে। এ এক অপূর্ব সঙ্গম। এইভাবে যেখানেই দুটি নদী একসাথে মিশেছে, সেখানেই সৃষ্টি হয়েছে 'প্রয়াগ'-এর। মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলাম দেবপ্রয়াগ, শোনপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ। দেবপ্রয়াগে মন্দাকিনীকে যোগ দিয়েছে ভাগীরথী।

বদ্রী থেকে ফেরার পথে ছবির মত সুন্দর একটি গ্রাম চোখে পড়ল - 'মানা গ্রাম'। চীন থেকে বিতারিত তিব্বতীরা পাহাড়ের কোলে আশ্রয় নিয়ে ছোট ছোট ঘর বানিয়ে গ্রামটি গড়ে তুলেছে। চাষ বাস-ই ওদের প্রধান জীবিকা। শহুরে যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত আমাদের ভাবতে অবাক লাগে, এত ঠান্ডায় শহরতলী থেকে এত দূরে এরা কিভাবে বাঁচে, কিভাবে দিন কাটায়।হিমালয়ের গায়ে গড়ে ওঠা এরকম-ই আরো দুটি hill station হল 'চোপ্তা' এবং 'আউলি'।

এখানে পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে চতুর্দিকে শুধু বরফের চূড়াই চোখে পড়ে। অতি মনোরম দৃশ্য। চোপ্তা-কে বলা হয় ভারতের Switzerland। মূলতঃ ট্রেকার-রাই এই spot গুলি আবিষ্কার করেছে। তাই কিছু রাত্রিবাসের যায়গা ও দোকান পাট গড়ে উঠেছে। আগামী দিনে এখানে পর্যটকের ভীড় বাড়বে। অপূর্ব অমলিন এই সৌন্দর্য। আউলি-তে এসে ropeway না চড়লে বেড়ান-টা অসম্পূর্ন থেকে যায়, তাই দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ২ কি.মি. পথ মনে হল যেন শুন্যে ভেসে বেড়ালাম। এমন ভয়ঙ্কর সুন্দর অনুভূতি ব্যাখ্যা করতে পারব না। চোখ ফেরান যায় না, এমনি hypnotic. ১০ হাজার ফুট ওপরে বরফে ঘেরা পাহাড়ের মাঝে দেখলাম 'ত্রিযুগীনারায়নের' মন্দির। লোকে বলে এখানে শিব ও পার্বতির বিবাহ হয়েছিল। এইভাবে হিমালয়ের কোলে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মন্দির। হয়ে উঠেছে তীর্থ স্থান। তীর্থের নামে প্রকৃতিকে দেখার এ সুযোগ আর কোথাও পাওয়া যাবে না। সৃষ্টির এমন রূপ দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তাই আমরা যে ক'দিন ওখানে ছিলাম, ভুলে গিয়েছিলাম দিন ও তারিখ। মন ভরে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করেছি।

পরম তৃপ্তি নিয়ে অবশেষে ফিরে এলাম নিজের শহরে। আবার নতুন উদ্যমে, উৎসাহে জীবন সংগ্রামে নেমে পড়েছি। মনে হচ্ছে এখন বেশ কিছুদিন লড়ে যেতে পারব। এটাই তো মস্ত বড় পাওয়া। আমাদের শরীরটা তো একটা oxygen tank। সারা বছরে যতটুকু ক্ষয় হয়, একবার বেড়িয়ে এলে সেটুকু পূরণ হয়ে যায়। তাই তো বলি 'চল বেড়িয়ে পড়ি'।

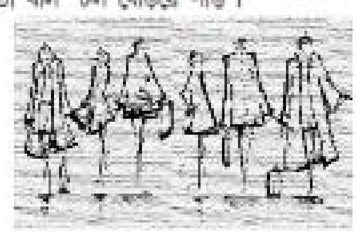

Uttam Kumar ~ The Cherubic Enigma

B N Bagchi, Birbhum, WB

In the early days, Bengali cinema drew its strength from Bengali literature and music. Good story lines and new approaches to conventional themes were the strong points. Along with excellent directors, came a crop of talented actors and actresses.

Uttam Kumar's hypnotic screen presence, mellow voice, unique charisma and dazzling smile made him not just a heartthrob, but also a legend of Bengali Cinema. He has become an inseparable part of Bengali culture, a myth.

Even after 25 years of his death, Bengal's Ultimate Hero- Uttam Kumar, still remains a conundrum to his million of admirers. On any romantic occasion, any Bengali is likely to hum the tune of *'Ei path jodi na sesh hoy...* Indeed, the road to Uttam's popularity knows no end. The post-Uttam Kumar era spawned a plethora of Uttam-*philes*, compiling records of his films and researching through the maze of cans of films the reason that lay behind the popularity of the evergreen actor Uttam Kumar.

Even today, theatre-owners arrange for a run of Uttam Kumar's films if they suffer a loss through screening a modern cinema. A run of any of Uttam Kumar's films is sure to make good of the loss incurred by the theatre owner.

Uttam's popularity is yet undisturbed as - "Many walk across Uttam Kumar Sarani, but none reach the point"

It was Uttam Kumar who was the first ever recipient of National Award for Best Actor in the year 1967 for the film Chidiakhana and Antony Firingi.

When the great Satyajit Ray made a film Nayak, he selected Uttam Kumar as its lead role. Many people think it is autobiographical to Uttam Kumar's own life - sense of anxiety and restlessness of the superstar mirrored Uttam's insecurities about his phenomenal

success and abiding fear that his superstardom might not last. As Satyajit confessed, if Uttam had refused the film he would have abandoned making the film. Uttam worked with Ray in the other film Chidiakhana in the following year.

He was not handsome to look at, rather he had all disqualifying features - small eyes, improper nose and up and down teeth. He was the magnificent exception to the traditional identification "hero like look".

As a clerk in the then Calcutta Port Commissioners (now known as the Calcutta Port Trust), an amateur stage actor with a very commonplace outlook, ventured to increase the number of insignificant artistes on the screen and not belying "what is evident", Uttam earned the title 'Flop Master General (FMG) who knew that the abbreviation FMG would bear a new full form 'Fortune Mighty Graced'. A trifling Arun Kumar Chatterjee became the heartthrob 'Uttam Kumar'. Special features of his character were forbearance, earnestness, hard labor and dedication and punctuality.

Uttam Kumar was comfortable in all sorts of character, which he could shade and paint with his own caliber. It was the mannerisms which made him Bengali's best romantic hero. He was born as Arun Kumar Chatterjee in 1926 at Ahiritola, North Kolkata but was called 'Uttam' by his maternal grandmother.

Besides acting, he was also into sports and physical fitness. He took up wrestling, swimming, horse riding and tennis.

By the time Uttam Kumar cleared his matriculation, it was clear to him that he wanted to be an actor. Initially Uttam Kumar followed the Kolkata theatre scene avidly the existing trend of theatrical acting and always aimed for a more natural performance in his

films. There was more to Uttam than just the actor. He also explored new avenues of filmmaking by trying his hand at production, singing, composing music, screenplay writing and directing. The success of his Bengali films as Producer - *Harano Sur, Saptapadi, Bhrantibilash), Uttar Falguni, Jatugriha, Grihadah* all did well enough. This prompted Uttam Kumar to try and launch himself in Hindi films. He produced *Chhotisi Mulaqaat* in 1967 starring himself and Vyjantimala. The film was adaptated from *Agniparikhsha* and had music by Shankar-Jaikishen. The film however was a dismal failure at the box-office leaving him with a pile of debt and probably leading to his first heart attack. Though he recovered and returned to full time acting, thus clearing his debts, he was never to produce a film again.

Uttam Kumar did return sporadically to Hindi films however with a memorable performances in *Amanush*, perhaps his most well-known Hindi film, and also *Anand Ashram, Kitaab* and *Dooriyaan.*

On July 24, 1980 Uttam Kumar was admitted to the Belleveue Clinic with a massive heart attack. The doctors did their best for 16 hours but sadly, he passed away that night. As his hearse wound its way across Bhowanipur and finally to the Keoratala Burning Ghat, traffic in Kolkata came to a halt as thousands flocked the streets to pay their respects and have a last glimpse of the legend.

Quoting Satyajit Ray:

"It is the demise of a leading light of the Bengali film industry…There isn't - there won't be another hero like him.

কলম

ডঃ সুমিত্রা খাঁ, শান্তিনিকেতন

আচ্ছা, তুমি এত শক্তি পাও কি করে?

প্রশ্নবাণে চমকিয়ে উঠলো বেলাদি। ছেলে মেয়েকে স্কুল কলেজ পাঠিয়ে, হাতের কাজ সেরে, রোদে চুল এলিয়ে, বেলাদির হাতে এখন কলম।

পাশের বাড়ীর মিত্রাদির কথায় বেলাদি বললো - কেন? দেখছো না, রোদে আছি, তুমিই বলোনা - শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছি? ঐ দূর আকাশে দেখতে পাচ্ছনা? যে সকল শক্তির উৎস।

মিত্রাদি আবার বললো - উফ্ আমরা সংসার নিয়ে হিমসিম্ খাচ্ছি, আর তুমি এরই মধ্যে সব কাজ সেরে হাতে কলম ধরেছো? তোমায় দেখে ভারী হিংসে হয়। কি গো দিদি, এবার ক'টা পুজো সংখ্যায় তোমার লেখা দেখবো?

কথাগুলো বেলাদির মনে নাড়া দিল। একটু হেসে শুধু বললো - দেখি কতটা কি করতে পারি।

একটু মুচকি হেসে মিত্রাদি বললো, যাই গো দিদি। অনেক কাজ পড়ে আছে সারতে হবে। তোমার মত যদি সুখী হতাম।

এবার কথাটা যেন বুকে তীরের ফলার মত বিঁধল। সুখ আর সুখী কথাটা শুনতে ভালই লাগে। এক সময় সংস্কৃত শ্লোকে পড়েছিল - 'সুখানি চ দুখানি চ চক্রবৎ পরিবর্তন্তে..' কিন্তু বেলাদির জীবনে যেন চক্রবৎ কথাটা আসতেই চায় না। বেলাদি ভাবে, লোককে জানিয়ে কি লাভ? কেউ কি দুঃখের ভাগ নেবে? নিজেকেই নিজের হিসাব বুঝিয়ে চলতে হবে। তবে এই কলমই একদিন দেখিয়েছে বাঁচার পথ, চিনিয়েছে জগৎ সংসারকে। এই কলমই সুখ-দুঃখের সাথী, শক্তির উৎস।

ছোট্ট থেকেই নানান ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে দিন কেটেছে। বাবা-মাকে হারিয়ে সংসারের হাল ধরেছে। এক সময় শ্বশুরবাড়িতে নির্যাতনের বলিও হয়েছে। ঘরে হাউ হাউ করে কেঁদেছে, ঠাকুরের পায়ে লুটিয়ে পড়েছে, আবার উঠেছে, হাসিমুখে নিজের কর্তব্য করে গেছে। দূর থেকে মিত্রাদির মত লোকেরা বুঝবে কি? ছেলে-মেয়েকে নিয়ে এক চিলতে ঘরে দিন কেটেছে। সাধারণ স্কুল মাষ্টারের সামান্য আয়েই হাসিমুখে সংসার চালিয়েছে। তার ওপর দেওর-ননদের দায়িত্বও পালন করেছে নীরবে। সুপ্রতিষ্ঠিত অকৃতজ্ঞরা আজ দাদা-বৌদির খবর নেওয়ার প্রয়োজনও মনে করেনা। বেলার তাতে কিছুই যায় আসে না, ভাবে এটাই তো বাস্তব। ছেলে যখন খুবই ছোট, একবার খুব জ্বর হয়। সাতদিন হসপিটালেই কেটে যায়। সে সময়ও তার আপনজনদের একটি বারও দেখাও মেলেনি। ঐ দিন পাশে ছিল বীনাদি, তাঁর প্রতি বেলা চিরকৃতজ্ঞ। দিন চলে যায়, শুধু স্মৃতিটুকুই রয়ে যায়। যখনই কষ্ট হয়েছে, বেলা হাতে তুলে নিয়েছে কলম, যার এক অসাধারণ শক্তি বেলাকে শান্ত করে, কোমল করে, শক্তি যোগায়।

হঠাৎ কড়া নাড়ার শব্দে বেলার চমক ভাঙে, কি গো দরজা খোল'?

দরজা খুলে হেসে বলে, এই একটু রোদে বসে ছিলাম। অমরবাবুর চুলে এখন পাক ধরেছে। মুচকি হেসে বলে, নিশ্চয়ই কলম ধরেছিলে?

কি করবো? তুমি কখন আসবে তার ঠিক নেই। ভাত তরকারি ক্যাসারোলে রেখে একটু রোদে বসেছিলাম।

যাক, আর কথা নয়। ভীষণ খিদে পেয়েছে। খাবার বাড়ো, এক্ষুনি স্নান সেরে আসছি।

গোধূলীর ছোঁয়ায় অমরবাবুর মনটাও একটু রসিক হয়ে উঠেছে। আগেকার মেজাজ আর চোখের জল বরং বেলাকেই অনেকটা গম্ভীর করে তুলেছে। শুক্তোয় ভাত মেখে অমরবাবু বলে ওঠে, তুমি নিরামিষ রান্নাটা দারুন করো, এটাও কি তোমার ঠাকুমার রেসিপি?

বেলার মনে পড়ে যায় মায়ের কথা, 'ভজরে গোবিন্দ, পেট ভরলেই আনন্দ।' ভোজন রসিক বাবাকে প্রায়ই এ কথা শুনতে হ'তো। বেলা বলে, ঠিক বলেছো, এখন তো কত রকম মশলাই না চটজলদি রান্না করে, কিন্তু তখন সে সময়ে ঠাকুমার হাতে শুধু ফোড়নের রান্নারই কি স্বাদ ছিল।খেতে খেতে মুচকি হেসে অমরবাবু বলে, আজ তোমার কলমের আঁচড়ে কি সৃষ্টি হোল? নারী-স্বাধীনতা, নারী-মুক্তি, নারী-শিক্ষা, না নারী-নির্যাতন?

ঐ হ'ল একটা কিছু, তা জেনে তোমার কি লাভ? এই তো খেয়ে উঠে বলবে- চল্লাম, টিউশানটা সেরে আসি। আমার কথা ভাববার কি তোমার সময় আছে? না তিতুন না মিঠুনের কথা। নিজে মাষ্টার মশাই হয়ে দুনিয়ার ছেলেমেয়ে মানুষ করছো, আর ঘরের দু'টোকে দেখার আর সময় নেই।

-আরে, তার জন্যে তো তুমিই আছো। শিক্ষিত মেয়ে বিয়ে করেছি কি জন্য? তার ওপর চাকরিও করতে দিইনি। শুধু এই একটু সুখ-শান্তির আশায়। এই তো কেমন এলাম, খেলাম, হাতে সাজা পানটা মুখে দিলাম আর চল্লাম। এই জন্যই তো তোমাকে হিংসে করে সবাই বলে, ভাগ্যবান দাদা, না হলে অমন বৌদি পায়! সবদিকেই বৌদির নজর। দাদার চেহারাটা কমন রেখেছে বৌদি।

বেলার থুতনিটা নেড়ে, পানটা মুখে দিয়ে রওনা দেয় অমরবাবু।

বেলা বলে উঠে, থাক, আর আদিখ্যেতা দেখাতে হবে না।

অমরবাবু রওনা হয়ে গেলে বেলা একটু প্রস্তুত হয়। দুপুরটা কাটে কিছু ছেলেমেয়েদের সাথে। এটাও বেলার স্বপ্ন- - অন্ধকার থেকে শিক্ষার আলোকে পৌঁছে দেওয়া। ছাত্র-ছাত্রীরা চলে যাওয়ার পর চলে আসে মিঠুন ও তিতুন। ওদের জন্য ধরতে হয় কলম - এ শিক্ষা ও শাসনের কলম।

সকলের সব আব্দার মিটিয়ে বেলা নিজের জন্য হাতে কলম তুলে নেয়। এবার যে বিশেষ অনুরোধ- বেলাদির 'লড়াকু' জীবনের কিছু কথা। প্রতিদিনই একটু-একটু করে এগিয়ে চলছে। মাঝে মাঝেই বেলার মনে হয় - লেখাটা শেষ হবে তো? পরক্ষণই ভাবে - ঐ কলমই তো আমার শক্তির উৎস। এ কলম যে বাবার আশীর্বাদ। এ যে আশীর্বাদী কলম।

ডঃ সুমিত্রা খাঁ কলকাতার বেথুন কলেজ থেকে রসায়ন স্নাতক এবং বালীগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ থেকে জীব বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পরিবেশ বিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি লাভ করেছেন। বর্তমানে অতিথি অধ্যাপিকা হিসেবে কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ ও শান্তিনিকেতন বি.আই.টি কলেজের সঙ্গে যুক্ত। পরিবেশ ও দূষণ বিষয়ক গ্রন্থ প্রবন্ধ ও গল্প বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

Reiki- The Vibrational Peace

Geeta C Yadav, Chennai

"Geeta, your house is very distinctive."

" Really!"

"It exudes peace. The smell of incense and a strange sense of well being prevail. I am so much at peace here."

"You have just stepping into the world of positive energy! Have you ever wondered that in the worst of cyclonic conditions, the temples in Orissa were not destroyed; it was because of that divine energy that envelops the entire place. Being a Reiki channel, I feel that this energy is the same that protects us and our environment from negativity and exudes peace and tranquility for us and from us."

"You mean to say that Reiki is that feisty and powerful?"

"Yes, it is that powerful due to its positive energy. Interestingly, during world war II in Japan, the Reiki centers were not destroyed despite the bombings on Hiroshima and Nagasaki."

"I want to experience the way Reiki works on people and their ailments. You know I have a chronic back problem. All treatments have failed, can you help me."

"Yes, of course."

"You sound enormously confident. Do you mean to say I still stand a chance of playing with my son, will I be cheerful in the mornings, looking forward to the hectic day ahead, without popping in painkillers? In short, you will make my dreams come true?"

"Yes, just have faith and leave everything to God."

"O.K, done. What's the action plan? What am I supposed to do?"

It was so nice to see Nandani smile after a few sessions of treatment.

She became inquisitive about the treatment thereafter.

"It is amazing and I have not felt like this for the past few months, absolutely fresh and light! The pain is much better too. You've already given me hope. Please tell me more about Reiki."

"Reiki is a Japanese method of healing. Anyone can learn it since it requires no qualification, meditation or experience. Spiritual Masters like Jesus Christ, Gautam Buddha and Sai Baba had been practicing Reiki for ages, but Reiki was made available for mankind by ***Dr Mikao Usui,*** the Dean of a Christian college in Japan.

One day his student insisted him to clarify the Bible saying, "*You will heal as I have done and even greater things....*" said by Jesus.

If this is so, then why aren't there healers in this world performing the same acts as Christ? Usui did not have an answer to this issue! This very incident made him travel to India and it was in the Tibetan lotus sutras that he found the intellectual answers to the healings of Christ. But these answers were partially useless without the knowledge of how to execute them and incorporate the knowledge into a healing modality. His strong pursuit for touch-healing took him to Mount Kuri Yama, a sacred mountain in Japan. Here he resolutely commenced a fast and meditation for 21 days for the quest of empowerment through meditative purifications.

It was on the 21st day of meditation that the divine light struck him and he received the empowerment."

"Sounds interesting but then did he help out fellowmen?"

"Yes, he started working in the beggar's quarters for 7 years, healing and helping them in earning their own livelihood, respectable position in the society."

Dr Mikao Usui

The results were remarkable at the beginning, but later on Usui noticed the same faces in the colony, some of whom had started earning outside.

On inquiring, he discovered that most of them preferred to live a beggar's life than earning! Usui was not only shocked and shaken by this response, he also took a stern resolution that Reiki has to be given only in exchange of other energies in order to avoid creating a beggar-pattern. Thus he laid the rules:

- ***A person should ask for a Reiki healing willingly***
- ***There should be an exchange of energy after Reiki sessions, not necessarily as money. This return of energy would release the healer and the subject from the karmic bondings. It could be a cup of refreshning tea, a bouquet of flowers or a loving hug.***

By this time Nandini's smile reached her eyes, her face beamed with joy. The pleasure that her back pain (that had made her bed ridden) would be healed completely was the reason of her enthusiasm. It was kind of infectious and I matched it.

Like an obedient school girl she would close her eyes and my hands took charge. Her forehead was like a rock refusing to budge, but slowly it started drawing energy from my hands and then Nandani cried out in pain, Geeta, my back is hurting me and I am getting a strange headache too."

"I know."

I gave healing to her head and within minutes she was better. Then I touched her spine and I heard her whimper again.

"Are you feeling something, is the pain bothering you", I asked.

"Yes of course, a warm current is flowing and bringing back the pain in my back." She continued to come for healing sessions for about two weeks.

"When did Reiki gain its popularity?" Nandini asked me one day.

After Usui's transition, a naval surgeon, **Dr Chujiro Hayashi** shouldered the responsibility of carrying on the traditions of Reiki.

It was Dr. Hayashi, who founded the first Reiki clinic in Tokyo. Hayashi was more interested in the healing rather than the spiritual aspects of Usui's system and sought to systematise the teachings, developing the sequence of hand positions in use today.

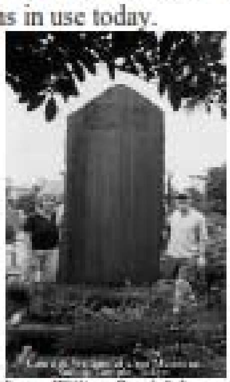

Reiki Master William Rand & Laura at Usui Memorial , Tokyo

Reiki became a popular treatment in Japan but still remained unknown in rest of the world.

"Can I learn it too?" inquired Nandani.

"Of course, you can," I told her.

Nandini was so eager and fervent to learn Reiki that I decided to attune her after a few more healing treatments. Her acquiescence and deligence moved my heart and I decided to train her further as a Reiki Teacher after a year. She has proved herself be be a honest and hardworking healer. Now, after 2 years Nandini stands far away from her traumatic backpain that robed her of peace and traqulity in life. She has become a professional Reiki healer and her family is supporting her ideology by practising Reiki regularly. Her 3 year old son is a Reiki channel too! He gives Reiki to his pet dog and treats the plants in his home when they look pale and dry. The little master is a perfect Reiki channel and does it with absolute innocence. He has no blockage in his system to hinder the flow of The Life Force Energy.

View from Mt. Kurama.

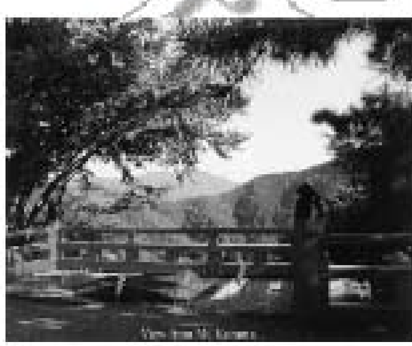

Nandini had once asked me, "When did Americans learn about this nature's wonderful gift?"

Mrs. Hawayo Takata, of Hawaii is solely responsible to bring this enormous energy-healing technique to the West. She is known as the ***Mother of Modern Reiki.*** As student of Reiki Grand-Master Chujiro Hayashi, Hawayo Takata spread the healing art of Reiki ("universal life force," or as Mrs.Takata called it, "God power"). As a Japanese American, she helped to promote understanding of Japanese spiritual culture, in a time when all things Japanese were rather taboo. It was not until 1975 that she began training other Reiki Masters, but she did continue to practice Reiki healing on others. Before she died in 1980, she had trained twenty-two masters. These masters went on to spread Reiki across America, and it caught on like wildfire. Today it is practiced by thousands and thousands of people all around the world.

Main Temple, Mt. Kurama

Reiki, according to me is a vibrational force well equipped to create and sustain peace. Peace is a vibrational energy that can be affected by the light of the Reiki energy. As we create peace in our own hearts, we align with our personal purpose for being alive, we remember who we are.

Photo Courtsey: William Lee Rand, www.reiki.org

ADDA IN THE CITY OF JOY

Amitabha Datta

It takes a pinch of gossip and a dash of truth to get our creative juices flowing… Barry O'Brien, (The Telegraph, Kolkata).

"Adda" is a Bengali term for extended and informal intellectual conversation.

The great singer Manna Dey immortalized the song *'Coffee-house-er shei adda-ta aaj aar nei'*. Truly said, those days of aimless chat with a cuppa coffee in your hand are almost over. Unfortunately, for the adda-lover Bengalis, multistoried buildings have replaced roadside verandahs. Parks and footpaths are giving shape to housing societies and shopping malls. The growing interests in net surfing, computer classes and extra-curricular activities are the predominant factors of the withering adda culture in Kolkata. Gone are the days when people used to spend long hours over cha and telebhaja. Cha was the symbol of adda, a symbol of being a Bengali at heart.

From the flavour of Flurry's to the aroma of Coffee House — the old mustiness is fading and a refreshing change is taking over the city's favorite adda joints…. Adda is the life-blood of the Bengali community. It is a quintessential aspect of Bengali culture. Bengalis are known for their uncanny propensity of spending endless hours in adda sessions. College-goers, office-goers, intellectuals, traders - persons belonging to a wide spectrum of society, visit Coffee House for adda. Unalloyed adda with bouts of coffee and pakora are still the favorite of many. Many a productive and regular adda has inspired the words to flow from the pens of many a genius wordsmith. In days gone by, every regular publication had an adda — informal sessions through the day to discuss what the magazine could include in its content. The closest English word that can describe the essence of adda is chat. However it's NOT the e-version, but the real one – face to face with physical presence. It's a friendly, casual conversation at an informal gathering of like-minded people, who want to talk their hearts out as a means of relaxation during leisure hours.

Adda manifests itself everywhere in embryonic form. From the Egyptians to Americans- chilling out with a cup of coffee or guzzling bear in a pub – everybody is found relaxed, relieved and deeply engrossed in a typical 'adda' mood. The addas in Calcutta are substantially cultural or intellectual. Several outstanding writers in those days viz., Tarashankar Banerjee, Nazrul Islam, Premendra Mitra, and Sailajananda Mukherjee used to throng the 'Kallol' adda.' Sabuj Patra' by Prasanta Chowdhury was another adda which drew a lot of enthusiastic people. A counter-adda was soon set up by a team of conservatives at 'Shanibarer Chithi'.

Today, the organization like the Calcutta Club has become active to resuscitating and keeping this tradition alive and kicking. Sutanuti Parishad has been a pioneer in this field, organizing a formal adda as part of its celebrations of Calcutta's 300th birthday.

The latest happening in Calcutta's adda-circuit is CIMA (Center of International Modern Art) Gallery's adda club, which meets every Sunday. Club membership is restricted to a few and members have the opportunity to interact with Celebes like author Taslima Nasreen and painter Bikash Bhattacharya. Earlier this year, an adda organized by Aikataan

at the Salt Lake Cultural Centre turned out to be a huge success.

The Bengali adda, unlike Shakespeare's Mermaid Tavern, was more akin to Dr. Johnson's circle attended by Burke, William Pitt and men of their ilk. The talkers and listeners included Oxonians like Humayun Kabir, whom a young Jyoti Basu defeated in his first election half-a-century ago; there were also reps from Cambridge, like Malcolm Muggeridge, then assistant editor of The Statesman; in artist Jamini Ray, they had a passionate participant, while scientist Satyen Bose, was "the greatest addabaj" of them all.

Today's generation may not be fully aware of the intense adda at the 'Desh' office which was presided by Sagarmoy Ghosh and his contemporaries. Another adda was held in the magazine section of the 'Ananda Bazar Patrika' and was hosted by Ramapada Chowdhury.

The most remarkable coffee house of recent times is the one at College Street. Another one at Chittaranjan Avenue (misleadingly termed as the 'Chowringhee Coffee House') was favorite haunt of the film-maestro Satyajit Ray.
The regulars of Coffee House have developed a personal rapport with most of the bearers.

It is the favorite haunt for the intellectuals and there is high probability of finding a celebrity film director or an established painter or a budding musician shaking shoulders with the hol polloi and sipping infusion at Coffee House. This is the spirit of Coffee or Tea. The popularity of Coffee House as a favorite for 'adda' has withstood the test of time and one hope that it will remain so for years to come.

Dilkhusha Cabin on Mahatma Gandhi Road is another favorite haunt of adda. Fish Cutlet and Mutton Chop are something this restaurant is famous for. Every evening this restaurant is visited by persons willing to spend their time in leisure adda. Various items are ordered from time to time and the adda goes on. Nowadays, the number of menus has increased and adda-seekers are able to order from a wide array of snacks.
This restaurant is the favorite haunt of all College and University goers. Students are allowed to spend endless time in addas here.

Adda at Nandan

[Sources: Calcuttaweb.com, Kolkatabeckon.com & Travelindia.com]

Basanta cabin, though not a favorite place for modern adda, nevertheless, it also attracted people from all hues to spend their leisure there. 'Paragon' was famous for its numerous varieties of 'sharbat'.
In the south, Coffee House on the first floor of Basusree cinema hall was a favorite haunt of film stars, directors, corporate bosses, lawyers, professors, chicken pakora, prawn pakora, egg pakora and coffee are some of the favorites of this place.

Bonophool Restaurant is another favorite place for adda in the Bhowanipore area. Old-timers recall that during the 60s and early 70s music stalwarts like Hemanta Mukhopadhyay, Shyamal Mitra, film star Uttam Kumar, Asit Baran, and various other famous and not-so-famous spent their leisure time here eating Moghlai Paratha and tea.

Sutripti cabin is still visited by several people. This restaurant, in keeping with the time, has introduced Chinese delicious Fish fry and omelet and tea. On Saturday evenings and Sundays, it becomes difficult to find a place in this restaurant.

It can be said that wherever you find an *adda* in progress, you can be rest assured that they essentially are Bengalis. It's so much a part of the life of Bengalis that it wouldn't be wrong to say that a Bengali can hardly stay alive without adda.

What do you think?

অনুভব

মায়া রক্ষিত

নবীন বরন - সান্ধ্যসন্ধ্যা চলছে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে। সিনিয়র দাদা দিদিরা খুব ব্যস্ত। বি. এ. এবং এম. এ.-র নবাগত ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাগত জানাতে হবে। তাই এত ব্যস্ততা। যথা সময়ে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের প্রধান অনুষ্ঠান শুরু করলেন। নাচ, গান, আবৃত্তি ও পাঠ হ'ল। সকলের পরিচয় পর্ব ও চন্দন পরানোর পালা এক-এক করে হচ্ছে, সুমন, তথাগত, সোনালী, অনুরাধা, নয়না, তন্ময়, চম্পা... সকলেই চুপ। সোনালীর পরিচয়- সোনালী রায়, বাড়ী শান্তিনিকেতনের রতনপল্লীতে, বি. এ. বিশ্বভারতী থেকে। সোনালী এম. এ. প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। শান্তিনিকেতনের মেয়ে, তাই নজর কাড়ে সবার। চতুর্থ বর্ষের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর দুই বন্ধু- নন্দন ও প্রীতম। হরিহর আত্মা। দুজনেই ঠিক করলো, যেভাবেই হোক ভাব জমাতে হবে সোনালীর সঙ্গে। কারনটা অবশ্য দুটো, এক- অপরূপা, দুই- শান্তিনিকেতনের মেয়ে, একটা আলাদা চটক। কাকতালিয় ভাবে এক ফলের দোকানের সামনে নন্দন ও প্রীতমের সঙ্গে দেখা হ'ল। নন্দন ও প্রীতম উপযাচক হয়ে সোনালীর সঙ্গে আলাপ জমালো। পরিচয় হ'ল - প্রীতমের বাড়ী টালিগঞ্জ, একমাত্র ছেলে। বাবা ইঞ্জিনিয়ার ও মা হাউসওয়াইফ। নন্দনের বাড়ী সন্তোষপুর- নন্দনের একটি বোন আছে। বাবা-মা দুজনেই স্কুল টিচার।

নন্দন, প্রীতম ও সোনালী- ওদের ভাব ক্রমে গভীর হতে লাগলো। ভাব যেমন জমেছে, মেঘ তার চেয়েও বেশি জমেছে। নন্দন ও প্রীতম দুজনেই সোনালীকে ভালবাসে - কিন্তু কেউ কাককে বলতে পারেনি। একদিন কথা প্রসঙ্গে সোনালী বলেছিলো, ছেলেরা হবে শান্ত, ধীর, স্থির ও বুদ্ধিমান। উদ্ধত নয় - প্রীতম পুরুষ হিসাবে যথেষ্ট আকর্ষক ও চটকদার। লম্বা ছিপছিপে অ্যাথলেটের মতো চেহারা রং অবশ্য মাঝারি। পুরুষের রং এর দিকটার চেয়ে ছাপিয়ে পড়ে পুরুষালি চেহারা- সেখানে প্রীতমের ঘাটতি নেই- বরং বেশিই। চওড়া কপাল, পুরু ঠোঁট, ছোট ছোট চোখ দুটি যেন কথা বলে। সব মিলিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। মনে হয়েছিল শিশুর মত নিষ্পাপ, নিখাদ। তার আত্মত্যাগ অনেক বেশী, প্রয়োজনে সোনালীর জন্য জীবনও দিতে পারে। এই অনুভূতি সোনালীকে সাহায্য করেছিল নন্দনকে বেছে নিতে। সুন্দরী, বুদ্ধিমতী সুরুচিসম্পন্না সোনালী সহজেই সম্মতি পেল নন্দনের বাড়ী থেকে। নন্দনও সম্মতি পেল সোনালীর বাড়ী থেকে।

প্রীতম ও নন্দনের পড়া শেষ। প্রীতম ভূপালে চলে গেলো চাকরি নিয়ে আর নন্দন কলকাতার নামী কোম্পানিতে যোগ দিল। একদিন নন্দন ও সোনালীর বিয়ের কার্ড ভূপালে প্রীতমের কাছে পৌঁছালো- বিজ্ঞাতার মাধ্যমেও প্রীতম ওদের শুভেচ্ছা জানাতে ভুল করেনি। নন্দন ও সোনালীর বাড়ীতে সানাইয়ের সুর বাজল। সে সুর প্রীতমের বুকে বেজেছিল। বিয়ে, হনিমুন সবই যেন বাঁধ-ভাঙা নদীর জোয়ারের মত দ্রুত হতে থাকলো। উচ্ছ্বাস, আনন্দে উভয়ই আপ্লুত। মনে হচ্ছিল একে অন্যের পরিপূরক। কেউই কাউকে ছাড়া বাঁচবে না।

বিয়ের ছ'বছর পর এক গাড়ী দুর্ঘটনায় নন্দনকে এস. এস. কে. এম হসপিটালে ভর্তী হতে হ'লো। মাথায় প্রচন্ড চোট। ধীরে ধীরে স্মৃতি শক্তি হারিয়ে গেল।

নার্ভগুলো শুকিয়ে মৃত্যুর দিকে চলে পড়লো। তখন সোনালীর কোলে ছোট্ট লাটাই - ওরফে আনন্দ। মাথায় যেন বাজ পড়লো সোনালীর। কি করে লাটাইকে বড় করবে? কোম্পানি থেকে সোনালীর জন্যে একটা চাকরি যোগাড় করা হয়েছে।

গতানুগতিক জীবন কোনরকমে চলে যাচ্ছিল সোনালীর। এ দিকে প্রীতম মোটা অঙ্কের চাকরী নিয়ে আমেরিকায় চলে যাচ্ছে। বিদেশে যাবার আগে সোনালীর সাথে দেখা করার ইচ্ছে অনুভব করল এবং কলকাতায় এল প্রীতম। প্রীতমের সঙ্গে যোগাযোগের ইচ্ছে সোনালীর অন্তরকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু কোথায় যেন হারিয়ে যেত সবকিছু। সোনালীর সঙ্গে দেখা করতে এসে নীরব দর্শকের মত কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে, নীরবতা ভেঙে সামান্য দু'চার কথা বলে চলে যেতে উদ্যত প্রীতম- তখন একরাশ মিশ্র অনুভূতী বিবশ করে ফেলেছিল সোনালীকে। তখনকার মত বিচারবুদ্ধি লোপ পেয়েছিল তার। ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল প্রীতমের এগিয়ে যাওয়া পথের সামনে। নন্দন চলে গেছে- হঠাৎ সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার ভয় গ্রাস করে ফেলেছিল সোনালীকে। অনুভব করেছিল, জীবন যুদ্ধতে সে তখন একা- একেবারেই একা। তার উপর লাটাইকে বড় করে তোলার গুরু দায়িত্ব। একাকিত্ব, ভয়, ক্ষোভ, অভিমান ও হতাশা কুরে কুরে খাচ্ছিল সোনালীকে। তাই প্রীতমকে বাধ্য করেছিল সেই রাতটা তার সঙ্গে থাকতে।

কাকভোরে সোনালী ঘুম ভেঙে দেখে একই কম্বলের নীচে ঢাকা ওদের দুজনের শরীর। চেতনা ফিরে পেয়েছিল সোনালী জেগে। যা ঘটে গেছে তার জন্য কোনরকম লজ্জা? না, সামান্য অনুশোচনা হয়েছিল বৈকি। নন্দনের জায়গা প্রীতমকে দিলে কি আজ এই জায়গায় দাঁড়াতে হত তাকে? হ্যাঁ, সোনালীর ভয় হচ্ছিলো- অবস্থার চাপে পড়ে প্রীতমকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকার ভয়।

প্রীতম যদি কোনদিন আঙুল তোলে সনালীর দিকে- সুযোগ-সন্ধানী বলে? তাই, মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে জানিয়ে দিয়েছিল সোনালী- কোনদিন প্রীতমের জীবনে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না সে। প্রীতম যেন আর কোনদিন ফিরে না আসে তার কাছে।

প্রীতম আমেরিকা চলে যাওয়ার দীর্ঘদিন পর, অনেকগুলো রাত ওই বিশেষ রাতটার স্মৃতি নিয়ে কাটিয়েছে সোনালী। বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছে- সে রাতে

তার অসংলগ্ন আচরণের। নন্দন মারা যাওয়ার দীর্ঘ ছ'বছর পর এরকম একটা ঘটনা ঘটানোর জন্য কেন এতটা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সে? নন্দন চিরদিনের জন্য চলে গেছে। প্রীতম ও চলে যাচ্ছে। হঠাৎ সব কিছু হারিয়ে যাওয়ার ভয় গ্রাস করেছিল সোনালীকে। এদিকে সোনালীর অধ্যাপক বাবা ও মা দু'জনই শান্তিনিকেতন থেকে চলে এসেছিল দমদম পার্কে একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে শুধু মাত্র লাটাইয়ের জন্য। লাটাই সাউথপয়েন্ট থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিল। জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে উত্তর বাংলো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সুযোগ পেয়েছে পড়ার। সেখানে পড়াকালীন তার সহপাঠিনী তিতিরের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিতির উত্তর বাংলার মেয়ে। ওদের বন্ধুত্ব কেবল গভীর হতে লাগল।

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর প্রীতম দেশে ফিরে এসেছে। কী করবে এখন সোনালী? প্রশ্রয় দেবে নিজের মনকে? গত কুড়ি বছরে ওদের সম্পর্ক শীতল থেকে হিমাঙ্কে পৌঁছেছে। সেই শীতলতা ভাঙার প্রথম সঙ্কেত এসেছে সোনালীর কাছে। প্রীতমের ফোন। ফোন রিসিভ করার পর বাথরুমের বেসিনে দাঁড়ালো সোনালী।

হঠাৎই টেলিফোনটা নীরবতা ভেঙে বেজে উঠল। সোনালী এগিয়ে এসে টেলিফোনটি তুলে আস্তে 'হ্যালো' বলতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো তার একমাত্র পুত্র লাটাইয়ের কণ্ঠস্বর। খুশীতে আপ্লুত সোনালী। লাটাই জানাল, 'আগামী ১২ই জুলাই আমি আসছি। সঙ্গে সারপ্রাইজ।'

যথা সময়ে লাটাই তিতিরকে নিয়ে সোনালীর সামনে উপস্থিত। সারপ্রাইজের অর্থ বুঝতে বাকি রইল না সোনালীর। ওদের দুজনকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করতে উদ্যত- এই মুহূর্তে কে যেন বলছে, 'আমিও তোমাদের দুজনকে আশীর্বাদ করছি, লাটাই দেখো জীবনে জো-কাট্টা যেন না হয়।' চেনা স্বরে চমকে উঠেছিল সোনালী। ফিরে তাকাতেই সোনালীর চোখ প্রীতমের চোখে। প্রীতম বলল, 'সোনালী, আজ তো তুমি একা নও, আজ তুমি পরিপূর্ণা।' একথা শেষ না হতেই তিন জোড়া চোখ প্রীতমের দিকে। প্রীতম মনে মনে ভাবছে, আজ আর নয়। তাই ধীর পদক্ষেপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রীতমের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সোনালী অনুভব করলো, সত্যি প্রীতম আজ একা - একেবারে একা।

CHAT PATTI

Pur Indian Vegetarian Restaurant
Fresh, Hot & Spicey Everyday

We Serve All Kind of Chat

Gujrati, Punjabi & South Indian Cuisine
Mouth Watering Indian Sweets

(404) 633-5595
1594-F Woodcliff Dr.
Atlanta, GA 30329

R.K. & Anila

www.chat-patti.com

GOKUL SWEETS

SNACKS - KULFI & CHAT BHANDAR

NOW OPEN

Not Just another Sweet Shop
But a Unique Taste and Freshness
You 've been missing for so long ....

Come Visit Us and Taste our
Authentic Indian Sweets
Chat Bhandar and Kulfi

Fresh & Daily Made

CATERING FOR PARTIES
& ALL OCCASIONS

NOW TAKING ORDERS
FOR DIWALI

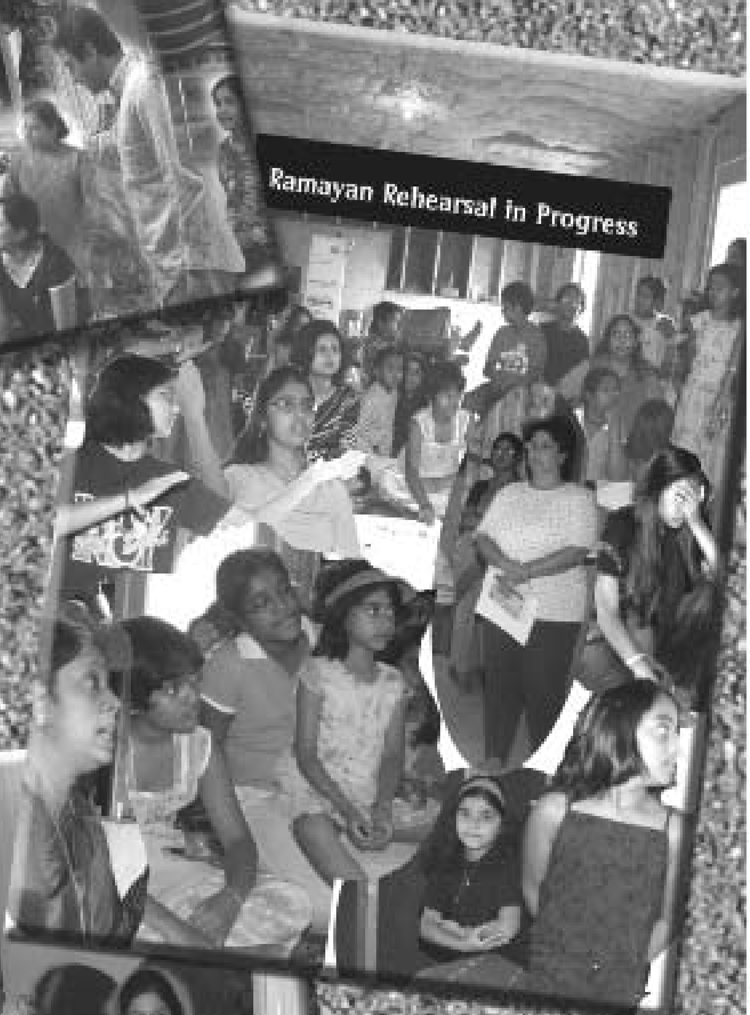

Puja Preparations 2005

Best Wishes for Durgapuja, Diwali and New Year

GLOBAL MARKET

International Foods

"A **unique** Desi store in your town"

OPEN 7 DAYS 11:00 AM – 9:00 PM

- Fresh Vegetables, Sugarcane Juice, Rajbhog Sweets and Snack
- Large selection of Indian beers. TajMahal, Kingfisher, Royal Challenge, 2000 etc.
- Large selection and best brands of groceries [NIRAV, LAXMI, DEEP, CHIRAG]

Great Customer Service@everyday low prices.
Coming soon Halal Meat and Seafood at our Marietta location

Convenient locations to serve you. Send your feedbacks at globalmarketga@yahoo.com

1) **Alpharetta**

10875 Jones Bridge Rd#5
Alpharetta, GA 30022
(678) 319-9711
(Near Jones Br/State Br Xing)

2) **Marietta**

(formerly Danabazar)
1482 Roswell Rd.
Marietta, GA 30062
(near Harry's Farmer Market)

Special for Pujari

Haldiram (New Delhi) Rasogolla 2 for $6.99 only.

Present this original coupon at checkout. Limit 2 cans per coupon please.

ALPHARETTA

HALAL MEAT & SEAFOOD

Largest Variety of Quality Halal Meat & Frozen Seafood. Best Prices in Metro Atlanta.

ZABIHA 100% HALAL
USDA Approved

WIDE SELECTION OF FROZEN SEAFOODS FROM INDIA & BANGLADESH

FRESH GOAT LAMB BEEF

HAND-CUT CHICKEN

SILVER POMFRET

BLACK POMFRET

KING FISH (Whole & Steak)

ROHU · HILSHA

PABDA · SHRIMPS

10875 Jones Bridge Road, Suite 2, Alpharetta, GA 30022
Next to Global Market - Corner of State Bridge Road & Jones Bridge Road

770-346-8808

We will cut & clean the fish as per your requirement.

Seasons greetings from: Phone: 404-296-2696

PATEL BROTHERS

Indo-Pak Grocery

The lowest priced grocery items at South East

Conveniently located at the heart of Decatur at:

1711 Church Street

Decatur, GA-30033

PAYING TOO MUCH FOR YOUR LIFE & HEALTH INSURANCE? MAYBE WE CAN HELP!

INSURANCE COMPANIES ARE LIKE MOVING TARGETS.

The company which offered the best rates yesterday, may not be the same today.

We represent carefully selected group of reputable insurance and investment companies, and place your policy with the company offering suitable coverage at a competitive price.

Rajesh Jyotishi and associates
Left to Right: Radhesh Patel, Pavittar Safir, CFP; Pari Jyotishi,Rajesh Jyotishi, CEP CSA; Kirit Gandhi

Call For a FREE Competitive Analysis.
(770)451-1932
E-mail: info@shalinfinancial.com

Shalin Financial Services, Inc.
SfS
Insurance, Investments & Financial Planning

www.ShalinFinancial.com
Since 1991

Partial list of companies we represent

Health Insurance

Blue Cross
Kaiser Permanente
American Medical Security
Golden Rule
Assurant
United Healthcare of Georgia
Coventry
Great West
Principal
Aetna
Humana
IMG (Int'l Medical Group)
John Alden
Performax
Cigna
Guardian

Life Insurance

American General
Banner
First Colony
Lincoln Financial
ING
AXA/Equitable
New York Life
Metlife
Nationwide
Pacific Life
Principal
Jackson National
Jefferson Pilot
Prudential
Allstate/Lincoln Benefit
Chase
Transamerica
Mass Mutual

Seasons greetings from: Phone: 404-246-6400

Super Bombay Bazar

Indo-Pak-Bangla Large Super Market

Best prices-Variety-Convenient Location-Ample Parking

Facilities: Western Union Money Transfer, Check Cashing and Money Order

Open Seven Days a Week

Conveniently located at Center Point Shopping Plaza:

2201 Lawrenceville Hwy

Decatur, GA-30033

Tel: 404-246-6400 Fax: 404-634-9933

Email: superbombaybazar@yahoo.com

SHIVAM

Asian Groceries, Video and Vegetables

Visit Us for...

- ***One stop shopping for your frozen foods, groceries, vegetables and movies***
- ***Everyday Low prices***
- ***Convenient Location*** *(Only 1 mile from I-75, Big Chicken)*
- ***Large selection of Hindi, Telugu and Tamil movies***
- ***Great Customer Service***

Successfully serving great prices and friendly customer service for more two years in

Marietta

Phone (770) 971-SHIV (7448)

EASTGATE Shopping Center
1812 Lower Roswell Road, Marietta, GA 30068
Open Monday 12 –7, Tuesday – Sunday 10 – 8:30

Directions: From I-75 take Exit 263 for loop 120. Go East towards Roswell. On 2nd traffic light make Left on Lower Roswell Road. We are on the left in Eastgate Shopping Center

RAJ RATAN

VEGETARIAN INDIAN RESTAURANT
(SHREE GANESH FOODS INC,)
CATERING SPECIALISTS
CATERING IN QUALITY VEGETARIAN DISHES
* LUNCH * DINNER * FARSAN * SNACKS * MITHAI *
SOUTH INDIAN * NORTH INDIAN * GUJARATI DISHES

SERVICE THROUGHOUT GEORGIA AND THE SOUTHEAST

SWAGAT CENTER
BROOKHOLLOW VILLAGE SHOPPING CENTER
5775 JIMMY CARTER BLVD. #160 NORCROSS, GA 30071
770 446-1120

FRIDAY DINNER SPECIAL
KHICHDI, KADHI & ROTLA

LUNCH BUFFET
TUE TO FRI 11.30 am TO 2.30 pm
DINNER THALI
TUE TO FRI 5.30 pm TO 9.00 pm
SAT / SUN 12.00 noon TO 9.00 pm

MONDAY CLOSED

Now Open

HEALTHY CONCEPTS CHIROPRACTIC
5775 Jimmy Carter Blvd., # 220 A (Swagat Center) Norcross, GA

Dr. Chirag Patel

Are you suffering from:
- Headaches (Migraines),
- Neck/Shoulder Pain,
- Low Back Pain,
- Neurological Problems,
- Sciatica,
- Carpal Tunnel Syndrome,
- and foot Problems

Board Certified
Chiropractor for Physical Modalities

Free Spinal Screening
Free Posture Analysis Test

We can help.
Call [illegible] for Appointments
Chiropractic Care, Physiotherapy and Rehabilitation
Learn the Concepts of Healthy Living

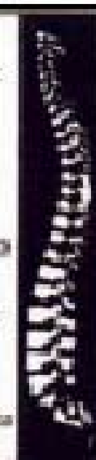

TEXAS SARI SAPNE

1594 Woodcliff Dr. # E · Atlanta, GA 30329
(404) 633-7274 · (404) 633-SARI
(404) 327-6383 (Electronics)

THE LARGEST SARI & APPLIANCES STORE IN ATLANTA

We carry the biggest selection in Japanese Saris, Indian Silks & Wedding Saris, Designer Salwar Khameez in Cotton & Silks, Sari Suites, Lehanga Suits, 220V Appliances, TV's, VCR's, Microwaves, Steroes, Watches; Gents Suitings, Pants & Shirts; Luggage, Pens-Gifts, etc.... & Many Many More.

DVD SALES & RENTAL

A huge selection of DVD's • AUDIO's & CD's

we do PAL↔NTSC conversion
same day service available

We Now Put Your Videos to DVD at Affordable Prices

Come and See our New Arrivals of Latest Teenager Out Fits

TEXAS SARI SAPNE *Service with a Smile !*
Open Tue-Sun 11:00AM to 8:00PM · Closed Monday

শুভ দুর্গা পুজা শুভ দুর্গা পুজা

বিলাল হালাল মিট এন্ড গ্রোসারী

পুজা সেল

পদ্মার ইলিশ-২.৯৯/lb, রুহি- ১.৭৯/lb

গোট মিট- whole- ৩.৮৯/lb, half-৪.০৯/lb back leg-৪.২৯/lb

আটলান্টায় বনফুল
ব্রান্ডের পদ্মার ইলিশ
একমাত্র আমরাই
বিক্রি করি

চারামাছ onblock --সেল

বিলাল হালাল মিট এন্ড গ্রোসারী

3408 Clairmont Road NE, Atlanta, GA- 30319
Phone: (404) 477-2955

BHARTI DESAI, CPA P.C.

Certified Public Accountant

- Auditing & Reviews
- Electronic Filing
- Accounting
- Personal Taxes
- SBA Loans
- Corporate Taxes
- New Corp. Set-Up
- Part time Controller

BHARTI DESAI, *CPA P.C.*

Email: BDesai2@aol.com

1584 Roswell Road, Marietta, GA 30062

Business.: (770) 321-9798 • Fax: (770) 321-5291

Are Your Investments Working For You?

Raj Chokshi, CPA, MBA, CFP®

Paul Kindzia, CPA, MBA, CFP®

Shawn Meade, CPA, MS, CFP®

All of our advisors are CPA's, Certified Financial Planners (CFP®) and have Masters Degrees in financial planning. Let our expertise work for you!

Niagara
Financial Advisors, L.L.C.

- Investments
- Education Planning
- Retirement Planning
- Estate Conservation
- Health & Life Insurance
- Home Mortgages
- Tax Services

678.527.2800

www.niagarafinancial.net

4555 Mansell Road, Ste 210 • Alpharetta • GA • 30022

FREE HBO® + SHOWTIME® + cinemax®*

FREE for 3 Months

Wishing A Happy Diwali & Eid Mubarak!

CALL TO ASK ABOUT SPECIAL GIVE-A-WAY GIFTS
COURTESY ALVI

CONNECT UPTO 4 ROOMS FREE

AMERICA'S TOP 60
OUR VALUE PACKAGE INCLUDES YOUR FAVORITE PROGRAMMING, PLUS LOCAL CHANNELS*.
1ST MONTH FREE
$31.99

12 Public Interest Channels

MEGA PACK $49.99/mo
This package includes Zee TV, Sony, Zee Cinema, TV Asia, B4U, SET Max, Sahara, Samay

JUMBO PACKs $44.99/mo
This package includes Zee TV, TV Asia, Sony and B4U OR Zee Cinema OR Set Max.

PICK ANY THREE $34.99/mo
Zee TV, TV Asia, Sony, Sahara.

BANGLA SUPER PACK $34.99/mo
Channel-i, NTV Bangla and Tara Muzik.

ANY TWO $24.99/mo
ZEE, SONY, TV ASIA, SAHARA

ANY TWO $24.99/mo
Channel-i, NTV Bangla and Tara Muzik

ANY ONE $19.99/mo
B4U, Zee Cinema and SET Max.

ANY ONE $14.99/mo
KTV, Gemini, TEJA, Surya, Kairali, Udaya, Channel-i, NTV, Tara

ANY ONE $14.99/mo
Sahara, Samay, Zee Gujarati, Zee Punjabi

AMERICAN DESI $4.99/mo

SOUTH ASIA WORLD $4.99/mo

ALVI SATELLITES

SBCA CERTIFIED INSTALLERS • FREE STANDARD PROFESSIONAL INSTALLATION WITHIN 48 HOURS

SPEAK ENGLISH, HINDI, BENGALI & GUJARATI

FREE DVR/HD RECEIVER UPGRADES

678-791-6882 • 404-547-1800

Duluth, GA

dish NETWORK — Better TV for all.

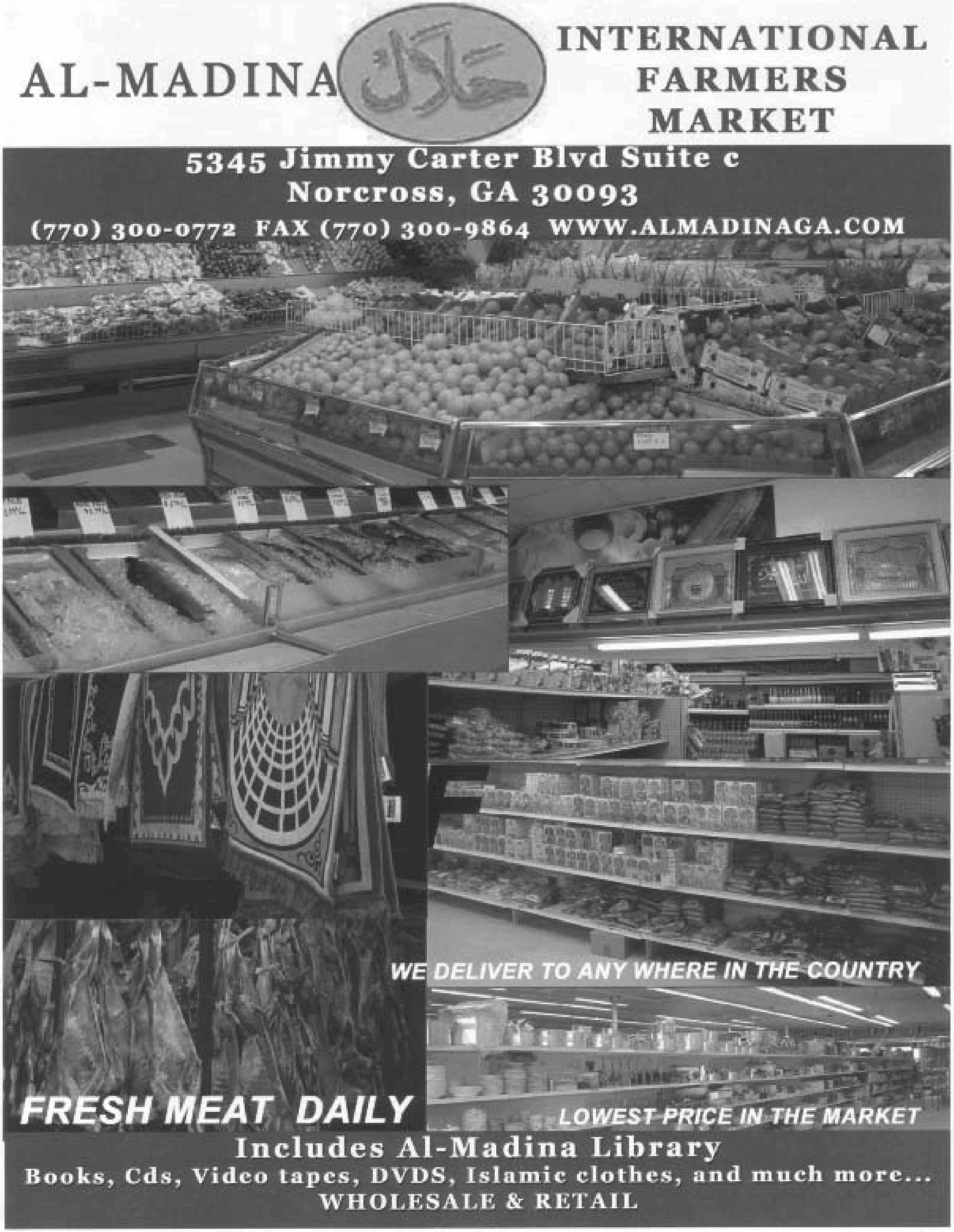
AL-MADINA
INTERNATIONAL FARMERS MARKET
5345 Jimmy Carter Blvd Suite c
Norcross, GA 30093
(770) 300-0772 FAX (770) 300-9864 WWW.ALMADINAGA.COM
WE DELIVER TO ANY WHERE IN THE COUNTRY
FRESH MEAT DAILY
LOWEST PRICE IN THE MARKET
Includes Al-Madina Library
Books, Cds, Video tapes, DVDS, Islamic clothes, and much more...
WHOLESALE & RETAIL

কাল ভোরে পঁচিশে বৈশাখ

শৈবাল বসু

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতকোত্তর শৈবাল বসুর ছেলেবেলা কেটেছে জলপাইগুড়িতে। সাহিত্য, গান, নাটক - এসব নিয়েই মেতে আছেন। 'ইমন' নামে নিজেস্ব একটি নাটকের দল আছে। রবীন্দ্রনাটক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার কারণে মাঝেমাঝেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন।

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে আমেরিকার এক কবি, অ্যালেন গিনসবার্গ এসেছিলেন ভারতে। এদেশের কবিদের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর প্রশ্ন - 'কাল রাতে ঘুমোতে যাবার আগে কার কবিতা পড়েছো তোমরা?' দিনযাপনের সঙ্গে শিল্পকে কতখানি মিলিয়ে নিলে কবিতা ও কফি হয়ে যায় সমার্থক, এই বিচারে না গিয়ে বরং ভাবতে বসা যাক সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প নিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকাটাকে কতখানি ছুঁতে চাই, কিম্বা ছুঁতে পারি আমরা। জানি না কেন নাচ-গান-নাটক নিয়ে একরকম একটা ভাবনা ভাবতে গেলে বাঙালির মনের ভাষা ও ভাষণ অনেকটা অনিবার্যভাবেই পৌঁছে যায় রবীন্দ্রনাথে - আরও স্পষ্ট ভাবে 'পঁচিশে বৈশাখ'-এ। 'শরীর আনন্দে পড়ে থাক, কাল ভোরে পঁচিশে বৈশাখ' - শিহরণ জাগানো এই দুটি পংক্তি আমাদের শিল্পচর্চা সমার্থক - পঁচিশে বৈশাখকে ঘিরে, সংস্কৃতির সৌরবৃত্তকে ঘিরে, আমাদের এক অন্যরকম বেঁচে থাকা।

কিন্তু সব মিলিয়ে কিরকম সেই বেঁচে থাকা? সেই 'অন্যরকম' বেঁচে থাকাটার সঙ্গে আমার রোজকার বেঁচে থাকাটার কোনো যোগসূত্র আছে কি? থাকলে সেটা কোথায়? এই যে আজ, বিংশশতকের চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'আপনার বেঁচে থাকাটা ঠিক কিরকম?' অর্থপূর্ণ একটা উত্তর চট্‌ করে দেওয়া কি সম্ভব হবে আমার পক্ষে? এই যে আমি সকালে বাপ-মায়ের কাছে একরকম, দুপুরে কর্মস্থলে আরেক রকম, সারাদিন একশোটা মিথ্যে কথা বলে, পারিপার্শ্বিকের কাছে পুরোটাই গোপন রেখে সাঁঝের বেলা লাইব্রেরিতে কিম্বা ক্লাবে মগ্ন করি নিজেকে - আমার শতধাবিভক্ত টেনশান, চকিতে উচ্চারিত প্রেম, বিচিত্রগামী অবচেতনা - সব মিলিয়ে আমার আমিটা যে ঠিক কেমনতর - এই জটিলতম প্রশ্নের মুখোমুখি হই কি আমরা কখনো?

সেই জটিলতম প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেন আমাদের, রবীন্দ্রনাথ। বারবার। অথচ সব মিলিয়ে আমাদের রবীন্দ্রচর্চার ইতিবৃত্ত কিন্তু খুব বিচিত্র। রবীন্দ্রনাথ নিজে যখন 'বিসর্জন' নাটকে অভিনয় করেন তখন তাঁর বয়স ষাট পেরিয়েছে। কিন্তু মঞ্চে তিনি পুরোপুরি যুবক জয়সিংহ, একথা প্রত্যক্ষদর্শী জানিয়েছেন আমাদের। 'বিসর্জন' নাটকে পুরোহিত রঘুপতি জয়সিংহকে রাজহত্যায় প্ররোচনা দিয়ে যখন বলেন - 'কে বলিল হত্যাকাণ্ড পাপ ? এ জগৎ মহাহত্যাশালা'- বিশ্বব্যাপী মারণযজ্ঞের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সংলাপটা খুব আজকের বলে মনে হয় না কি আমাদের ?

সত্যজিৎ রায়ের 'শাখাপ্রশাখা' ছবির সেই দিগ্‌ভ্রান্ত যুবকটির কথা মনে পড়ে। চোখের সামনে অনেক দর্শন, অনেক আদর্শের পতন ও ব্যর্থতা দেখে সে বলে এই জটিল সময়ে ভালো-মন্দ-ঠিক-বেঠিক তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের নাটকে দিশাহীন যুবক জয়সিংহ নিস্তার হতে চায় নিজেকে ভোগ সুখের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে -

''......থাক চিন্তা
থাক আত্মদাহ, থাক বিচার বিবেক -
কোথা যাও ভাইসব, মেলা আছে বুঝি নিশিপুরে?''

জানি না কেন 'নিশিপুর' শব্দটা আমাকে বারবার আধুনিক মেট্রোপলিটান-এর নাইটক্লাব মনে করিয়ে দেয়।

শম্ভু মিত্রের পরিচালনায় 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'রক্তকরবী' রবীন্দ্রনাটক প্রযোজনার ইতিহাসে যুগান্ত এনে দিয়েছিল। এই নাটকের 'যক্ষপুরী' যেন মঞ্চে নিয়ে আসে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত জীবনের ধারাভাষ্য।

চন্দ্রা - কতদিনে তোমার কাজ ফুরোবে?

বিশু - পাঁজিতে তো দিনের শেষ দেখে না। একদিনের পর দু দিন, দু দিনের পর তিন দিন, সুড়ঙ্গ কেটেই চলেছি, এক হাতের পর দু হাত, দু হাতের পর তিন হাত। তাল তাল সোনা তুলে আনছি, এক তালের পর দু তাল, দু তালের পর তিন তাল। তাই ওদের কাছে আমরা মানুষ নই, কেবল সংখ্যা। ফাগুভাই, তুমি কোন সংখ্যা?

ফাগুলাল - পিঠের কাপড়ে দাগ আছে, আমি ৪৭ ফ।

বিশু - আমি ৬৯ ঙ। গাঁয়ে ছিলাম মানুষ, এখানে হয়েছি দশ পঁচিশের ছক। বুকের উপর দিয়ে জুয়োখেলা চলছে।

বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথ যেন চলে এলেন অনেকটা হাতের নাগালের মধ্যে, 'রক্তকরবী' আমরা অনেকেই ছুঁয়ে নিলাম আমার আজকের বেঁচে থাকার এক ধরনের চালচিত্র।

কমিউনিকেশানের দিক থেকে সর্বজনগ্রাহ্য হওয়ার চেষ্টা নাটকের ক্ষেত্রে অনুকরণীয় ভঙ্গিতে করেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'ভাষা' অনেক সময়ই কমিউনিকেশানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভাষার অর্থ ছাড়াও ধ্বনিমাধুর্য সাধারণ শ্রোতার কানকে আকৃষ্ট করবেই। 'সরোবর কি ফেনার নূপুর পরা ঝর্ণার মত নাচতে পারে?' এ জাতীয় বাক্যাংশ অর্থের আগেই কানকে তৃপ্ত করে এক অনুপম সাঙ্গীতিক অভিজ্ঞতা।

কিন্তু নৃত্যনাটক নামে যে মাধ্যমটি সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্রনাথ, তাতে সঙ্গীত, নৃত্য, নাটক সবকিছুর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটে গেল। এই সমন্বয় কিন্তু আকস্মিক নয়। প্রাচীন ভারতের নাট্যশাস্ত্রে 'কায়িক' বা শরীরী অভিনয়কে 'বাচিক' বা সংলাপধর্মী অভিনয়ের সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মুখের ভাষা অঞ্চলবিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু শরীরের ভাষার আবেদন সার্বিক। ভাষা না বুঝলেও নৃত্যভঙ্গি দেখে আমরা ধরে নিতে পারি কোনটি নিবেদনের, কোনটি অনুরাগের, কোনটি বা তিরস্কারের প্রতিবিম্ব। আধুনিক পৃথিবীতে 'টোটাল থিয়েটারের' যে ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাটকের ধারণা তার কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

সমসাময়িককালে কলকাতার ডান্সার্স গিল্ড সুখ্যাত ডঃ মঞ্জুশ্রী চাকীসরকারের নৃত্যনির্মিতিতে রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যকের যে আধুনিক মঞ্চভাষা রচনা করেছে তার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনুভব করবার অভিজ্ঞতা হয়ত আমেরিকার অনেক দর্শকের ঘটেছে। রবীন্দ্রনাটক নিয়ে এই ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে আরও কয়েকটি দল। মুখের ভাষার ব্যবহার যথাসম্ভব কমিয়ে শরীরী অভিনয় দিয়ে অনুভবকে বাঙ্ময় করবার প্রয়াসে রচিত হচ্ছে অনেক মঞ্চনির্মাণ। পিটার ব্রুকের থিয়েটার ভাবনায় (মহাভারত মনে পড়বে অনেকেরই) যেমন শরীরী অভিনয়, মুদ্রা ও নানারকম মাইম ও দেহভঙ্গি একধরনের সর্বজনীন নাট্যভাষা রচনা করে, রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চায়নেও এই ধরনের বিশ্বজনীন নাট্যভাষা নির্মাণে প্রয়াস চলছে। নৃত্যনাটিকগুলোর ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি ব্যাপার হল এই যে সঙ্গীতের মোড়ক ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টিগুলিকে আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে সরিয়ে রাখতে চাননি - সঙ্গীত এবং বিষয়কে একটা সর্বজনীন মাত্রা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা অনুসরণ করে বলা যায় যে পুলিশ-কেসের রিপোর্ট হিসেবে শ্যামা-চণ্ডালিকা রচনা করা হয়নি। কিন্তু মজা এইখানেই যে অনুসন্ধানের চোখ নিয়ে দেখলে, পাওয়া যেতে পারে অপ্রত্যাশিত উন্মোচন। 'শ্যামা' নাটকে শ্যামা নগরসুন্দরী, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে কাঙ্খিত পুরুষকে বেছে নেবার অধিকার তার শৃঙ্খলিত। শ্যামা যখন প্রেমিক বজ্রসেনকে নিয়ে রাজপুরী থেকে পালিয়ে যায় তখন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিনিধি হিসেবে প্রহরী তার পেছনে ছোটে। 'এমন ক্ষতি রাজার সবে না' জাতীয় অবমাননাকর মন্তব্য আমরা তার মুখে শুনতে পাই। খুব সাম্প্রতিক কালে কিভাবে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্না এক রাজকন্যা আলোকচিত্রীদের তাড়নায় ট্র্যাজেডির শিকার হলেন তা আমরা দেখেছি। এ জাতীয় সমীকরণ হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে অতিসরলীকরণের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে আমাদের, তবু ধ্রুপদী সৃষ্টি আমাদের রোজকার বেঁচে থাকাটাকে কোথাও ছুঁয়ে যায়। যায়ই।

অনেকে অভিযোগ তোলেন যে এসব দুর্বোধ্য। বরং এভাবে বলা সহজ - যা বুঝি না তা দেখবো কেন? অথচ বুঝতে যে হবেই এমন দাবি কি সবসময়েই করেন কোনো স্রষ্টা? কবিতার ক্ষেত্রে তো আমরা অনেকে মেনেই নিয়েছি যে মানে বোঝাবার দায় নেই আর কবিতার, কবিতা শুধু প্রাণিত করতে জানে। মঞ্চের বেলায় যদি এই সত্যিটাকে আমরা মানতে না চাই, তাহলে হয়ত মুখ ফিরিয়ে নেব অথবা চিৎকার করে উঠব 'ডাকঘর' নাটকের মাধব দত্তের মত - ''ঠাকুর্দা, তুমি অমন মূর্তিটির মতো হাত জোড় করে নীরব হয়ে আছ কেন? আমার কেমন ভয় হচ্ছে। এ যা দেখছি এ সব কি ভাল লক্ষণ! এরা আমাদের ঘর অন্ধকার করে দিচ্ছে কেন? তারার আলোতে কি হবে?''

ঠাকুর্দা বলেন - চুপ করো অবিশ্বাসী! কথা কয়ো না।

ঠাকুর্দার মত সমাহিত দর্শকের কাছে রবীন্দ্রনাথ বা পঁচিশে বৈশাখ সেই তারার আলো। রাতে শুতে যাবার আগে সেই তারার পানে একটিবার না চাইলে ঘুমই আসবে না।

The article was first published by Parabaas (Issue 3) and has been re-printed here with permission from **Parabaas: http://www.parabaas.com**

মহাভারতের কাল নির্ণয়

ডাঃ সমর মিত্র

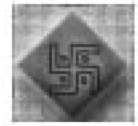

মহাকাব্যের মর্যাদার উপযুক্ত হলেও মহাভারতকে বিদ্বৎসমাজ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ এবং ইতিহাস বলেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে মহাভারত কোনো ব্যক্তিবিশেষের রচিত ইতিহাস নয়, এটি একটি জাতির স্বরচিত ইতিহাস। তবে ইতিহাস হলে তার কাল নিরূপণের প্রশ্ন আসে আর তা নিয়ে অতীতে বিস্তর গবেষণাও হয়েছে। রাজশেখর বসু তাঁর মহাভারতের ভূমিকায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন গবেষকদের সেই গবেষণার যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছেন সেই অনুযায়ী কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ত্রিংশতিতম শতাব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দের মধ্যে ঘটেছে বলে জানতে পারা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পরে এই মহাযুদ্ধ ঘটেছিল, তার আগে নয়। মতভেদ থাকলেও যুদ্ধ যে হয়েছিল তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই বলেই মহাভারতকে বোধহয় ইতিহাস বলে গণ্য করা হয়।

বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ আর্যভট্টের জন্ম হয়েছিল আনুমানিক ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে। তিনি যেমন চন্দ্রের পৃথিবীকে প্রদক্ষিণের সময়ের, বৃত্তের পরিধির সাথে ব্যাসের সম্পর্ক ইত্যাদির হিসেব করেছিলেন, তেমনি কলিযুগ সেই সময়ের সাড়ে তিনহাজার বছর আগে সুরু হয়েছিল বলেছিলেন। যেহেতু পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণের সময় কলিযুগের সুরু বলে ধরা হয়, সেই হিসেবে মহাভারতের কাল খ্রীষ্টপূর্ব তিরিশ দশক বলা যেতে পারে। সূর্যসিদ্ধান্তের হিসেবও প্রায় ঐ রকম। আর্যভট্টের কিছু পরের আর একজন স্বনামধন্য জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির বিবিধ গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশ দেখে কলিযুগ আরম্ভের সময় খ্রীষ্টপূর্ব আড়াই হাজার বছরেরকিছু আগে অনুমান করেছিলেন। সনাতন ধর্মীদের মতে শ্রীকৃষ্ণ খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০২ অব্দে দেহরক্ষা করেন। যেহেতু গান্ধারীর অভিশাপে শ্রীকৃষ্ণকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর ৩৫ বছর পরে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল, সেই হিসেবে ঐ মহাযুদ্ধের কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩১৩৮ বছর পাওয়া যায়।

মহাভারত যে সময় রচিত হয়েছিল সে সময় সাল গণনার কোন উপায় ছিল না। যখন থেকে তা হল, সে সময়ের গবেষকরা তাদের কাল থেকে মহাভারতের কালের ব্যবধান পরিমাপ করার চিন্তা করতে পেরেছিলেন। আর তা পেরেছিলেন কারণ মহাভারতকার তাঁর বর্ণনার মধ্যে সেই সঙ্কেত দিয়ে গেছেন।

ভীষ্মপর্বে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের সূচনায় অমঙ্গলসূচক গ্রহনক্ষত্রের সমাবেশের চমকপ্রদ বর্ণনা (যে ধরণের সমাবেশ অনেক দিন পরে পরে ঘটে) দিয়েছেন ব্যাসমুনি *(ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউট মহাভারতের সংকলন, ভীষ্মপর্ব তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২৪-)* যথা-

এতৌ অমঙ্গলদীপ্তৌ প্রজ্বলন্তৌ ইব স্থিতৌ
সপ্তর্ষীণামুদারাণাং সমবচ্ছাদ্য বৈ প্রভাম্ ।
সংবৎসরস্থায়িনৌ চ এতৌ প্রজ্বলিতৌ উভৌ
বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতিশনৈশ্চরৌ ।
কৃত্তিকাসু গ্রহস্তীব্রো নক্ষত্রে প্রথমে জ্বলন্ ।

ইত্যাদি ।

অর্থাৎ অনলসঙ্কাশ মঙ্গল আর শুক্র যেন প্রজ্বলিত অবস্থায় স্থিত বলে বোধ হচ্ছে, উদারপ্রকৃতি সপ্তর্ষিমণ্ডলের প্রভাপুঞ্জ সমাচ্ছন্ন হয়েছে, বিশাখার সমীপস্থ সম্বৎসরস্থায়ী বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর প্রজ্বলিত হয়েছে, কৃত্তিকাদি গ্রহনক্ষত্রেরও অনুরূপ অবস্থা। এ ছাড়াও এর আগে অনেকগুলো শ্লোকে আরো অনেক রকমের প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও উল্লেখ আছে যেগুলিও ঘোর অমঙ্গলসূচক বলেছেন ব্যাসমুনি। এই সঙ্গে আরো কয়েকটি আশ্চর্য ও চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন একটু পরেই, তা হল সেসময়ে পরপর দুটি পক্ষে সূর্য আর চন্দ্রগ্রহণ হয়েছিল (কোনটি আগে আর কোনটি পরে তা নিয়ে মতভেদ আছে), তবে সূর্যগ্রহণের সময় ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা লেগেছিল - এই ঘটনা প্রকাশ করেছেন পরপর দুটো শ্লোকে (*ভাণ্ডারকার রিসার্চ ইন্সটিটিউট মহাভারতের সংকলন, ভীষ্মপর্ব তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ২৮-২৯)* -

চতুর্দশীং পঞ্চদশীং ভূতপূর্বং চ ষোড়শীং
ইমাং তু নাভিজানামি অমাবস্যাং ত্রয়োদশীম্
চন্দ্রসূর্যৌ উভৌ গ্রস্তৌ একমাসে ত্রয়োদশীং
অপর্বণি গ্রহৌ এতৌ প্রজাঃ সংক্ষপয়িষ্যতঃ।

অর্থাৎ ব্যাসমুনি বলেছেন, 'অতীতে অমাবস্যা চতুর্দশী, পঞ্চদশী, এমনকি ষোড়শী তিথিতেও পড়তে দেখেছি, কিন্তু ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা কখনো হয়েছে বলে জানিনা।' যদিও বিশদ করে বলেননি, তবুও মনে হয় যে ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা বলতে একই দিনে ত্রয়োদশী, চতুর্দশী আর অমাবস্যার সংযোগ অর্থাৎ এই ধরণের একটা ত্র্যহস্পর্শ হয়েছিল। শুধু তাই নয়, তার ওপরে একই মাসে পরপর দুটো গ্রহণও হয়েছিল। ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা লেগে সূর্যগ্রহণ হওয়ায় চন্দ্রগ্রহণ আগের বা পরের পক্ষে যেটাতেই হয়ে থাক না কেন, সে সময় নিশ্চয়ই পূর্ণিমা লেগেছিল ষোড়শীতে (সেটিকেই মুনি অপর্ব বলেছেন মনে হয়)। এই ধরণের অদ্ভুতপূর্ব ঘটনা লোকক্ষয়কারী বলেছেন ব্যাস, যুদ্ধ আরম্ভ হবার কিছু আগে অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে।

মহাভারতের কাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা সুরু করার আগে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে হয়। প্রথম প্রশ্ন হোল তখন দিন কিভাবে গোনা হত। যেহেতু সে যুগে ঘড়ি বা ঐ জাতীয় কোন জিনিষ ছিল বলে মনে হয়না, তাই স্বচ্ছন্দে অনুমান করে নেওয়া যায় যে তখন এক সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় অথবা এক সূর্যাস্ত থেকে পরের সূর্যাস্ত পর্যন্ত একটা দিন ধরা হত। সেক্ষেত্রে এখনকার ঘণ্টা অনুযায়ী বিষুবরেখার পরে অবস্থিত না হলে যে কোন স্থানে সারা বছরে এক দিনের দৈর্ঘ্যের তারতম্য ঘটত। সে যুগের মানুষ সেটা জানতেন কি জানতেন না তাতে অবশ্য আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সমাধানে কিছুই এসে যায় না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, মাস গণনা কিভাবে হত। তখন ৩৬৫ দিনে যে সৌরবছর হয় সেটা হয়ত জানা ছিল অথবা ছিলনা, তবে চান্দ্রমাস গণনা করা সহজ ছিল বলে হয়তো তাই ছিল। সৌরমাস হলে

একমাসে দুটো গ্রহণ, তারমধ্যে সূর্যগ্রহণ ত্রয়োদশী অমাবস্যায় এই ধরণের ঘটনার সম্ভাবনা, একই চান্দ্রমাসে এই ধরণের দুটো গ্রহণ হবার তুলনায় কম। কারণ পরপর দুটো গ্রহণ হলে, সেটা একই চান্দ্রমাসে হবার সম্ভাবনা প্রোবাবিলিটির থিওরি অনুযায়ী ১/২ বলতে হয়, যেহেতু চান্দ্রমাস বলতে হয় এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা, নয়তো এক অমাবস্যা থেকে পরের অমাবস্যা, এই দুটোর মধ্যে একটাকে ধরতে হয়। সৌরমাস ধরলে পরপর দুটো গ্রহণ একমাসে দুটো অথবা কোন মাসের আগে অথবা তার পরের মাসের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। অতএব চান্দ্রমাস ধরেই এই সমস্যার সমাধান করা যাক। সেক্ষেত্রে চান্দ্রমাস যদি পূর্ণিমায় শেষ হত বলে ধরা যায়, তাহলে একমাসে পরপর দুটো গ্রহণের শেষটিকে চন্দ্রগ্রহণ হতে হয়। উল্টোটা ধরলে প্রথমটিকে চন্দ্রগ্রহণ হতে হয়। ব্যাসমুনি ঐ শ্লোকে **চন্দ্রসূর্যৌ** বলেছেন বলে হয়তো প্রথমেই চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে বলে অনেকে মনে করতে পারেন। তবে এর বিপক্ষে বলা যায় যে মাস অন্ধকার দিয়ে সুরু আর অন্ধকার দিয়ে শেষ বলে ধরার চেয়ে উল্টোটাই যেন বেশী গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। এর মধ্যে কোনটা ঠিক তা অবশ্য জোর দিয়ে বলা না গেলেও প্রথমে সূর্যগ্রহণ হবার স্বপক্ষে বলা যায় যে ঐ শ্লোকে গ্রহণের বর্ণনায় প্রথমে **ত্রয়োদশীম্** (আগের শ্লোক অনুযায়ী অমাবস্যা অর্থাৎ সূর্যগ্রহণ) ও পরে **সূর্যচন্দ্রৌ** করা হয়েছে। এতে করে চান্দ্রমাস পূর্ণিমায় শেষ হচ্ছে যা উত্তরভারতে দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত। তবে এও ঠিক যে দক্ষিণ ভারতে চান্দ্রমাসের সংজ্ঞা এর বিপরীত, অর্থাৎ অমান্ত (অমা+অন্ত) এবং নীলকণ্ঠ আদি অন্য কোন টীকাকারেরা ঐ শব্দটির কোন রদবদল করেননি। অতএব ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা এবং তার আগে পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ এটাই সংখ্যাগুরুদের অভিমত বলে মনে হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন হল এই দুটো গ্রহণ যুদ্ধের কত আগে ঘটেছিল আর ঐ সব অমঙ্গলসূচক চিহ্নও বা কখন দেখা গিয়েছিল। মনে হয় যে আপোষে ও শান্তিপূর্ণভাবে মিটমাট করার চেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণের দৌত্যকার্য্য যখন ব্যর্থ হল, কুরু পান্ডবের যুদ্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী বলে বোঝা গেল, আর উভয়পক্ষ যখন সৈন্য সংগ্রহ ও সেনা সমাবেশ করতে আরম্ভ করল তখনই এই সব দুর্নিমিত্ত দেখা যেতে লাগল। দিনক্ষণের হিসেব না পেলেও বলা যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ হতে তার পরে বিশেষ দেরি হয়নি।

প্রাকৃতিক নানারকম বিপর্যয় ছাড়াও গ্রহনক্ষত্রের অমঙ্গলজনক নানারকম সমাবেশের বর্ণনা রয়েছে মহাভারতে। সেকালে গ্রহনক্ষত্রের নামকরণ আর মানুষের সমাজের পরে তাদের সমাবেশের প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা দেখে বোঝা যায় যে তখন জ্যোতির্বিদ্যার মান বেশ উন্নত ছিল। তাহলেও আগে থেকে কবে কখন কোন গ্রহণ ঘটবে, কোথা থেকে তা দেখা যাবে বা যাবেনা, গ্রহণ সম্পূর্ণ বা আংশিক কি হবে, এসব বোধহয় জানা যেতনা, তবে গ্রহণ লেগেছে তা নিশ্চয়ই বোঝা যেত। শ্লোকে ***গ্রস্তৌ*** কথাটি দেখে মনে হয় তখন সূর্য্য চন্দ্রকে রাহু গ্রাস করত এই ধারণাই ছিল। ছায়া পড়ার ব্যাপারটা বোধহয় জানা ছিলনা। সে যাই হোক, গ্রহণ লেগেছে তা যদি দেখে বুঝতে হয় তাহলে কোথায় তা লেগেছে সেই স্থানটার পরিচয়ও জানা চাই, কারণ গ্রহণ লাগলে তা পৃথিবীর সব জায়গায় দৃশ্যমান হয়না। অতএব ধরে নেওয়া যায় ব্যাসমুনি তখন কুরুক্ষেত্রেই ছিলেন আর পরপর সব দুর্লক্ষণ দেখে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে সেই সবের বর্ণনা দিয়ে হয়ত শেষবারের মত এই লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন।

কালনিরূপণের জন্যে ব্যাসমুনির বর্ণিত মহাভারতের মধ্যে আর একটি ঘটনাও এই প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা উচিত। সে হোল ভীষ্ম শরশয্যায় শয়ান হয়ে ইচ্ছামৃত্যুর বরে দেহত্যাগের শুভক্ষণ নির্বাচন করলেন সূর্য্যের উত্তরায়ণ আরম্ভের মুহূর্তে। ঐ মুহূর্তের জন্য তাঁকে ঐ অবস্থায় আটান্ন দিন অপেক্ষা করতে হয়েছিল। সেই দিন যখন এল, তখন তাঁর পারলৌকিক কর্মের উদ্দেশ্যে সমাগত কুরু পান্ডবদের সম্বোধন করে শরশয্যাশায়ী ভীষ্ম বলেছিলেন,

অষ্টপঞ্চাশতং রাত্র্যঃ শয়ানস্যাদ্য মে গতাঃ
শরেষু নিশিতাগ্রেষু যথা বর্ষশতং তথা।

(ভান্ডারকার সংকলন, অনুশাসনপর্ব ১৫৩ তম অধ্যায়, শ্লোক ৩৫)

আজ আমার তীক্ষ্ণ শরবিদ্ধ অবস্থায় আটান্নটা রজনী অতিবাহিত হয়েছে, বোধ হচ্ছে যেন শতবর্ষ গত হয়েছে। এর থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোন এক বছরে কোন দিন শুরু হয়েছিল সে হিসাব সহজেই করা যায়।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ আর একটি সংকেতের কথাও বলেন। সেটি একটি ঘটনা, যেটি ঘটেছিল যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে জয়দ্রথবধের একটু আগে। কৌরবদের সেনাপতি পদে তখন দ্রোণাচার্য। অর্জুনের প্রতিজ্ঞা সেদিন সূর্যাস্তের আগেই তিনি জয়দ্রথকে হত্যা করবেন, অন্যথা আত্মবিসর্জন দেবেন। কোন কোন মহাভারত, বিশেষ করে বাংলাদেশে প্রচলিত মহাভারত অনুযায়ী জয়দ্রথ নাকি কাপুরুষের মত লুকিয়ে ছিলেন, তাঁর অন্বেষণ করতে করতে সূর্যাস্তের বিলম্ব নেই দেখে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়ায় সূর্যকে আবৃত করে ফেলেন। তাই দেখে জয়দ্রথ সেদিনের মত যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, অর্জুন আর তাকে হত্যা করতে তো পারবেনই না বরং আত্মহত্যা করবেন, মনে করে সেই দৃশ্য দেখতে অকুস্থলে উপস্থিত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁর মায়ার আবরণ অপসারণ করলে সূর্য্য আবার দৃশ্যমান হল ও সেই সুযোগে অর্জুন জয়দ্রথকে হত্যা করলেন।

যোগমায়ায় অবিশ্বাসীদের মতে ঐ সময় নাকি সূর্যগ্রহণ হয়েছিল, তাতেই নাকি বিভ্রান্তি ঘটেছিল। অতএব মহাভারতের কাল নিরূপণ করতে গেলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১৪ দিনের মাথায় আগের দুটি গ্রহণের পর আরও একটি সূর্যগ্রহণ হয়েছিল সেটিকে ও মনে রাখতে হবে। নানা কারণে এ যুক্তি অগ্রাহ্য করা যায়। প্রথমত, পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ সূর্যাস্তের সঙ্গে তুলনীয় হলেও খুব ক্ষণস্থায়ী (বড়জোর ৬ মিনিটের মত)। তাছাড়া গ্রহণ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তো পূর্ণগ্রাস হয়না, গ্রহণের আরম্ভ থেকেই বোঝা যায় যে গ্রহণ লাগছে, আর সেকালের লোকেরা যে তা জানতেন, তার সন্দেহের অবকাশ নেই। দ্বিতীয়ত ব্যাসমুনি যদি সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দিতে পারেন্যখন তখন যেখানে সেখানে আবির্ভূত, অন্তর্হিত হতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণ যদি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখাতে পারেন, ও আরো অসংখ্য অলৌকিক ঘটনা যা মহাভারতে লিপিবিদ্ধ হয়েছিল যদি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে সূর্যকে আবৃত করা আর এমন কি কথা। সে যাই হোক, সব শেষে বলতে হয় যে ভারতবর্ষে প্রচলিত মাহাভারতের অনেক সংস্করণে এই ঘটনাটির উল্লেখ নেই বলে ভান্ডারকার রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউটের সঙ্কলিত মহাভারতের সর্বভারতীয় সংস্করণে এই ঘটনাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেখান থেকে প্রকাশিত দ্রোণপর্বে আছে যে জয়দ্রথ অর্জুনের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রামেই নিহত হয়েছিলেন।

এই সব বিবেচনা করে মহাভারতের কাল নির্ধারণ করতে গেলে প্রথমে দেখতে হবে ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা ও সূর্যগ্রহণ এবং তার আগে বা পরের পক্ষে চন্দ্রগ্রহণ - এই রকম পরপর দুটি গ্রহণ আদৌ সম্ভব কিনা। আর যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে তার দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করতে হবে। কিন্তু তার আগে ত্রয়োদশীতে অর্থাৎ তেরো দিনের মাথায়

সূর্যগ্রহণের বিষয়টা স্পষ্ট করে নেওয়া দরকার। আমরা জানি সে যুগে দন্ড, প্রহর ইত্যাদির ব্যবহার ছিল যদিও সেগুলো কিভাবে মাপা হত তা আমার জানা নেই। সে যাই হোক, সেই হিসেবে দিনের আরম্ভ যদি সূর্যাস্ত থেকে ধরা হয় তাহলে প্রথম গ্রহণটি যদি কোনদিন সূর্যাস্তের দুদন্ড আগে আরম্ভ হয় আর দ্বিতীয়টি যদি তার পরের চতুর্দশ সূর্যাস্তের দুদন্ড আগে কোন সময়ে আরম্ভ হয় তাহলে দুটি গ্রহণের মধ্যে ব্যবধান ১৩ দিন বলতে পারা যায়।

এখন এই ধাঁধাধরার মধ্যে কবে কবে গ্রহণ হয়েছিল যেগুলি কুরুক্ষেত্র থেকে দৃশ্যমান ছিল, সে প্রশ্নটি সম্পূর্ণভাবে গাণিতিক, যার উত্তর আধুনিক কালের দ্রুতগতি কম্প্যুটারের সাহায্যে পাওয়া যেতে পারে। শিকাগোর *আরগন ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির* ডঃ এস বালকৃষ্ণ এই প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করে তাঁদের কম্প্যুটারে *লোডস্টার* বলে একটা প্রোগ্রাম এই কাজে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলেন। কুরুক্ষেত্রের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা যথাক্রমে ২৯ ডিগ্রী ৫৯মি উঃ আর ৭৬ ডিগ্রী ৪৯মি পূঃ ধরে নিয়ে দেখতে পেলেন খ্রীষ্টপূর্ব এক হাজার বছরের মধ্যে ত্রয়োদশীতে পূর্ণিমা ও চন্দ্রগ্রহণ এবং তার আগের অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ পাঁচবার হয়েছিল। কিন্তু ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা ও সূর্যগ্রহণ এবং তার আগের পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ অর্থাৎ ***চন্দ্রসূর্যী*** হয়েছিল মাত্র একবার। বোধহয় সেই জন্যেই ব্যাসমুনি বলেছিলেন যে চতুর্দশী থেকে ষোড়শী পর্যন্ত অমাবস্যার কথা উনি জানেন কিন্তু ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা হয় তা তাঁর জানা ছিলনা। তাহলে দেখা গেল যে ষোড়শীতে অমাবস্যা অত বিরল নয় আর সেই জন্যে ত্রয়োদশীতে পূর্ণিমাও অস্বাভাবিক ঘটনার মধ্যে পড়ে না। পূর্ণিমা আর অমাবস্যার এই বৈষম্য আমরা জানলাম, কিন্তু তা কেন হয় তার সমাধান আছে কিনা তা আমাদের এখনকার আলোচনার বিষয় নয়।

আমাদের প্রধান প্রশ্নের উত্তর কম্প্যুটারের মারফৎ যা পাওয়া গেল তা হল যে, খ্রীষ্টপূর্ব ২৫২৯ অব্দে ২৯শে জুন চন্দ্রগ্রহণ আর তার ১৩ দিন ২০ ঘন্টা পরে ১১ই জুলাই সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। লক্ষণীয় যে বরাহমিহিরও যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের কাল নির্ণয় করতে গিয়ে অনুরূপ কথাই বলেছিলেন। যাইহোক, ২৩শে ডিসেম্বরের উত্তরায়ণ ধরলে তার ৫৮ দিন আগে অর্থাৎ ২৬শে অক্টোবর ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণ করেন। সেই হিসেবে তার দশদিন আগে অর্থাৎ ১৬ই অক্টোবর বা ঐ অস্বাভাবিক সূর্যগ্রহণের ১৭দিন পরে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। সময়ের ব্যবধান হিসেব করলে যুদ্ধের প্রস্তুতি পর্বের জন্য ঐ কটা দিন খুব কমও নয়, খুব বেশীও নয়।

ঐ কম্প্যুটারের প্রোগ্রাম অনুযায়ী আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনাও এই সময়ে ঘটেছিল। সেটি হোল যে এর কিছুদিন পরে ঐ একই বছরে ১৩ই নভেম্বর আর একটি সূর্যগ্রহণ হয়েছিল আর উত্তরায়ণ সুরু হয়েছিল তার ৪০ দিন পরে। যাঁরা জয়দ্রথবধের সময় শ্রীকৃষ্ণের সূর্যকে আবৃত করার বদলে এই গ্রহণের কথা বলেন, তাঁরা এই ঘটনাটিকে তাঁদের যুক্তির সমর্থনে অবশ্যই ব্যবহার করতে চাইবেন। এর আগে আমরা দেখেছি যে মহাভারতের বর্ণনা অনুযায়ী ভীষ্মের পতনের পর অস্ত্রাচার্য দ্রোণ যখন সেনাপতি তখন সেই সময় যুদ্ধের চতুর্দশ দিনে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন। ঐ প্রোগ্রাম অনুযায়ী জয়দ্রথবধের দিন যদি সূর্যগ্রহণ হয়ে থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে যে তার ৪০ দিন পরে উত্তরায়ণ সুরু হয়েছিল। আগের হিসেবে অনুযায়ী উত্তরায়ণের জন্যে ভীষ্ম ৫৮ দিন শরশয্যায় অপেক্ষা করেছিলেন। এই দুটি হিসেবের মধ্যে

১৪ দিনের যে পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে, সেটি উপেক্ষণীয় কিনা পাঠকবর্গ বিচার করবেন। তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে মহাযুদ্ধের আগে দুটো গ্রহণের উপর ব্যাসদেব যখন এতখানি গুরুত্ব দিয়েছিলেন তখন জয়দ্রথবধের মত গুরুতর এবং নাটকীয় পরিস্থিতিতে আর একটি সূর্যগ্রহণ যে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেনি সেটা মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। তাই দিন হিসেব করলে সেই গ্রহণটি হয়েছিল ১৮ দিনের যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার আরো ১০ দিন পরে। সেই গ্রহণের সঙ্গে বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত ছিল না বলেই বোধহয় ব্যাসদেব তার উল্লেখ করেননি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, ত্রয়োদশীতে অমাবস্যা কেন অলক্ষণ, বুদ্ধি দিয়ে তার ব্যাখ্যা করা যায় কিনা আমার জানা নেই। তবে ঐ ঘটনা যতই অস্বাভাবিক হোক না কেন এই মহাভারতেই তার আর একটি দৃষ্টান্ত আছে। সেটি আর একবার ঘটেছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ৩৬ বছর পরে আর তা লক্ষ্য করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ - (*ভান্ডারকার রিসার্চ ইনস্টিটিউট মহাভারতের সংকলন, মৌসলপর্ব, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক ১৫-১৭)।*

ত্রয়োদশ্যাম্ অমাবাস্যাম্ তাং দৃষ্ট্বা প্রব্রবীৎ ইদম্

আর তখনই কলিযুগের সূচনা বুঝতে পেরে তিনি দেহত্যাগের সঙ্কল্প করে যাদবদের ডেকে বলেছিলেন -

চতুর্দশী পঞ্চদশী কৃতেয়ং রাহুণা পুনঃ
প্রাপ্তে বৈ ভারতে যুদ্ধে প্রাপ্তা চাদ্য ক্ষয়ায় নঃ।

ভারত যুদ্ধে রাহু যেমন দিবাকরকে গ্রাস করেছিলেন, আমাদের ক্ষয়ের জন্যে সেই রকম উপস্থিত হয়েছে। এর কিছুদিন পরেই যদুবংশ ধ্বংস হয় আর সেই সংবাদ পেয়ে কলিযুগ আসন্ন বুঝতে পেরে একমাত্র পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজপদে অভিষিক্ত করে পঞ্চপান্ডব মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করেন।

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার - এই প্রবন্ধ লিখতে রাজশেখর বসুর মহাভারত, ডঃ এস বালকৃষ্ণের কম্প্যুটারের মাধ্যমে গণনার ফল, পুণার ভান্ডারকার রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত মহাভারত থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছি।)

The Beauty of Nature

Suporna Chaudhuri, Age 9

In the dew-dropped morning
When the birds start to call
With no darkness in the sky
And no stars to see at all.
I tell you my friends
That the birds are singing
That this is the wonderful
Start of a new day's beginning.

With the sun peeping out of
Silver lined clouds
With mother and father bird
With their babies so proud
Under a sky so blue
On the grass so green
With a world of true
And so very clean

That, Oh my friend!
You just can't say
How wonderful can be
One day!!

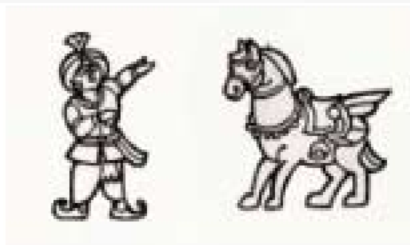

Bed in Summer

Sudeshna Datta, Age 10

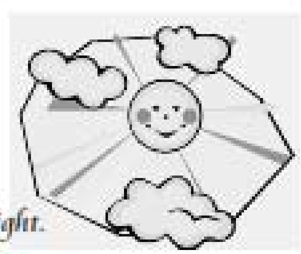

In winter I get up at night
and dress by yellow candle-light.
In summer quite the other way,
I have to go to bed by day.
I have to go to bed and see
The birds still hopping on the tree,
Or hear the grown-up people's feet
Still going past me in the street.
And does it not seem hard to you,
When all the sky is clear and blue,
And I should like so much to play,
To have to go to bed by day?

Power of Friendship

Sounak Das, Age 9

Friends help you through out life
We help them shine very bright
People who see through you
Are very good friends too.

If you aren't very bright,
A friend will help you do things right.
When you play some type of sport,
A friend gives you moral support.
Some how you get into trouble,
A friend will help you clear the bubble.
If this is what a friend can do
Find out if you're a good friend too!

Red

Shejuti Banik Pritha, Age 13

The most beautiful color in the world is red.
It's the color of jelly when put on bread.
It is the color that expresses the most emotion.
Red can show tons of love, loyalty, and devotion.

Red shows anger, harm, and hurt.
Or the cherry you put on your dessert.
The sun is red when each day is new.
It's the color of your face when you have the flu.

Red is the color of roses as well.
And the shade of some organelles in a blood cell.
The importance of red is great, you see.
The next time you look at the color red, you'll agree.

The Story of Kang and Tang

In far away China lived two giant pandas, one named Kang and the other Tang.

Kang and Tang were cousins, but they didn't like each other at all. They were always quarrelling over a beautiful bamboo plant on which grew the most tasty shoots.

All day long the cousins would sit, one on each side of the plant, snarling and growling at each other, and at any other smaller pandas who came ear the bamboo plant.

One day Kang said to Tang: "Go away from my bamboo, or I will bite your nose."

"Go away from my bamboo, or I will bite your ears," answered Tang, so the two cousins began to fight.

Up and down they fought, rolling and growling-but as they struggled they broke the ground All the smaller pandas were watching the giants fight, but when they saw the bamboo lying on the ground they hurried over to it and began to gobble up all the tasty, tender shoots, until nothing at all was left. Then they quietly crept away, while the giant pandas still fought.

At last Kang and Tang could fight no longer. They lay on the ground panting, Tang nursing his bitten nose, Kang holding his poor torn ears.

As soon as they felt a little better the two pandas struggled to their feet, because each wanted to guard the bamboo plant.

Then they saw that it had gone- only the broken, trampled stump was left. In fact, there was nothing at all to fight over now! Away in the distance the smaller pandas stood, and Kang and Tang knew what had happened.

"Aren't we silly!" said Kang. "Aren't we stupid!" said Tang - for now neither of them could enjoy those tasty bamboo shoots.

After that the cousins made friends, and went away together to find another bamboo plant that they could share, without having any arguments.

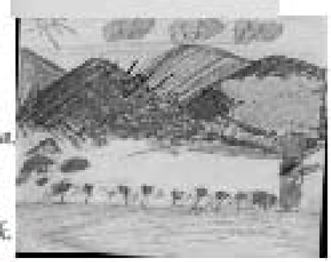

Artwork done by:

Esha Mukherjee, Olivia Datta, Paroma Mukhopadhyay, Dhipro Banik, Imon Ghosh, Tinny Datta & Pritha Banik.

How Ganesh came to have elephant's head

When the Gods lived on the earth, Mahadeva, the Lord of All, lived on the highest peak of the Himalayas. With him lived his wife, Queen Parvati. They had no child.

For thousands of years they lived there, looking down upon the entire world, which lay at their feet. But even the gods have their own sorrows, and it grieved them that they had no child.
Parvati thought that she should go and live among mankind, and pay sacrifices as they do, and perhaps she may be blessed with a child.
So she went down from the mountains and lived in a forest. Every day she fed thousands of Brahmans, and spent her days in the prayers and fasting for a whole year. At the end of that time she bathed in the holy river Ganges, and then returned to her home.
At last her prayers were answered. A son was born to her. There was great rejoicing among the gods. Mahadeva and Parvati invited them all to a feast to see their son, baby Ganesh. Parvati was very happy now, and she loved to show her baby to the gods, and to hear their remarks. She laid Ganesh upon a golden bed, with his head to the North.
Ganesh was a beautiful baby, and as

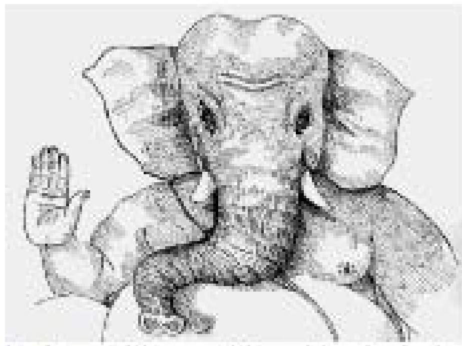

he lay smiling on his golden bed, the gods came and gave him gifts.

Now Sani was at the party too, but before coming to the party he had a quarrel with his wife. in her anger she put a spell upon him so that whoever he looked at first would fall headless. So Sani kept his eyes down and would look nobody.

Parvati noticed that Sani did not look at her baby, which seemed strange, so she asked him why he was doing so. With his eyes upon the ground he told her of the spell his wife had put upon him.

Parvati laughed at the story. She was so proud of her son that she wished everybody to see him and admire him. She did not believe the spell could touch the son of Mahadeva, the greatest of the gods.

She took Ganesh in her arms, and held him out to Sani. "Look," she said, "is he not beautiful?"
Sani said that he was afraid to look, but Parvati would not listen. So Sani obeyed. As soon as his eyes rested on Ganesh the child's head separated from his body. It was caught up to heaven by Krishna.

Oh, the cries and tears there were then! Parvati was full of grief; she did not know what to do. She threw herself down beside the lifeless body of her child, and wept bitterly.

Vishnu, in pity, mounted Garuda, the eagle, and flew off to fetch the head of the first thing found. It happened to be an elephant. Vishnu brought the elephant's head, and clapped it on the body of Ganesh, and then brought him to life again. Then all the gods withdrew and left the parents in grief. Parvati was divided between sorrow and joy. She rejoiced to have her baby alive again, but it was terrible that he should be so deformed. Mahadeva was grieved too, but he told Parvati that it was her vanity that had caused all the trouble. If she had not insisted upon Sani's admiring her child, it would not have happened. Parvati threw herself before Mahadeva and begged him to bring Ganesh back his formed shape, but Mahadeva reminded her that while he was all powerful in heaven, he could not undo what was done on the earth.
Parvati blamed herself bitterly for her fault, and prayed that Ganesh might be

gifted with wisdom and humanity, so that his deformity might be forgotten.

This Mahadeva could grant, and Ganesh was given Prudence, Counsel and Policy. All men love Ganesh, and go to him for help and guidance. He is the best loved of all the gods. Elephants have been rewarded with great strength, gentleness and cleverness and have been

made the servants of Kings.

Sani was punished with lameness. Though he did not wish to injure Ganesh, it all happened because he had quarreled with his wife, and quarrelsome couples are warned by his example.

It is now believed unlucky to admire children, or to sleep with the head to the North.

Weired but True!

Facts compiled by: Tinny Datta

- Your sneeze can travel 100 miles per hour.
- Hippo's sweat is red in color.
- There are 167 letters in a name of a place in Bangkok, Thailand.
- Some snails can sleep for three years.
- The planet Venus spins backward.
- A man once rode a bike down the Eiffel Tower's 1,665 steps.
- Oysters change from male to female.
- A blue whale's heart weighs 2000 pounds a ton.
- Every continent except Antarctica has a city called Rome.
- An eagle's nest weighs more than a refrigerator.
- A shark can grow and loose up to 30,000 teeth in its lifetime.
- A lock of Elvis Presley's hair sold for 200,000 dollars.
- A light bulb in Texas has been burning for 96 years and is still burning.
- Most squids have three hearts.
- The world oldest goldfish lived to be 43 years old.
- One teaspoon of seawater contains over 5 million living organisms.
- Some jellyfish can be large as two washing machines.
- Winters lasts for 21 years on Uranus.
- A caterpillar has more muscles than a human does.
- Some of the first soles on the Nike shoes were made by pouring rubber into a waffle maker.

Source: National Geographic, kids

Pandora's Box

Sampriti De, Age 13

Why is the world filled
With grief and despair?
As though the world's turned
Into an evil-doer's lair

Why is there such a thing
As hate in our hearts?
I t is out to destroy us
Before realization starts

What is there to protect us
From terrorists and hijackers?
With dangerous technology
Such as viruses and hackers

You may think 'What's
The mind behind the madness?'
It can be anything,
From fate, greed, to self-indulgence

How can this have happened?
Could it be a curse?
Or is it the box Pandora opened
And saw all ill fate disperse?

How can we overcome this
Steeply turning slope?
Isn't there anything in the box,
For something to give us hope?

That's right, you guessed it
It is hope, indeed
Giving us the vigor to cope
With the power which we may need.

Greed may get the best of us
And illness may come our way
But we still have hope, to prepare
Ourselves, come whatever may.

Healthily Falling Asleep

Novonil Banik Dhipro, Age 8

Once upon a time there was a penguin named Dr I.M.A Penguin, M.D. Dr. I.M.A was a heart doctor. He always told the animals to gobble less junk food and more healthy foods. The animals always wolfed down cheese, yogurt, fish, chicken, bread, pasta, fruits, and vegetables. Dr. I.M.A Penguin munched down those foods too.

One day, he marched into the refrigerator, so he could find something to chomp down. But he was so sleepy that he fell asleep in the refrigerator. When he woke up he saw a gigantic mess because he had been sleep-walking.

Then Dr. I.M.A. Penguin cleaned it up. A door bell rang a frog leaped in ate all the food and leaped right out. Dr. I.M.A. Penguin was left with nothing to eat.

My Guardian Angel

Elena Dieci, Age 10

I look up in the sky and see a new star,
I know you are up there somewhere,
I know you are protecting and defending me,
You take as your greatest task, taking care of me.
I'm truly thankful to you
Today I know you at last –
For you're soaking in every word I said,
Now, good night my sweet guardian angel!
I'm going happily off to bed.

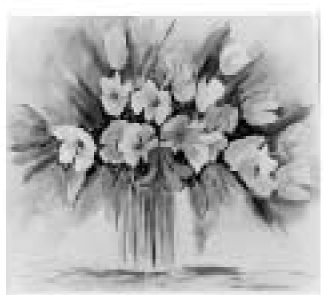

Spring

Lydia Rainwater , Age 10

Winter is gone spring has come,
All the beauty around us has sprung.
Flowers bloom in a vase in my room,
And snow is melting away.
I hardly know it, but I can show it

April showers help the flowers,
May's mosquitoes itch and sting,
But I have to say that's spring.
March can be handy when it's dandy,
And those are the months of spring!

এবার আশায়

শ্রী মৃণাল কান্তি সেনগুপ্ত, কলকাতা

তোমার আসার আশায় আশায় -
সকাল যেত দিনের পিছে রোদের সন্ধ্যাবেলায়।
এমন ভাবেই পেলাম তোমায় তিরিশ ভুলের সকাল হতেই
তোমায় নিয়ে খুশির নাচে হারিয়ে গেলাম মনের মাঝেই।
অবাক হয়ে আজকে ভাবি কোথায় ছিলো এই এষা -
তিন ভুবনের সাগর সেঁচা, মন মাতানো রতন সেরা।
জন্মদিনে আশীষ মোড়া স্নেহের চুমায় চুমায়
বুকের মাঝে চোখের তারায় জাপটে রাখি তোমায়।

শ্রেয়া তোমার জন্মদিনে

শ্রেয়া মা, শ্রেয়া মা, করছো তুমি কি-
তখন থেকে ডাকছি কত্তো, শুনতে পাচ্ছো কি?
আজকে তোমার জন্মদিনে আমরা সবাই ভাবছি কত -
অবাক লাগে এই তো সেদিন ছোট্ট ছিলে কত।
হাসতে খালি আদর দিলে
দুহাত তুলে আসতে কোলে।
আবোল তাবোল মন মাতানো টুকরো কথা -
ছোট্ট শ্রেয়া বছর ঘুরে দুইতে দিলে পা।
মা-বাবাকে সঙ্গে করে, দিদির হাতে হাত ধরে,
এমন করে কাটুক সুখে হাজার বছর ধরে।

Answer from page:

```
+ + + + + + M + + + + + + + + + I S + +
+ + + + + + + A + + + + + + + + W L + +
+ + + + + + + + H + + + + T + A + + A +
+ + + + + + + + + I + + + I N + + + A K
+ + + + + + + + + + S + + G + + + I G +
+ + + + + + + + + + + H + E + + M S R L
+ + + S H I V A + + + + A R + X + A U W
+ + + + + + + K I T R A K S A + + R D O
+ + + + + + + + + + + + + L U + + A + +
+ + + + + + + + + + + + + + + R + S + +
+ + N O I L + + + + + + + + + + + W + +
+ + + + + + + H + + + + + + + + + A + +
+ + + + + + + + S + + + + + + P + T + +
+ + + + + + + + + E + + + + E + + I + +
+ + + + + + + + + + N + + A + M + + + +
+ + + + + + + + + + + A C + + + O + + +
+ + + + + + + + + + + O G + + + + U + +
+ + + + + + + + + + C + + + + + + + S +
+ + + + + + + + + K + + + + + + + + + E
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
```

(Over,Down,Direction)

DURGA(19,8,N)
GANESH(13,17,NW)
KALI(20,4,NW)
KARTIK(13,8,W)
LAXMI(14,9,NE)
LION(6,11,W)
MAHISHASUR(7,1,SE)
MOUSE(16,15,SE)
OWL(20,8,N)
PEACOCK(16,13,SW)
SARASWATI(18,6,S)
SHIVA(4,7,E)
SWAN(18,1,SW)
TIGER(14,3,S)

Pujari at a Glance

BYOT (Bengali Youth, Our Treasures)

Celebrate Our Younger Community Members

Congratulaions to Marjorie Maigh Sen, daughter of Amitava and Suzanne Sen, who has just gone up to Ann Arbor to begin a new and exciting chapter of her life as a graduate student in Neuroscience at the University of Michigan.

Marjorie was born under the fireworks of the "Light Up Atlanta" celebration 22 years ago. Surrounded by music from the very beginning, she participated often in the Durga Puja children's dances and regularly contributed poems and drawings to the brochures. Below are some of the poems she wrote at 10 years old. Older members of the community may remember her always having a book at IACA!

After doing her elementary school class subjects in both French and English and taking a full load of AP (Advanced Placement) classes in high school, she enjoyed freshman year in Connecticut at Wesleyan University and then transferred to Emory for more laboratory opportunities. While working in a Georgia State University lab over several summers, she was fortunate to become one of the authors of two articles published in scientific journals.After graduating early (December 2004) from Emory University, she was inducted into Phi Beta Kappa on April 11, '05 in Emory's Cannon Chapel. Phi Beta Kappa, founded in 1776, is America's oldest and most respected honor society. The Society recognizes broad cultural interests, scholarly achievements, and good character -- many members regard election to Phi Beta Kappa as an achievement of a lifetime.

At Emory's graduation ceremony, Marjorie wore a ceremonial fourragere hanging from her shoulder as she had Highest Honors in Neuroscience and Behavioral Biology, having completed the honors program, defended her thesis orally, and had her thesis judged worthy of publication. The fourragere (a French term) was originally awarded to members of a military unit for distinguished service; students honored today have shown themselves courageous in the battle for academic excellence and have earned the right to wear braids of distinction!

Poems written by Marjorie (Maigh) at age 10

The Underwater Kingdom

The ocean, I say
Is deep and dark
And once, it covered
Noah's Ark.
The gold and silver
In a wreck
I believe it's too much
To write a check. The most beautiful place
I've ever been
The ocean
And the unseen.

Diamante

spider
big, small
weaving, spinning, trapping
web, orb web, cobweb, fangs
eating, spitting, wrapping
poisonous pesky
arachnid

Haiku

1. Brown, black, white bandit
   Climbing up an apple tree
   Seeking all its food.

2. Little worm-like thing
   Changed into a butterfly
   Fly away with glee.

3. Tall pine trees rustling
   Gold wheat waving in the sun
   Beautiful sunset.

রূপকথার দেশ - ইতালী

শ্যামলী দাস

হঠাৎ ঠিক করলাম, আমরা এবার একটু অন্য পথে যাবো। চিরাগত ছুটির সময় দেশের পথে যাওয়ার বদলে এবার বলছ 'চলো যাই রূপকথার দেশে'। ঘরের কোণে বসে থাকার মেয়ে না হলেও, বই পড়তে, ছবি আঁকতে চিরকাল ভাল লাগতো। দাদু বলতো, বই হচ্ছে এক অমূল্য সম্পদ! দূরকে আনে নিকটে, স্বপ্নকে নিয়ে আসে বাস্তবে। সাত বছর বয়েসে কয়েকটি বই আমার মনে রূপকথার স্বপ্ন নিয়ে আসে। বইগুলি আর কখনো ঘুরে পাতা খুলিনি, কিন্তু মনের কোণে কোথাও যেন রূপকথার গল্প খোদাই হয়ে গেছে - অলিভার টুয়িস্ট, মাইকেলেঞ্জিলো, গ্লাডিয়েটর আর দ্যা লাস্ট ডে অফ পম্পেয়ী।

কলেজের থার্ড ইয়ারের সিলেবাসে ছিল জুলিয়াস সিজার, শেক্সপিয়ারের। কিন্তু পড়ার সময় পুরোন রূপকথার ছবি ভেসে এলেও, জীবন যৌবনের উচ্ছাসে রূপকথার ঘটনাগুলি হারিয়ে গিয়েছিল। বহুদিন বাদে লন্ডন বেড়াতে গিয়ে Dungeon এর রূপ দেখে শিউরে উঠেছিলাম। অলিভার টুয়িস্ট এর মত শিশুদের কথা ভেবে লেখক মনে হয় এর মধ্যেই নরক যন্ত্রনা দেখেছিল।

হঠাৎ ঠিক করলাম, ইতালী বেড়াতে যাবো। গল্পে পড়া রূপকথার দেশ দেখবো, মাইকেলেঞ্জিলোর সৃষ্টিদেখবো। কল্পনার জাল বুনতে বুনতে

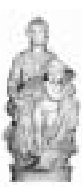

এক সোনাঝরা সকালে হাজির হলাম লিওনার্দো দা ভিঞ্চির সেন্টপ্রাশের আঁচলের ছোঁয়ায়। কৌতুহল আর জিজ্ঞাসা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম আমার রূপকথার নায়ক
গাইডের কথা শেষ হবার পর মনে হোল, মাইকেলেঞ্জিলোকে খুঁজে বার করতে। অনেক প্রতীক্ষার পর প্রবেশ করলাম ভ্যাটিকান সিটি (সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকা)। গল্পে পড়া ঘটনা মনের পাতা উলটে মিলিয়ে নেবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি অগনতি জনতা স্তব্ধ হয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে। কেউ যেন ওদের রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে। কারুর মুখে কোন শব্দ নেই, বিস্ময়ে নির্বাক! আমিও যেন ঘুমিয়ে পড়লাম সিস্টিন চ্যাপেলে! মাত্র বাইশ বছর বয়সে শিল্পী একের পর এক ঘটনা পাথরের গায়ে খোদাই করে গেছে। প্রতিটি ছবিতে, প্রতিটি মূর্তিতে হাসি-কান্নার গল্প নিখুত ভাবে ফুটে রয়েছে। মায়ের মুখের মধুরতা আর দস্যুর নারকীয় উল্লাস - মনে হয় যেন প্রতিটি মূর্তি জীবন্ত।

নায়কের ধারণা মানুষের মধ্যে ভগবান আছে। প্রতিদিনের ভালমন্দ, সুন্দর-কুৎসিত সবই ফুটে রয়েছে তার সৃষ্টিতে। সিস্টিন চ্যাপেল বোঝাতে চেয়েছিল ভোগের পর আসে ত্যাগ। পাথরের খোদাই করা মূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন রূপকথার গল্পের বই ওল্টাচ্ছি। অবাক লাগলো যে, সারা শহরে খুব বেশী মাইকেলের নাম লেখা দেখা যায়না, কিন্তু তার অপূর্ব সৃষ্টি হাজার-হাজার বছর ধরে ছড়িয়ে আছে।

গল্পে পড়েছিলাম, আমার নায়ক ছবি এঁকে, মূর্তী তৈরী করে কখনো নিজের নাম লিখতো না। তাই, ইতালীর সর্বত্র Leonardo, Giotto, Raphael, Titian আছে, কিন্তু কোথাও মাইকেলের নাম নেই।

হঠাৎ গাইডের কথায় ঘুম ভাঙলো। সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার মধ্যে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে নায়কের ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ের মূর্তি - মেরীর কোলে শিশু জেসাসের মৃতদেহ। শুনলাম সারা রাত্রির ধরে পাথরের মূর্তি খোদাই করে শেষ রাতে আবার তাকে ছুরি দিয়ে ক্ষত বিক্ষত করে, নিজের নাম মায়ের বুকে লিখে দিয়ে রোম ছেড়ে তার জন্মস্থান শোরেমে চলে যায়। সেইটি তার শেষ কাজ। ভ্যাটিকানের বাইরে আসতে চোখে পড়লো, পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের এক আশ্চর্য - রোমের পুতুল, মাইকেলের কল্পনা, অনুভূতি- *David- One of the masterpieces of his art.* ৭০ *ফিট* উঁচু পাথরের খোদাই করা মূর্তি। ডেভিডের চোখের দিকে নজর পড়তেই মনে হোল - এ তো renaissance man. মনে হোল মাইকেল যেন সারা শহরে তুলি আর ছেনির ভাষা বলতে চেয়েছিল বিদ্রোহ with crude giant of medieval darkness.

হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম সেই হতভাগা শিল্পীর কথা। ইতালীর প্রতিটি শহরে যার নিপুণ হাতের সৃষ্টি ছড়িয়ে আছে, তার জীবন কেটেছে খুব কষ্টে। মাত্র ৪৭ বছর বয়েসে অন্ধ হয়ে মারা যায়।

আবার গাইডের কথায় চমক ভাঙলো। শুনতে পেলাম - 'এম্পারার নীরো'। এম্পারার নীরো AD 64 – এ রোম শহরকে পুড়িয়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল - পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাসাদ তৈরী করবে বলে। যখন মাতৃহত্যা, পত্নীহত্যা করেও ক্ষান্ত হয়নি, তখন শেষে নিজেকেও হত্যা করেছিল সে।

এক দানবের পদতলে দাঁড়িয়ে আছি। ১০০ ফিট্ উঁচু ব্রোন্স্ মূর্তিটি সেই দানবিক রাজা নীরোর।

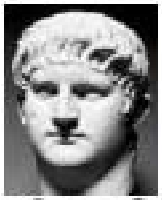

কিন্তু এখন যে আমার দৃষ্টি মূর্তি ছাড়িয়ে গেছে। চোখে বহুদিনের প্রতীক্ষা - নিশ্চয়ই একদিন দেখবো সেই কোলোসিয়াম, গ্লাডিয়েটরের তীর্থক্ষেত্র, হাজার হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন। রোমান ও গ্রীকদের মধ্যে খুব বেশী কালচারাল পার্থক্য ছিল না, তবে কোলোসিয়াম তৈরী হয়েছিল গ্রীক শৈলীতেই, Doric, Lonic, Corinthian শৈলীতে। কলোসিয়ামটি আকারে এত বড় যেন দুটো বিশাল amphitheatre যুড়ে দেওয়া হয়েছে। ৬০ হাজার দর্শক একসাথে বোসতে পারতো। চোখের সামনে ভেসে উঠলো... প্রতিটি আর্চের ভেতর থেকে গুমরে আসছে হাসি-কান্নার স্রোত। গাইডের গলায় শুনতে পেলাম - এম্পারারের প্রবেশপথ, সিংহাসন... অনেক কল্পনার জাল বুনেছিলাম, কিন্তু কোলোসিয়ামের সামনে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম, বই পড়া আর ছবি দেখার সাথে কল্পনার কোন মিল খুঁজে পাচ্ছিনা। কত বিশাল এই কলোসিয়াম!

গাইডের গলার আওয়াজ হারিয়ে গেল। ফিরে গেলাম দুহাজার বছর আগে। মনে হল, এম্পারার নীরো স্বয়ং এগিয়ে আসছে, এম্পারারের মুখে ফুটে উঠেছে নারকীয় উল্লাস। চারপাশে খাঁচা গুলোর দরজা খুলে দিয়েছে প্রহরীরা। ক্ষুধার্ত বন্য পশুগুলো ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসছে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। তাদের গলায় বাঁধা শিকলগুলো ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠছে। ক্লান্ত গ্লাডিয়েটর দাঁড়িয়ে আছে সর্তক দৃষ্টিতে। এ রকম কত ঘটনা হাজার হাজার বছর ধরে ঘটেছে। কলোসিয়ামের পাশে রয়েছে Mamertine Prison. ২৫০০ বছর আগে পিটার আর পালকে এখানেই বছরের পর বছর শিকলে ঝুলিয়ে বাধা হয়েছিল। তারপর তাদের ক্রসিফাই করা হয়। আজ সেই পিটারের নামে ভ্যাটিকান্ সিটি (সেন্ট্ পিটার্স ব্যাসিলিকা)। প্রতিদিন ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার দর্শক দেখতে আসে এই ভ্যাটিকান্ সিটি।

ভাবতে ভাবতে বাসে গিয়ে উঠলাম। গল্পে পড়া ছবিগুলো আস্তে আস্তে ভেসে যেতে লাগলো আমার মনের পর্দায় - জুলিয়াস সীজার, ক্রসিয়াস, ব্রুটাস, অক্টেভিয়াস, বহু হাজার বছর আগের রোমান সভ্যতা। মানুষ সে সময় লিখতে পড়তে শিখেছিল, পোষাক পরতে শিখেছিল, কিন্তু humanism তখন সত্যিই আসেনি।

স্মৃতির পাতা উল্টে যেতে যেতে বেশ তন্দ্রা আসছিল, গাইডের চিৎকারে উঠে সজাগ হলাম। দেখি সামনে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্ট্ ভিসুভিয়াস। পদতলে পম্পেয়ী শহর! রোমান ও গ্রীক সময়ের অত্যন্ত গৌরবপূর্ন শহর।

নীল ভূমধ্যসাগরের মাঝে কালো রঙের মাউন্ট্ ভিসুভিয়াস। কী অপূর্ব শোভা, চোখ জুড়িয়ে গেলো। এই রকম এক সোনাঝরা সকালে পম্পেয়ী শহরের নাগরিক যখন নিজের আনন্দে মগ্ন ছিল, রথের চাকা আর দ্রুথেলের উচ্ছ্বাসের শব্দ যখন পম্পেয়ী শহরকে ভাসিয়ে রেখেছিল, ঠিক তখনই মাউন্ট্ ভিসুভিয়াস নিজের বুকের জ্বালা ঢেলে দিয়েছিল পম্পেয়ীর জনতার উপর। অত্যাচার, অবিচার, নিশংসতা ডুবে গিয়েছিল ৩০ ফুট্ গলিত আগুন আর ছাইয়ের তলায়।
মনে পড়ে গেলো ছোট্ট বেলার রূপকথার নায়িকা অলিভিয়ার ছোট্ট অলিভিয়া গল্প। ফুল কুড়িয়ে বেড়াতো মন্দিরের দরজায় দরজায়। আজও সেই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে অলিভিয়ার কঙ্কাল।

ছোট্ট বেলায় কলকাতার কলেজ স্ট্রীট্ বাজারের একখানি চটি বইয়ের মধ্যে পেয়েছিলাম অলিভিয়ার সন্ধান। আজ বহু বছর বাদে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে এসে তার চাক্ষুস সন্ধান পেলাম। ভূগোলে পড়েছিলাম - পৃথিবীটা গোল। সেটা যে কতখানি সত্যি, আজ তার প্রমান পেলাম। ভাবলাম, রবীন্দ্রনাথের সেই বহু পরিচিত গান- *পুরান সেই দিনের কথা - সেই কি ভোলা যায়?*
আমার ছোট্ট বেলার সেই স্বপ্ন ও রূপকথা আজ বাস্তবে পরিণত হোল।

Finding A Dream House

(Part II)

Aradhana Bhattacharya

The Green Thumb

Our new house – at last….

Getting over the initial whirlpool of activities very easily associated with moving, we finally let out a 'poohhhh' of relief, waving at the army of friends who had graciously joined-in to help us shift. Standing barefoot on the sizzling concrete of our new-found driveway, we watched the countless bunch of cars parked on both sides of the street and of course the monstrous truck, zoom pass our house to disappear around the bend of the curb.

At least the move was over. It took us a few days to reorganize the furniture from *apartment mode* to *the house mode*! Though a lot of known faces who had recently bought a home complained that their place looked more like a football (soccer) field with a few pieces of objects scattered here & there, we were untouched by such a dilemma. Our furniture was a perfect fit for our mid-sized house. The next few days flew by in getting used to the place.

Sitting on the patio swing, sipping into a hot cup of tea; the following Saturday morning, we lazily ran our eyes around the lawn (backyard as we call it here).It had rained the previous night. A few drops of dew caught in the silvery cobweb, spread over a length of grass, glimmered like diamonds of nature touched by the first rays of the morning sun. A curious busy-bee buzzed around restlessly and the solitary chipmunk played around in circles trying to paw at the vibrant butterflies that fluttered by. Unlike us the animal world had geared into action. Wrapped in a shawl of greenery, our eyes relaxed resting on its soothing tones. The broad darker stripes of the *Hosta* dotting the edges posed a sharp contrast to the sage green of its more ornamental counterparts. The deep shiny green foliage of the *Winter Daphne* brought out the beauty of the *Aucuba* with it's leafs splashed in gold. Engulfed in a variety of emeralds, jade,

olives and lime, these myriad shades of green, worked their way to compliment each other. The velvety soft grass spread over an entire length of the backyard, matched the looks of a soft luxuriant carpet, fresh and inviting. As there were no hard edges, our vision easily spilt over to the other side of our yard. Though Jackie's (our neighbor) yard was very similar to ours in dimension, it thoroughly lacked a significant counterpart that was in abundance on our side of the property. Namely weeds!!!!

"Give weeds an inch and they will take your yard" had become the present reality.

Very soon our mental calculator sprung into action.

'The grass was indeed greener on the other side of the (imaginary) fence!'

Weeds…but surely that could be remedied???? As we had no other major plans for the day, operation *'Termination weeds'* was under way….

With no garden tools in stock we had to solely rely on a light weight plastic bucket for collection and our bare hands to pull them out.

Of course not to forget the quintessential gloves, we had seen enough poison ivy ads on TV to forget that! Though our supplies were limited our

minds were filled with boundless determination and fervor.

Pulling our sun caps in place, we started to zeroing-in. At first we were just able to pull out half the crab-grass from its fussy roots, however, with each subsequent tug our competence in weed-elimination improved. In no time, we were mercilessly dragging out the entire tuft after a brief struggle, just as we pulled out a piece in clothing from a stuck drawer. It was all in the technique. Our work had begun to show some promise.

As the morning sun slowly ascended the sky, our enthusiasm rapidly descended our bodies. Hot & sweaty, we decided to take a short break. Perhaps unable to bare our plight any longer Jackie flew out of her back door with a strange looking object forked at its end and a brown- paper bag in hand. "You can borrow my garden tools any time" she said with a smile. From then the magic tool (weeder) started working wonders. We started pulling out the weeds in a jiffy. Half our yard was weed-free by the end of the afternoon. More next week we thought.
Luckily a free estimate stuck-on to our mailbox from Scott's lawn service saved us the trouble. Fortunately, they are taking care of the *weedy situation* since then…………

With the turn of the seasons, the bright pastels of Moss- rose, Petunia, Periwinkle and Dianthus were sending out a summery message. The vivid orange, yellows and reds of the Marigold and Begonia were in galore. Carrying very little heritage in gardening (back from India), we audaciously decided to plant some flowering plants. Thinking starting off with a planter would be e good idea, we invested in a variety of Marigolds. Being generally hardy by nature, they successfully withstood our experiment. Not to mention "these are beeeeautifull" from Jackie in a very southern accent, catalyzed our enthusiasm.

Encouraged by the outcome, we went for more flowers. Honestly at that point we had no idea what we were letting ourselves into!!!!

Standing in the garden center of Wal-Mart I was lost in a sea of gardening tools. Tall, short, broad and narrow, a few with forked tips; others looked like a boat at the end! Not very sure as to which one was best suited I picked up a small light weight one with a triangular bottom. Just to be double sure I asked an associate for help. "This is a kid's play shovel" , she said giving me a cynical look. Trying hard to conceal my embarrassment I ran back to pick up a bigger one. So much for garden tools!!!

After finding the right shovel I begun clearing up the mulch and digging up the area to commence planting. A close friend (an avid gardener with a connoisseur's eye) passing by was quick to point out that first we had to prepare a flower bed with top soil and cow manure and then plant the saplings. Digging with a giant heavy shovel, with a steady stream of perspiration trickling down my forehead I was not particularly thrilled at the prospect. Also not to mention that my supposed *green thumb* was steadily turning *purple* with bruises! Very soon I found a convenient shortcut. Instead of tilling the whole area I was digging holes a few inches apart, filling it with potting mix and shoving the plants into them!!! It worked most of the times barring a few delicate counterparts that soon perished (for good).
Now there was quite a bit of color in and around our house. I was often found mixing plant food with gallons of water and panting around watering the flora and fauna in the evenings. As Lou Erickson has rightly pointed out "Gardening requires a lot of water - most of it in the from of perspiration".
After each dose of fertilizer, I patiently waited for a fresh burst of buds to arrive. With each new blossom I went ecstatic with joy. This was proving to be an amazing experience. Quite a rewarding one for sure. The current routine continued for quite a while till it was time to plant the next batch of seasonals.

One sunny late afternoon, busy doing my regular gardening chores I suddenly noticed a multitude of shrubbery right next to the concrete of our patio, at the back of the house. Curiously I looked on and

wondered what could it be? Not looking a bit like the regular family of weeds, they stood out distinctively with their sharp multiple needle-like leaves. For once I thought it was a new variety of weed perhaps! Being new home owners we had a lot to learn! A closer look revealed that these mysterious plants had a few buds on them too!! What could it be???? I had planted nothing next to the patio!!! 'In a few days when the buds would bloom the mystery would probably get solved on its own' I decided.

The time to mow the yard was fast approaching. If these buds did not hurry up I would never figure out, I wondered getting a little impatient! Finally, the following day the buds did bloom. It was Marigold! But *how* and *from where*???? After a lot of brain storming I realized that some of the dry Marigold flowers must have fallen over the grass while I cleaned the patio; from the flower pots.

Followed by a brief spell of regular showers they germinated into baby Marigold saplings. Wasting no time I quickly relocated my mystery plants to a safer destination before they could get mowed away with the grass. With all this going on, our sweet-sour gardening experiences continue.

"A garden is never as good as it will be next year". We have to check that out.

Till then Happy Gardening to you all!

Indian Entrepreneurs, The Dawning Giants of Global Economics

Jaydip Ghosh, Consultant Freelance Journalist

The overall outlook of the Indian steel business with a view to the entire steel business scenario in this part of the globe is robust and, as a result, the Indian entrepreneurs are bullish, at least for a couple of years more down the line. At the present moment, everyone in the steel business is either in the process of expanding steel making capacity or planning for it in the near future with the thought of the prospects of the business. Cross country acquisitions in this respect are also in the pipeline.

Ask any analyst only to know that the current trend is rising and there is no answer regarding when it is going to top out. From analysts' point of view, this is what is giving boost to the Indian steel makers to jack up their production limits. Giant Indian steel entities, SAIL and Tata Steel, are also not out of it. It has been the price factor that has resulted in the required mark-up to go ahead with the expansion and capacity addition plans for the steel makers.

With the economies opening up shedding the old theories and practices behind and corporate houses surpassing the respective country's boundaries in order to become a global player these days, it is now a question of global economy, rather than the country's economy, that everybody is thinking about. It is the global market trends that everyone is more interested in and the result is acquisitions beyond boundaries in order to get an edge in the stiff worldwide competition that everyone – big or small – has to face.

If one looks for the economic growth this year, a look at the eastern part of the globe is required. India and China, named as 'economies on the verge of lift-off growth', are no longer using their huge workforce just to benefit the West. While Britain and the rest of Europe will struggle to achieve a predictable growth of 3% this year, India will grow by more than 6% and China 9% and the growth will not stop there. Between them, the two countries have 2.4 billion people and 40% of the world's population. These people provide a cheap and highly skilled workforce for western companies. But they are no longer simply servicing the needs of affluent westerners and increasingly want the wealth themselves. Domestic demand for everything is growing sharply in both the countries. Predictions are, within 20 years from now, they could be the world's leading economies.

Late Aditya Vikram Birla was the first visionary on the Indian soil to don the very thought of Indian MNC's. But that was way back in the 1970's, when under his distinctive leadership the then India's aluminium flagship Hindalco Industries acquired mines in Australia marking the first ever major overseas acquisition by any Indian entrepreneur. The tradition continued and many followed suit with a number of small acquisitions.

History repeated itself and this time very quickly only after more than some thirty years in terms of major foreign acquisitions when Indian steel majors like Ispat Industries and Tata Steel, in that order, acquired overseas entities keeping aloft the very idea and essence of Indian MNC's or, should one more aptly term them as Indian steel MNC's? Whatever, the perseverance and wider business outlook is all that matter.

নিউ মেক্সিকো, USA - একটি চাকরির ইন্টারভিউ

ইন্দ্রনীল মজুমদার

নিউ মেক্সিকো, USA? বললেই হলো? একদিকে বলছো মেক্সিকো, আবার সঙ্গে লেজ জুড়ে দিচ্ছ ইউ এস এ? এটাকি সোনার পাথরবাটি? মেক্সিকো কবে USA-এর মধ্যে ঢুকে গেলো? মনোরম সান ডিয়েগো শহরে দাদার প্রাসাদতুল্য বাড়িতে বসে বিয়ারে চুমুক দিচ্ছি আর ঠিক একথা-ই ভাবছি। চাকরি খুঁজছি আমেরিকার ভিতরে, আর ইন্টারভিউ-য়ের ডাক এলো মেক্সিকো থেকে? যাইহোক, খুঁজে পেতে দেখা গেলো নাঃ, আলবুকার্কি, নিউ মেক্সিকো, আমেরিকার ভিতরেই, আর নিউ মেক্সিকো হলো আমেরিকার-ই একটি প্রদেশ। তবে খোঁজখবর নিয়ে যা জানা গেলো তা খুব একটা আশাপ্রদ নয়।

জানতে পারলাম যে এখন আমেরিকার অর্ন্তগত হলেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত নিউ মেক্সিকো মেক্সিকোর-ই অঙ্গ ছিলো। নিউ মেক্সিকোর অধিবাসীদের সম্পর্কে-ও যা জানতে পারলাম সে তো চিন্তা আরো বাড়িয়ে দিলো। সেখানে নাকি ইংরেজি প্রায় বলাই হয় না, সেখানকার প্রকৃতি-ও আমাদের শস্য-শ্যামল বঙ্গদেশে বড় হওয়া বাঙালীদের পক্ষে বিশেষ সমীচীন নয়। তা আর কি করা যাবে, recession-এর দোহাই দিয়ে তো আর দাদার বাড়িতে সারাজীবন বসে চর্ব-চোষ্য খাওয়া যায় না, তাই ভগ্ন-মনোরথে যেতেই হলো। বায়ুপথে সান ডিয়েগো থেকে আলবুকার্কি ঘন্টা দুয়েকের পথ। বায়ুযানে বেজারমুখে বসে কোনরকমে Southwest Airlines-এর দেওয়া চীনেবাদাম চিবুচ্ছি, আর অবশ্যম্ভাবী ইন্টারভিউয়ের কথা ভেবে মাঝেই মাঝেই শিউরে উঠছি। যাইহোক, একসময়ে বিমানচালক ঘোষনা করলেন যে বিমান আলবুকার্কি বিমানবন্দরে অবতরন শুরু করছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে যে দৃশ্য দেখলাম, তা একেবারেই এই বঙ্গসন্তানের মনঃপূতঃ হলো না। নীচের জমি শুধু খয়েরী আর খয়েরী। একদিকে প্রায় খাড়াই উঠে গেছে আকাশ ছুঁই-ছুঁই একটা প্রকান্ড ন্যাড়া পাহাড়ের শ্রেণী। এই দেখে তো শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেলো। যাইহোক, বিমানবন্দরে নেমে দেখি অন্তত বিমানবন্দরটি নেহাৎ ছোট নয়। এই দেখে ধড়ে একটু প্রান এলো। বিমানবন্দরে বরণ করতে এসেছেন একেবারে কোম্পানির বড়কর্তা। ইনিই পরেরদিন আমার পরীক্ষা নেবেন। যত এই কথা ভাবছি, আড়ষ্টতা ততোই বেড়ে যাচ্ছে। এইরকম সঙ্কোচের মধ্যে কিছুক্ষণ কাটানোর পরে ভাবলুম, 'দুত্তোর! বড়কর্তাও মানুষ, আর আমিও মানুষ, যতোই উনি নিজেকে হনু মনে করুন না কেন। সঙ্গে সঙ্গে কাঁধের উপর থেকে একটা বড় ভার নেমে গেলো।' এরপর স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলার পরে ভদ্রলোককে ভালোই লাগলো। উনিই গাড়ি করে আমাকে আলবুকার্কি শহর ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

জানতে পারলাম যে আলবুকার্কি শহরটি নিতান্ত ছোট নয় - প্রায় ছ লক্ষ মানুষের বাস। শহরের উত্তর-পূর্ব দিক ঘেঁষে যে প্রকান্ড পর্বতশ্রেণী উঠে গেছে সেই পাহাড়টিই আমি বিমান অবতরনের সময় দেখেছিলাম। এখন জানলাম পাহাড়টির নাম স্যানডিয়া মাউনটেন্স। আলবুকার্কির উত্তর-পূর্ব দিক ঘেঁষে প্রায় ৬,০০০ ফুট উচ্চতায় উঠে গেছে এই পাহাড়। আলবুকার্কি শহরের উচ্চতাই হলো ৫,০০০ ফুট। মনে মনে হিসেব করে নিলুম - ওরে বাবা! তার মানে এই স্যানডিয়া পাহাড়ের সর্বোচ্চ উচ্চতা প্রায় ১১,০০০ ফুট! সে তো বেএএএএশ উঁচু! ডঃ র‍্যালফ্ ক্লার্ক (ওরফে বড়কর্তা) এও বললেন যে 'স্যানডিয়া' শব্দটি স্প্যানিস, অর্থ 'তরমুজ'।

তরমুজ? এত জিনিস থাকতে পাহাড়ের নাম তরমুজ-ই বা কেন? খাড়া সটান দেওয়ালের মতো উঠে যাওয়া রুক্ষ, একফোঁটা সবুজ-বিহীন ন্যাড়া পাহাড়, সেটা আর যাই হোক খাদ্যদ্রব্যের কথা মনে করায় না। ভাবলুম এই পাহাড়ে চড়তে গেলে যা এইসান তেষ্টা পাবে, লক্ষ লক্ষ তরমুজের-ও সে তেষ্টা মেটানোর ক্ষমতা নেই। হয়তো সে জন্য-ই নামকরনের মধ্যে তরমুজ স্থান পেয়েছে। ডঃ ক্লার্ককে সে কথা বলাতে উনি হায়নার মতো হেসে উঠলেন। বললেন, 'না না, আসলে গোধূলি লগ্নে এই পাহাড় পাকা তরমুজের মতো লালচে গোলাপী আভা ধারণ করে, তাই এর নাম তরমুজ বা স্যানডিয়া।' যাই হোক, বড়কর্তার হাসির খোরাক হয়ে হয়ে আমি তো চাকরির আশা প্রায় ত্যাগ করেছি, ভাবছি স্যান ডিয়াগোতে ফিরে দাদার মন ভিজিয়ে আরো কটা দিন কিভাবে বিয়ার আর চিপস-এর ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু এদিকে বুড়ো র‍্যালফ ক্লার্কের উৎসাহের শেষ নেই। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি খোকা, সান্টা ফের নাম শুনেছ নিশ্চয়-ই। একবার চক্কর দিয়ে আসবে নাকি? গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব?' কাঁচুমাচু মুখে কবুল করলুম,'দাদু, গাড়ি চালাই কামনে কইরা, লাইসেন্স-ই তো নাই।' শুনে উনি তো আকাশ থেকে পড়লেন। 'তাহলে কি দৌড়ে দৌড়ে অফিস-কাছারি করবে নাকি?' এইরে খাইসে, আবার অশেষ আকাঙ্খিত রুজি-রোজগার নিয়ে টানাটানি!! তাড়াতাড়ি সামাল দিই, 'আরে না না, ঘাবড়ান ক্যান? হইয়া যাইবো, হইয়া যাইবো, আপাততঃ শিক্ষানবীশ, আপনে একবার চাকরিটা দিয়া দেহেন না, ক্যামন রেসের ড্রাইভারের মতো চালাই! কলকাতার পোলা আমি, লক্ষ লক্ষ লোকের মাঝে চালাইয়া বড় হইছি, আপনাগো আলবুকার্কি তো কোন ছার! এই বাঁ টা ডাইন, ডাইন-টা বাঁ, এইদেশের এইসব নিয়ম-ই তো যতো গোলমাল পাকাইছে। হ হ, একবার আপনে চাকরিটা দিয়া দেহেন।' যাক, কি জানি কেন, সাহেব কিছুটা আশ্বস্ত হলেন মনে হোল।

এরপরেই সাহেবের নতুন খেয়াল, 'তাহলে চলো, আমিই গাড়িতে করে একটা চক্কর দিয়ে ঘুরিয়ে আনি সান্টা ফে থেকে, স্যানডিয়ার অন্যদিকটাও দেখা হয়ে যাবে।' যতো বলি,'না না, কোন দরকার নেই, চাকরি পেলে তো আসতেই হবে, তখনি দেখে নেবো'খন।' সাহেবের এক রা,'আরে চলোই না, যেতে আসতে বড়জোর দু ঘন্টা, শহরটা চক্কর মারতে ধরো আরো আধ ঘন্টা, আড়াই-তিন ঘন্টার মধ্যে দেখা হয়ে যাবে।' অতঃপর কি আর করা, পড়েছি যবনের হাতে, খানা না খেলেও, ঘুরতে হবে সাথে। যেতে যেতে ডঃ ক্লার্ক বলতে লাগলেন নিউ মেক্সিকো ও সান্টা ফের যাবতীয় ইতিহাস। জানলাম সান্টা ফে কেবল নিউ মেক্সিকোর রাজধানী-ই নয়, এটি উত্তর আমেরিকার সবচেয়ে পুরনো রাজধানী। স্প্যানীস যোদ্ধা হুয়ান মার্টিনেজ ডি মনটোয়া ১৬০৭ খ্রীস্টাব্দে সান্টা ফের পত্তন করেন। ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে এ শহরকে উত্তর আমেরিকাতে স্প্যানীস সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 'নুয়েভো মেহিকো' রাজ্যের রাজধানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। প্রায় ৬,৫০০ ফিট উচ্চতায় সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতমালার পদতলে এ শহর অবস্থিত। শহরের একধার দিয়ে সুউচ্চ সাংগ্রে ডি ক্রিস্টো পর্বতমালা উঠে গেছে প্রায় ১২,৫০০ ফিট উপরে। সান্টা ফে শহর সম্পর্কে কিছু তথ্য আগে থেকেই জানতাম, যেমন এই শহর নাকি সারা আমেরিকার মধ্যে-ই অনন্য। এই শহরের স্থাপত্য নাকি একেবারে নিজস্ব। খয়েরী রঙের মাটির বাড়ির মতো দেখতে হতে হবে এখানকার প্রতিটি বাড়িকে, নাহলে শহরের বিল্ডিং কমিটির থেকে বাড়ি বানানোর অনুমতি-ই পাওয়া যাবে না।
এই স্থাপত্যরীতির নাম 'Adobe'। সান্টা ফে পৌঁছে দেখলাম কথাটি একশো শতাংশ সত্যি। প্রতিটি বাড়ি-ই যেন খয়েরী মাটি দিয়ে তৈরী, এমনকি সরকারি অফিস বিল্ডিংগুলি পর্যন্ত একইরকম দেখতে। এছাড়া-ও সান্টা ফে-র আরেক আকর্ষণ হলো সরু সরু গলি, দুধারে ছোট ছোট রকমারি দোকান, সন্ধ্যার পরে দোকানগুলি আলোকিত হয়ে ঝলমল করে - মনে হয় এই দৃশ্য আমেরিকার কোন শহরের হতে পারে না, কোন মন্ত্রবলে যেন আমরা চলে এসেছি মধ্যযুগীয় ইউরোপের কোন জাদুনগরীতে।

যাই হোক, সান্টা ফে-র মধ্যে একটা ঝটিতি চক্কর দিয়ে আমরা ফিরে এলুম আলবুকার্কিতে। ডঃ ক্লার্ক আমাকে নামিয়ে দিলেন হোটেলের দরজায়, ঠিক হোল ঠিক সকাল আট-টায় উনি তুলে নেবেন ইন্টারভিউয়ের জন্য। তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া করে হোটেলের বিছানায় লম্বা হওয়া গেলো। কাল সুকঠিন পরীক্ষা, আবার দাদার বাড়িতে ফিরে আলুভাতে, নাকি স্বাধীন জীবনের শুরু, কালকের পরীক্ষার ফল তার-ই দিশারী।

সেন্ট ফ্রান্সিস ক্যাথিড্রাল, সান্টা ফে, ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ

উপরের পাতার ছবি

দক্ষিণ স্যান্ডিয়া পর্বতশৃঙ্গ, ডাউনটাউন আলবুকার্কি থেকে,
সান্টা ফের ঐতিহাসিক হোটেল লা ফোন্ডা

Are You Happy?

Prosenjit Dutta

寿
happiness

A couple of years ago, His Holiness the Dalai Lama was the focus of a conference organized at the Massachusetts Institute of Technology. The audience comprised mainly scientists and other intellectuals.

They had gathered together in their pursuit of a scientific study of happiness. The Dalai Lama's message was at once simple and profound: we should learn what makes a happy mind and teach those methods so that all of humanity will be happy. "I'm seeking scientific backing or findings in order to help everybody have a happy mind," said the Dalai Lama. "Everybody is making an effort for material comfort but not as much effort to be happy." So, then, what is happiness and how do you make an effort to be happy? For most of us, it is synonymous with life's achievements and material comfort. But, is that all there is to it?

The United States Declaration of Independence states "... We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness". Clearly, while "Pursuit" may be unalienable, the outcome of that pursuit is not. In other words, even though the pursuit of happiness is your birthright, apparently happiness itself is not.

It has often been said that happiness is a state of mind. It may very well be so. But then, how do you achieve that state? In his fascinating revelation of the different levels of consciousness of the human mind, Dr. Brian Weiss (***www.brianweiss.com***) takes us on a surreal journey of the hypnotized mind of his young subject, Catherine, through her previous lives in his highly acclaimed book "Many Lives, Many Masters". Catherine was a vivacious young woman who had an unnatural fear of water, a very troubled childhood and a stormy relationship with her boyfriend resulting her in being very unhappy. When all usual methods of cure failed, including medicine and psychotherapy, Dr Weiss subjected her to hypnosis. During that course of treatment, what Catherine and her physician experienced changed their lives for ever. Catherine achieved everlasting happiness upon understanding the root cause of her agony: to her and Dr. Weiss' amazement, she traversed back in time in a visual imagery of her existence through the ages while being hypnotized, and found herself drowning to death during a previous life. Most of us will never experience anything even remotely similar to what Catherine did during her therapy. Does that mean we can never achieve the level of happiness that she did? Probably so, but that should not detract us from its pursuit. In the course of a single life, we go through various phases like childhood, adolescence, youth and adulthood. Each one of those phases gain from experience gathered during the previous one leading us to higher levels of knowledge and maturity.

As Dr. Deepak Chopra puts it in his inimitable way, one phase of our life has to die to give birth to the next one. It, therefore, stands to reason that each of those phases has its own perception of achieving happiness that contributes towards our defining ourselves as individuals. This is possible, as there are common traits in our perception that transcend phase boundaries.

For nineteenth century poet W. H. Davies, his overwhelming love for nature is apparent in his beautiful poem "Leisure" where he laments the advent of the Industrial Age, which was instrumental in taking away the simple pleasures of life – time to appreciate Nature – in effect, denying all that defined happiness for him:

WHAT is this life if, full of care,
We have no time to stand and stare?
No time to stand beneath the boughs,
And stare as long as sheep and cows:
.
.
No time to turn at Beauty's glance,
And watch her feet, how they can dance:
No time to wait till her mouth can
Enrich that smile her eyes began?

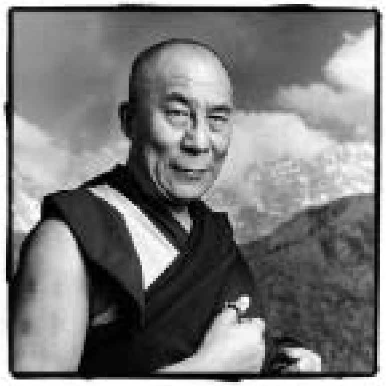

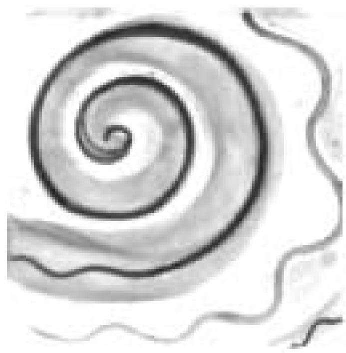

So, is there a way to measure happiness? According to the Dalai Lama, it's the result of more than 10,000 days of intense spiritual meditation. For the average individual, that is something impossible to achieve. But is that something that we should all strive for? I, for one, don't think so. In Shakespeare's "King Richard II", a play based on English history, old John of Gaunt lovingly likens his native England to "This precious stone set in the silver sea". Happiness should be exactly so. You cannot appreciate happiness ("This precious stone") unless you realize what the lack of it ("the silver sea") is like. So, dear friend, by all means strive for happiness to the best of your abilities. But do not let yourself be bogged down if, from time to time, you do hit a bad patch. Cheer up!

Happiness is just around the corner!

GANDHI DRIVING SCHOOL
5725 Buford Hwy, Suite 210
Doraville, GA 30340

- 30/6 Teen and adult education program.
- Lessons scheduled at student's convenience.
- Free pick up and drop off for road lessons - From home, school or work.
- Car provided for road test.
- New car with dual brake.

We give instructions in English, Hindi, Gujarati, Bengali, Punjabi, Urdu and Spanish.

STATE LICENSED MALE AND FEMALE INSTRUCTOR.

Phone: 770-986-0074 Fax: 404-294-7604

With Best Campliments

TAJMAHAL IMPORTS

"The Oldest & Finest Indian Grocery Store Chain in the U.S."

Indian, Pakistani & Bangladesh Groceries, Utencils, Novelties, & Sweets

1612 Woodcliff Drive
Atlanta, GA 30329
Phone: (404) 321-5940
Fax: (404) 325-8896

OPEN 7 DAYS A WEEK
11:00 a.m. – 8:00 p.m.

The Tables Turned

Geeta Chadha Yadav, Chennai

Chennai based Geeta Chadha Yadav is a freelance journalist and Reiki Teacher. She focuses mainly on adolescence issues and has numerous columns in Times of India and Indian Express to her credit. She has been working closely with Politics India and other journals writing various human interest stories. Her book was published by student aid publications and was reviewed by Times of India and the Hindu.

Making a home away from home, this is how I describe the plight of people who have to adapt themselves to a foreign land, an alien culture and discrimination at various levels. But most of them who decide to make it their home opt for the easier option and embrace the foreign culture in totality. The physical and psychological self is transformed beyond recognition but the desi soul is simply ignored and left to suffocate in a *phirang* body. This is exactly what happened with my cousin who had come for a brief vacation from the US. She is married and has two children aged 14 and 9. We met after a long gap of eight years. I still remember, we last met each other during the winters of 1996. I was not married then, still inexperienced in so many ways but still I could make out that she was treading the confused path. As regards her children, the elder son Sandy, introduced himself as an American, could not speak a word in Hindi, was busy miming for every thing, called her by name as Americans did, spoke in the same accent giving little regard to the alphabet u, and the younger one Paddy was by God's grace, too young to differentiate between Americans and Asian. My brother- in-law, born and brought up in Allahabad, an engineer from IIT Kharagpur, was and still is one of the most well settled Indian there. From Om Prakash he became *OP* and my sister's metamorphosis from Sangeeta to *Sangi* was mind blowing. From a simple, educated young girl, her transformation was painful and her body language so distraught. In a matter of few years they had found the Indian psyche non- progressive and unchanging. The Indians remained the backward lot, spending most of the time in the kitchen, feeding their children and making them dependent from day one.

"You should have a life of your own. See I enjoy life, I love the American way of life, progressive and rich. Sunny and Paddy stay at the day care centre, I am working full time, I grab a hamburger for lunch and that's it. On the other hand, had I been here I would have wasted my youth in preparing *khichdi* for the little ones and performing those mundane duties of a dutiful bahu. It is so damn suffocating. Here in India, in the garb of culture and tradition "you" are still so primitive in so many ways and the worst thing is "you" people are not ready to change.

In a span of few years she had become "we" and we had been assigned the sub-standard category of 'you people'.

We were out of touch for some time, but last year on hearing of my father's death she had called up. Few days ago she told me that she wanted to see me urgently even if it meant just for a day or two.

Something in her voice made me anxious and I decided to see her and be with her for a couple of days. I was waiting to see my sis but a look in her direction told me that something was terribly wrong. But it was at night that we got the opportunity to talk. She broke down, cried her heart out because Sandy aged 16 yrs wanted to move out and live in with an American girl who was another four years senior to him. He had dropped out of school two years ago. "We have the money to sponsor his higher studies but he is not inclined, he's into wrong company, he is excitedly curious about sex matters, I can't tell you what

all I found in his room, all sorts of filthy books and imagine condoms." I can't send him away like that, what if something happens to him, oh God help my soul. I thought I will take him to Tirupati..."

Now it was my turn to speak, "Didi, are you out of your mind? Going to a religious place won't help, values have to be inculcated from the beginning that too mere preaching is not enough; you have to be a role model for your children. You brought them up in a totally westernized environment then how can you look for Indian values. You love the American way of life, hamburgers, night life and what not but still you shy away from dating and live-in relationships., its either this or that. The other issue being that he is an adolescent, you can't bully him into everything, he is an individual even we have caused similar anxiety and worry to our parents, perhaps a little different but nevertheless they were important at that time. Don't try to control him, try to understand him. Take him to a counselor. Don't close the channel of communication, help him, a teenager's strange behavior is a clear signal that he is seeking attention, give him that."

Children learn what they live. Give a healthy environment that exudes love, affection, values, security and just be there to guide them from time to time. It is all about communicating the right attitude towards all aspects of life, sometimes through words and most of the times through actions. Each step in an individual's life adds to the possibility of opening new avenues of exploration. Take a step towards life, open up and accept that generation gap is a myth, it does not exist but communication gap definitely exists.

Your growing child's difficult behavior only signals towards the need to communicate better. At this time of life, every body irrespective of caste, creed and nationality, is all at sea, totally, confused about what he should do and how he should behave, he needs an anchor to hang on. He needs you by his side.

CIG
CHERIANS
21 Years of Excellance
INTERNATIONAL GROCERY
Guaranteed Low Prices On Brand Named Items
751 Dekalb Industrial Way Decatur, Georgia 30033
Tel: (404) 299-0842 Fax: (404) 299-8789
Seasonal Indian Vegetables
Fresh Guava, Tindora, Guvar, Bitter Milan, Dudhi, Egg Plant, Turia, Thai Chili, Long Chili, Pathra Leaves, Valor, Papadi, Snake Guard, Okra, Curry Leaves, Pan Leaves, Parval, Punjabi Tinda, Fresh Tuver, Long Beans, Edo, Suran, White Turmeric, Gongura Leaves, Pickle Mango, Green Papayas, Water Coconuts, Mula, Dry Coconut, Dosakai, Gunda, Yellow Turmeric, Mint, Methi Leaves, and Many More Indian Specialties!
Fresh Vegetables - Fresh Snacks - Fresh Sweets
Appliances - Luggage
Groceries From All Over the World!
Hours: Mon - Sat 11am - 9pm
Sunday 12pm - 9pm
South Indian Cafe 404-297-8882
India Silk House 404-297-9898

Feng Shui – The Art of Sacred Geomancy

Sutapa Datta

Today, the whole world is looking for joy. The ant staggering under the weight of a grain of sugar is looking for it; the bees painstakingly collecting it as pollen and jealously guarding it as honey are working for it. The democratic nations have enshrined it in their constitution as the fundamental right of life, liberty and happiness."

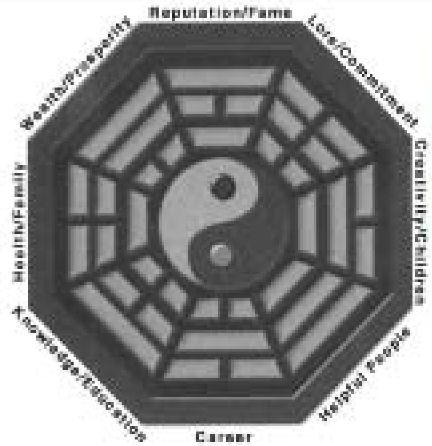

Where is this sweet taste in life, this natural condition of happiness and the elusive JOY we all crave for; where can we find happiness? Is it a habit we cannot cultivate or a psyche we cannot develop or was it something as natural as the rivers around us, the birds singing in the sky, the forests and the rains, something that became elusive and beyond us with passage of time.

Interestingly one thing is certain that mankind has always tried to harness it. During one of stonehenge's many stages, some "simple farmers" in China invented a compass for use in their scientific studies of the environment and habitations. The science was known as ***Kanyu***, the Way of Heaven and the Way of Earth. Eventually, this science blended with landscape arts and developed a simpler name: ***Feng Shui.*** Feng Shui means 'wind and water', the two powerful forces of nature. This refers to the earth, its mountains, valleys and waterways, whose shape and size, direction etc are created by the interaction of wind and water. The laws of Feng Shui provide a set of instructions for positioning of bed, study table, place of worship in order to bring happiness, success and all round prosperity. Harmonious human relations between husband and wife, parents and children, fostering good health are taken care of by Feng Shui.

Problems pertaining to bad behavior of children can be easily sorted out by making them sleep in the right direction etc. Feng Shui can also energize different parts of your life. If you want money you can energize appropriate corners of your house with the help of green plants and lighting effects.

It has been found out that in Feng Shui, vegetation and water together elicit the highest responses -- they constitute "a guide to human behavior that is both ancient and far-reaching."

Water elicits a wide range of positive effects on the human psyche. As a species, we associate relaxation and peacefulness with natural settings having a water feature. A variety of researchers have tracked the behavioral responses of humans to water and concluded that the motion of water in fountains has the same "hypnotic attraction" as a waterfall. Bands of humans also found landscape features such as boulders, mountains and rock to locate at their back.

Science acknowledges that humans are hard-wired, from the time of australopithecus, to prefer calm and refreshing water at the front for soothing view surrounded by vegetation and animals, and to desire a mountain or other imposing natural feature at the back to allay fears of attack or predation. It is amazing that traditional Feng Shui has always preached *this very setting* as the ideal for human happiness and well-being!

Feng Shui is all about the energy in your environment, internal and external. From the placement of furniture, color of walls, location of your home, the people in your environment and the energy we receive from the sun, moon and planets.

The solar flares from the sun impact the location of magnetic north and that magnetic north is in constant flux. So the general location of placement of a magnetic north for your bed placement is ok. The most important thing to remember about your bed placement is the command position, meaning that you must be able to see the door/entrance from the bed.

Placing the head of your bed in the south would be the ideal position.

In short, if you are looking to bring joy and happiness into your life, Feng Shui may just be the answer for you. Feng Shui will:

- ***Increase intimacy and bring love back into your life***
- ***Stimulate the money making machine***
- ***Significantly reduce stress and it's harmful effects on your health***
- ***Bring more satisfaction into your relationships and work***
- ***Create an atmosphere of peace and tranquility and restore emotional balance***
- ***Dramatically improve you clarity of thinking***
- ***Enhance your communications with loved ones***
- ***Stimulate creative solutions to every day problems,***
- ***Bring Joy and Happiness to mundane activities,***
- ***Considerably improve your ability to hang on to money,***
- ***Improve your career possibilities***
- ***Accentuate you reputation.***

Another way for our Western minds to understand the concept of Feng Shui is that it is a Jungian philosophy joined with quantum physics. Carl Jung used symbology to interpret the solution to a problem. Feng Shui uses many symbols to stimulate the chi and cause problems to diminish. Quantum physics enters the realm of Feng Shui because the person placing this symbol produces a positive solution.

Feng Shui had its beginning over 5000 years ago originating in India then thru Tibet and then China. With each country it changed a little to adapt to the people and to that country. As it gained popularity in China, it became known as the "Chinese Art of Placement." It is the practice of creating an environment that serves as a positive affirmation for the future – The future that you want to create for you. It is more than just the art of making arrangement of your furnishings at home or office. It also enhances your life, helping you to achieve harmony & balance in everything that you do.

One of the quickest ways to add energy to any room is with color. What colors to use is always the question. When thinking about color for a particular room you must consider the intensity and the balance of the color. In the bedroom I would suggest using the pastels like buttercup or sky blue, because these colors make you more relaxed and help getting better sleep. However, if you prefer using yellow or orange just as an accent color it would probably not be a problem. Relaxing colors like blues and greens are good for sleeping. Any thing with red in it will add passion to the relationship. If you want to have lots of passion use red, if you want to cool it down a little use pinks. Too much red could also keep you from sleeping. A soft color like peach will also be good for relaxing and because it is a shade of orange, it will help to get rid of fear and anger. Regarding which color to use, all color is good when used in balance.

May the colors be with you!

Lucky Dragon painted by Sutapa Datta

Sutapa Datta is a professional Feng Shui Consultant and Artist with over 15 years experience. She has performed hundreds of enlightening Feng Shui consultations in homes and businesses. Sutapa's interiors and feng shui expertise have been featured in many publications in India. She has also been painting several Feng Shui art which have been exhibited at Lalit Kala Academy and All India Fines Arts and Craft Society, New Delhi.
Sutapa's work can be viewed at: ***www.artNpeace.com***

CABBAGE WITH COCONUT

Tripti Som Choudhuri, Chennai

Ingredients:

One finely chopped cabbage
One tbsp white oil
One red chilli, few curry leaves, some whole mustard seeds and a pinch of urad dal.
Salt and green chillies according to taste
¾ cup grated coconut
Little sugar and coriander leaves (*optional*)

Method:

1. Add the red chilli, curry leaves, whole mustard seeds and urad dal in hot oil.
2. When it starts splattering add the cabbage, salt and green chillies and sauté. Cover and let it cook for a few minutes.
3. Then add the coconut powder and mix it well.
4. Mix little sugar for taste and garnish with coriander leaves.

Cashew & Cream Chicken

Sally Solomon, Atlanta

Ingredients:

1 chicken - cut into medium pieces.
2 large onions - chopped lengthwise.
2 medium tomatoes - chopped fine.
2 green chilies sliced lengthwise
1 tablespoon red chilly powder
1 tsp.full jeera(cumin seeds)
1 tsp.jeera powder
2 tablespoons coriander powder
1 tsp.garam masala powder
1 cup(250 ml.)cream(single whipped)
Half cup ground cashew
1 tablespoon kus kus(poppy seeds)
1 tsp. turmeric powder
1 tblspn.each ginger & garlic paste
4 tblspn.of cooking oil
salt to taste; coriander leaves for garnishing.

Method:

1. Smear salt, turmeric, ginger & garlic paste to the chicken pieces and keep aside.
2. In a heavy bottom saucepan, heat the oil and drop in the chopped onions. Let it be translucent.
3. Add the green chilies, full jeera, chilly powder, coriander powder, garam masala and tomatoes. Fry the mixture for a while until the tomatoes are cooked.

4. Add the ground cashew paste with the poppy seeds.
5. Fry the mixture together.
6. Add the marinated chicken and fry the pieces till the masala is coated on all sides.

If necessary, add about half cup of water to avoid getting burnt.

7. After the chicken pieces are cooked, drop in the cream and let the gravy be cooked for about 5 minutes.
8. Garnish with the coriander leaves.

Bashoner Kochuri (Bengal Gram Kachori)

Basanti Chatterjee, Gorakhpur

Ingredients:

1. All purpose flour (maida) – 2 cups
2. Gram flour (besan) – ½ cup
3. Oil for dough – 4-6 tbsp
4. For Kochuri Masala: cumin seeds – 1tbsp, coriander seeds – 1tbsp, cardamom (elaichi) – 5-6, cloves – 4-5, fennel seeds – 1tbps, dry red chilies (2 or to taste).
5. Salt to taste
6. Aamchur powder (optional)
7. Oil for frying

Method:

1. Make kochuri masala: Roast all the ingredients for kochuri masala and grind to make a power and keep aside.
2. Make the dough for kochuri with maida, water and oil, and keep aside. Make sure it is tight.
3. Fry besan in 4-6 tbsp of oil in very low heat till it turns brown. Keep stirring.
4. Add kochuri masala, salt and aamchur (optional) to it and mix well. Remove from heat and keep aside.
5. Make small kochuri balls out of the dough. Stuff it with the mixture (poor) made in step 4, cover it well and roll it into a round shape like in a puri/luchi.
6. Heat enough oil for frying in a kadai. When oil is hot, add the kochuris, fry in medium to low heat.

Serve hot with chutney.

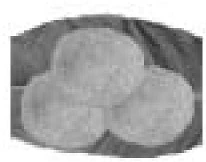

Dr. Sarita Kansal M.D., MPH

Dr. Kansal is a board certified cardiologist with advanced level III training in echocardiography and board certified in Nuclear Cardiology. Born in India, she received her medical degree from Maulana Azad Medical College, New Delhi. Dr. Kansal completed her internship and residency at Southern Illinois University in 1997 and was on faculty as assistant professor until 2000. She subsequently did her cardiology fellowship at Vanderbilt University and a fellowship in echocardiography at Emory University. Dr. Kansal joined Cardiovascular Medicine, P.C. in September 2004. She is also Clinical Assistant Professor of Medicine at Emory University. Dr. Kansal is a Cardiologist at Cardiovascular Medicine, P.C. in Marietta. She sees patients by appointment. Phone 770-424-6893.

Double Jeopardy from Nature & Nurture

Coronary Artery Disease (CAD) should now be considered an important public health problem in immigrant Indians. It is a part of the epidemiological transition characterized by changing lifestyles and a probable genetic predisposition The high rates of CAD in Asian Indians appears to be a global phenomenon, shared by the inhabitants of the four countries of the Indian subcontinent (India, Pakistan, Bangladesh and Sri Lanka) as well as immigrants from these countries to various regions of the world. The CAD rates among overseas Asian Indians worldwide are 50% to 400% higher than people of other ethnic origin irrespective of gender, religion, or social class. Whereas the CAD rates halved in the West in the past 30 years, the rates doubled in India with no signs of a downturn yet. Among Asian Indian men, about half of all MI occur under the age of 50 and 25% under the age of 40.

The high rates of CAD in Asian Indians are due to a combination of nature (genetic predisposition) and nurture (lifestyle factors). The lifestyle factors include those associated with affluence and urbanization as well as immigration and acculturation. Urbanization is accompanied by decreased physical activity and increased consumption of fat resulting in "metabolic syndrome". This syndrome consists of dyslipidemia, glucose intolerance, central obesity, and hypertension. However, apart from metabolic syndrome, they have no excess of conventional risk factors such as cigarette smoking, hypertension, and high cholesterol levels. Nearly half of them are life-long vegetarians. This excess burden of premature CAD in Asian Indians is due to a genetic susceptibility, mediated through elevated levels of lipoprotein (a). Lp(a) magnifies the adverse effects of lifestyle factors Asian Indians appears to have a unique pattern of dyslipidemia, a 'deadly lipid tetrad'. This lipid tetrad consists of elevated Lp(a) in combination with high LDL, high triglycerides and low HDL. Lp(a) levels >40 mg/dL (versus <40 mg/dL) increase the risk of CAD associated with other risk factors by a factor of 2 to 10 (smoking by a factor of 2, diabetes and hypertension 4, high TC/HDL ratio 7, and high homocysteine 10). These multiplicative effects of conventional and emerging risk factors appear to provide a plausible explanation for the excess burden of CAD among Asian Indians.

A more aggressive approach to prevention and treatment of both conventional and emerging risk factors is warranted in the Asian Indians. Increasing physical activity and decreasing consumption of calories as well as saturated fat are the foundation of this strategy and should begin early in life. Avoidance of abdominal obesity is very important, even when weight is normal. Every effort should be undertaken to discourage children and adults from using tobacco products.

About 50% of Asian Indians are vegetarians, but their rates of diabetes and CAD are as high as non-vegetarians. Unlike the Western vegetarians, the lipoprotein levels among Asian Indian vegetarians are not different from non-vegetarians. This phenomenon is due to contaminated vegetarianism, wherein vegetarians consume liberal amounts of butter, ghee, cheese, dairy, and bakery products. The threshold of intervention and goals of treatment for various risk factors in Asian Indians should be 20% lower than Whites for LDL and 10% lower for all other risk factors *(Table next page)*. It seems appropriate to begin preventive strategies at an earlier stage than in other populations because of the extreme maturity and malignant nature of CAD in Indians.

(see chart in the next page)

Table: Proposed Cut-points for LDL, Non-HDL Cholesterol, and Total Cholesterol Levels (mg/dL) for Asian Indians*

	LDL	Non-HDL Cholesterol **	Total Cholesterol
Optimum	<80	<110	<150
Near or above optimal	80- 99	110-129	150-169
Borderline high	100-114	130-144	170-184
High	115-129	145-159	185-199
Very High	$\geq$130	$\geq$160	$\geq$200

- *Modified from NCEP164; goals for Asian Indians are about 20% less than NCEP*

INARA PHONE CARDS

#1 in Phone Cards and novelities in GA

Thousands Of New Items and Huge Collection

We ship Everywhere in US

Fancy Lighters 1.49-1.99	Fancy Candles 1.29 & up	Super Hats (all) $1-4.99	Fancy (men) Watches 4.99 & up	Watches with Bracelets 6.49 - 4.99	Toys (Large Collection) 99¢ and up

VIRGIN MOBILE CARDS AVAILABLE

T-Mobile Cards= 16%
Cingular Cards= 24%
Verizon = 13%
Super Dooper = 45%
Omni = 24%

GA. Blue = 30%
CTA Africa= 28%
UN-GA = 29%
RED 27%
* Limited Time Offer

SUN GLASSES
summer special
$1.99 & Up

For More Information Call Amin/Salim
1707-C1 Church Street., Decataur, GA 300033

(next to PatelBrothers, Mirch Masala) **open seven days**
Ph/Fax: 404-499.0068-404.499.8073 Email: Inara@bellsouth.net

T-Mobile
More than 150 Phone Cards

Donor List (Alphabetical Order) as of 1st October, 2005

1	AMITABHA & SUTAPA DATTA
2	AMITAVA & SUZANNE SEN
3	AMITESH & ANUSUA MUKHERJEE
4	AMRITRAJ GHOSH
5	ANINDYA & MOLLY DE
6	ANJAN & INDRANI DATTAGUPTA
7	ASHOK & MAMATA BASU
8	ASHOK & RUMA DAS
9	ATUL & SOMA CHOUDHURY
10	BIJON & KALPANA DAS
11	BOB & JABA GHOSH
12	DEBJYOTI & RITUPARNA ROY
13	GOURANGA AND BULBUL BANIK
14	INDRONEEL AND TANIA MAJUMDAR
15	JAYANTA & SUSHMITA MAHALANABIS
16	JAYDIP & SARITA DUTTA
17	JOYDEB & RACHELLE MAJUMDER
18	KALLOL & BANHI NANDI
19	KALYAN & PAROMITA MUKHERJEE
20	MRINAL & SEEMITA CHAKROBORTY
21	PRABIR & CHANDANA BHATTACHARYA
22	PABITRA & ARADANA BHATTACHARYA
23	PRANAB LAHIRI
24	PRANESH & SUMANA CHOWDHURY
25	PRIYA KUMAR & SHYAMALY DAS
26	PROSENJIT & SWAGATA DUTTA
27	RAJA & SONALI ROY
28	SAIBAL & JYOTI SENGUPTA
29	SAMAR & REKHA MITRA
30	SAMARESH & HAIMANTI MUKHOPADHYAY
31	SAMRAT & KASTURI BASU
32	SANJIB & SOMA DATTA
33	SATYAKI & RUCHI LODH
34	SATYO & MADHUMITA MUKHOPADHYA
35	SOUMEN & PAROMITA GHOSH
36	SOUMYA K & SUTAPA DAS
37	SUBHOJIT & SHARMILA ROY
38	SUDIPTO & INDRANI GHOSH
39	SUDIPTO SAMATA & RICHA SARKAR
40	SUHAS & KRISHNA SENGUPTA
41	SUPRIO & MUKTA SAHA
42	SUSHANTA & REEMA SAHA
43	SWAPAN & JABA CHAUDHURY
44	SWAPAN & NILOOFER MONDAL

Pujari sincerely thanks the above donors for their generous contrbutions towards the purchase of New Durga Pratima

Cheers to Pujari Volunteers!

- **Purohits:** Bhaskar Banerjee, Amitesh Mukherjee, Mrinal Chakraborty
- **Puja Preparation:** Shyamali Das, Bulbul Banik, Rima Saha, Chandana Bhattacharyya, Madhumita Mukherjee
- **Invitation:** Amitabha Datta, Vijay Mahindroo, Samaresh & Haimanti Mukhopadhyay
- **Decoration Team:** Paromita Ghosh, Rekha Mitra, Shyamali Das, Sutapa & Soumya Kanti Das, Swagata Bose, Monali & Sanjay Chatterjee, Anusuya Mukherjee, Mukta Saha, Rinta, Aradhana & Pabitra Bhattacharya
- **Fundraising:** Gouranga Banik, Sanjib Datta, Kanti Das, Anindya De, Satya Mukherjee, Prosenjit Datta, Neel Mazumdar, Samrat Basu, Sudip Samanta
- **Food Management:** Sharmila Roy, Bulbul Banik
- **Sweet Preparation:** Sushmita Mahalanobish, Rekha Mitra, Bulu di, Richa Samanta, Sutapa Datta, Ruma Das, Soma Choudhary, Bulbul Banik, Molly De, Sarita Datta, Indrani Ghose, Jaba Choudhary, Reema Saha, Madhumita Mukhopadhyay, Anusuya Mukherjee, Haimanti Mukhopadhyay, Chandana Bhattacharyya, Sharmila Chatterjee
- **Facility Management:** Gouranga Banik, Prabir Bhattacharyya, Sususanta Saha, Prosenjit Datta, Saibal Sengupta
- **Emcee:** Richa Samanta, Sanjib Datta
- **Cultural Event Management:** Dola Roy, Monali Chatterjee, Indrani Ghosh, Swagata Bose, Rima Saha
- **Cultural Program Directions:** Banhi Nandi, Amitava Sen, Rakhi Banerjee, Prasenjit Dutta
- **Cultural Activity Assistance:** Nilofer Mondal, Madhumita Mukherjee, Soma Datta
- **Sound and Light:** Kallol Nandi, Amitava Sen, Samaresh Mukhopahyay, Subhojit Roy

Pujari Board of Directors and Executive Committee heartily appreciate the involvement and enthusiasm of all the contributors and volunteers for supporting this event. Without their support and contributions, Durga Puja would not have been possible. We apologize in advance for any unintentional omission of volunteers' names.

আসছে বছর আবার হবে